চন্দ।

শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী প্রণীত।

PRINTED & PUBLISHED BY T. C. DASS,
AT THE CHERRY PPRSS LTD.
251, Bowbazar Street, Calcutta.
1914.

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ।

স্বর্গত উকিল জগচ্চন্দ্র ঘোষ

সুহৃদ্বরেষু।

ভাই জগত,

আজ ছয়মাস যাবৎ তুমি আর ইহ জগতে নাই। "চন্দ" কে যে তোমার হাতে হাতে তুলিয়া দিব তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল না। তুমি যে একবার তাহাকে হাতে লইয়াও দেখিতে পারিলে না ইহাই যা' আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখ। তবে আমি একবারে নিরাশ হই নাই। তোমার হাতে দিতে পারিলাম না বলিয়া তুমি যে একবারেই নাই, এই কথাত বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি এখন এমন রাজ্যেই আছ যেখানে মানুষ যাইতে না পারিলেও তাহার ভাব পঁহুছিতে পারে, যেখানে বসিয়া জগতের অন্য কিছু গ্রহণ করার ক্ষমতা না থাকিলেও অন্ততঃ ভাব গ্রহণ করা যায়। তুমি তোমার ভাবেই "চন্দ" কে গ্রহণ কর।

তুমি বোধ হয় এখন আনন্দময়ীর আনন্দ-রাজ্যে বসিয়া তোমার জন্য আমার চোখের এক আধ ফোঁটা জল পড়ে কিনা তাহা দেখিবার জন্যই মুখ চাপিয়া হাসিতেছ। তোমার হাসিবার যেমন যথেষ্ট কারণ আছে, তেমন আমিও বুঝি যে— খেলার ছেলেকে মা জোর করিয়া বুকে টানিয়া নিলে তাহাতে তাহার কোন কষ্ট হইতেছে, কি মাতৃস্নেহের অভাব ঘটিয়াছে

মনে করার কোন কারণ হয় না। তবে গুপ্তঘাতকের গুলিতে তোমার আকস্মিক তিরোভাব যে একবারে যন্ত্রণাদায়ক হয় নাই এমন নহে ;— কিন্তু হইয়াছে বলিয়া ইহাতে যে মঙ্গলময়ীর মঙ্গলবিধান একবারেই নাই এমন কথা ত বলা যায় না। তুমি আজীবন অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছ, শত্রুর ভ্রুকুটিতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অবিচলিত চিত্তে নিজকর্ত্তব্য সাধনেই অগ্রসর হইয়াছ, বীরের মৃত্যুই তোমার উপযুক্ত। তাই বিষপ্রয়োগে তোমার মরণ ঘটে নাই, রোগযন্ত্রণায় শয্যাশায়ী হইয়াও তোমাকে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইল না।

তোমার মৃত্যুতে আরও একটী সত্য বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। মানুষ ইচ্ছা করিয়া যাহাকে যত দূরে রাখিতে চাহে, সে ততই নিকটতর হইয়া বসে। নরপিশাচ রণমল্ল রঘুবীরকে গুপ্তহত্যা করিয়াছিল ; মিবারবাসী এখনও তাহাকে পুত্রকদেবতারূপে পুষ্পচন্দনে পূজা করিতেছে। রঘুবীরের মত তোমার বেলায়ও বলিতে পারি—

"পাপিষ্ঠ চাহিল যা'রে করিবারে দূর,
অধিকার করিল সে সর্ব্ব অন্তঃপুর।"

কেবল এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে না। আবার দেখ— তোমার ঘাতকেরা তোমার চিতাভস্ম হইতে বহু যোজন দূরে নির্ব্বাসিত হইয়াও নীলাম্বরের নীলকক্ষে, নীলাম্বুর নীলবক্ষে, তরুলতার হরিতপত্রে, শস্যের শ্যামল ক্ষেত্রে, জীবন্ময় দিবাকরে, শান্তিময় সুধাকরে, শয়নে স্বপনে তোমার বিশ্বময় বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শিহরিয়া উঠিতেছে। তোমার শব্দ

শুনিতে যাহাদের বক্ষে শেলাঘাত হইত, তাহারাই আজীবন তোমাকে কাঁধে করিয়াই চলিবে, তোমাকে কাঁধে করিয়াই বসিবে, তোমাকে বক্ষে করিয়াই ঘুমাইবে, "অপরে কিং ভবিষ্যতি" তিনিই জানেন!—"নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে!"

১লা অগ্রহায়ণ
১৩২১ সন
পটীয়া, চট্টগ্রাম

তোমার—
বিপিন।
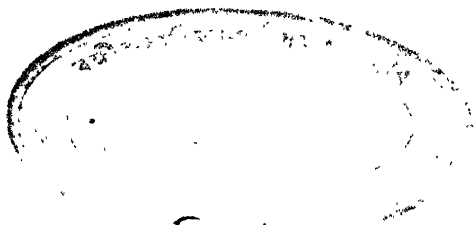
ভুমিকা।

আমরা ঘরের খবর কিছুই রাখিনা, রাখিবার কোন দরকার আছে বলিয়াও মনে করি না। যে পর্য্যন্ত কোন পাচাত্য-পণ্ডিত আমাদের কোন জিনিসের গুরুত্ব বা মহত্ব স্বীকার না করেন, সেই পর্য্যন্ত আমরা তাহা আমাদের বলিয়া দাবী করিতে—এমন কি পরিচয় দিতেও লজ্জা মনে করি। ইহার কারণ কি? কারণ আমাদের আত্মসম্মান বোধ নাই; আর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা নাই। আমরাই বর্ত্তমান জগতে একমাত্র নিষ্ক্রিয় সকাম জাতি! একদিন কর্ম্মেই আমাদের ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইত! নিজে দাঁড়াইতে না চাহিলে মা'ও ছেলেকে দাঁড় করাইতে যত্ন করেন না, অন্যে পরে কা কথা। এ জগতে নিষ্ক্রিয় নিস্পৃহের স্থান নাই; তাই আজ আমরা মৃত জাতি, "Indians in feeling" ইত্যাদি খ্যাতিই লাভ করিয়াছি। রজোগুণের পাল না খাটাইয়া খালি সত্ব-গুণের হাল চাপিয়া বসিলে উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া নৌকা কূলে পঁহুছিবে না। বিধাতার আশীর্ব্বাদে কর্ম্মকুশল ইংরাজ জাতিকে আদর্শ পাইয়া এবং তাহার ছায়ায় বসতি করিয়াও যদি আমরা এই সার সত্যটুকু উপলব্ধি করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের মত হতভাগ্য আর কে আছে? ইংরাজ জাতি আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তন্মধ্যে অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হিন্দুজাতিরও যে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় ছিল, তাহা যে তাঁহারা দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন

ইহাই তাঁহাদের বিশেষ মহত্ত্বের ও গুণ-গ্রাহিতার পরিচায়ক। নচেৎ আমরা যেরূপ হুঁশিয়ার গৃহস্থ, এত দিনে আমাদের অনেক আসবাব বল্মীকস্তূপে পরিণত হইত! অনেক সহৃদয় ইংরাজ এই পতিত জাতির জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মহানুভব টড তাহার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার কল্যাণার্থে যেই কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

রামায়ণ-মহাভারতের কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য-নাটক লিখিলে তাহার ভূমিকা লিখার কোন প্রয়োজন হয় না; কারণ উহা আমাদের কেবল ঘরের জিনিস নহে— অস্থিমজ্জার ও প্রাণের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। রাজস্থান— রামায়ণ-মহাভারতের পরিশিষ্ট। তথাপিও—প্রাণের জিনিস হওয়া দূরে থাকুক, এখনও ঘরের জিনিসও হয় নাই। তাই আমাকে অন্ততঃ "চন্দের" পরিচয় দিতে হইতেছে। নচেৎ আমার বাঙ্গালী ভ্রাতৃবৃন্দের অনেকই মনে করিতে পারেন "চন্দ" আমার স্বকপোলকল্পিত উদ্ভট সৃষ্টি। সাধারণের ধারণা—সীতা-উদ্ধারের পর সূর্য্যবংশ এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর চন্দ্রবংশ একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও যে রামচন্দ্রের এবং কুরু-পাণ্ডবের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছেন, মহাত্মা টড আমাদিগকে সেই সংবাদ দিয়াছেন। রাজস্থান পাঠ করিলেই এই কথার সত্যতা এবং এই কাব্যের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

পশ্চিম ভারতে মিবার ও মারবার নামে দুইটী প্রাচীন রাজ্য আছে। পূর্ব্বে চিতোর মিবারের এবং মুন্দ মারবারের রাজধানী

ছিল। এখন উদয়পুর মিবারের ও যোধপুর মারবারের রাজধানী। মিবারের রাণাগণ গিহ্লোট নামে পরিচিত সূর্য্য-বংশীয় এবং মারবারের রাজন্যবর্গ রাঠোর নামে খ্যাত চন্দ্রবংশ-সম্ভূত। মহারাণা লক্ষসিংহ ১৪৮৩ খৃঃ অঃ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন রণমল্ল মিবারের রাজা ছিলেন। ঘটনাচক্রে রাণা লক্ষ মারবার-দুহিতাকে বিবাহ করেন। মুকুলজী রণমল্লের দৌহিত্র। চন্দ এই রাণা লক্ষের জ্যেষ্ঠপুত্র—মুকুলের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সুতরাং চন্দ ভগবান্ রামচন্দ্রের সুযোগ্য বংশধর। বৃদ্ধ রাণা লক্ষ মুসলমানের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে গমন করার পর, রাঠোরকর্ত্তৃক মিবারগ্রাসের চেষ্টা এবং মিবারের আত্মরক্ষাই এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দের শেষভাগে অর্থাৎ আজ হইতে ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিষয়টি গুরুতর। আমি তাহার চিত্রাঙ্কণে কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছি সহৃদয় পাঠকই তাহার বিচার করিবেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য যথাযথ রক্ষা করিতে যত্নের ত্রুটী করি নাই। কেবল কাব্যকলার অনুরোধে সাধারণতঃ লেখকেরা যাহা করিয়া থাকেন আমি তাহাই করিয়াছি মাত্র, অতিরিক্ত কিছু নহে।

"চন্দ" লিখিয়াছি অনেক দিন হইল। তাহার পরের রচিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থই প্রকাশ করিয়াছি। তবে ইহা এতদিন লৌহ কবল হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিল? ছোটকাল হইতেই রাজস্থান আমার অতিপ্রিয়। "চন্দ" লিখিবার পর তাহার প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, তাহাতেই "সপ্তকাণ্ড-রাজস্থান" লি খতে প্রবৃত্ত হই এবং "চন্দের" কথা একবারেই ভুলিয়া যাই।

"সপ্তকাণ্ড-রাজস্থান" প্রকাশ করিবার পর আর "চন্দ" প্রকাশের আমার ইচ্ছা ছিল না। কেবল স্বর্গত কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের একটী কথার উপর নির্ভর করিয়াই এই কার্য্যে ব্রতী হইলাম। দ্বিজেন্দ্র বাবুকে "চন্দ" প্রকাশ করিব কি না জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখ ভাই, মালী কি কেবল মূলবৃক্ষ রোপণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়? তাহার ডাল হইতে দু'চারটী কলম বাঁধে না?— প্রকাশ করিবে না কেন?" আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে যাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া "চন্দ" প্রকাশ করিলাম, যিনি তাহার ভূমিকা লিখিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি আর ইহ জগতে নাই এবং যাহার করে তাহাকে তুলিয়া দিলাম তিনিও নাই! এই শোক-স্মৃতি বক্ষে লইয়াই "চন্দ" পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইল, তাঁহাদের সহানুভূতির উপরই তাহার সান্ত্বনা নির্ভর করিতেছে।

১লা অগ্রহায়ণ
১৩২১ সন,
পটীয়া, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থকারস্য।

সূচীপত্র।

মুদ্রাকর-প্রমাদ।

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	আপানার	আপনার
১০	এক লিঙ্গে	একলিঙ্গে
২৫	স্তাবক	স্তাবক
৩৯	শিরস্ত্রাণ	শিরস্ত্রাণ
৫৬	তবপদে	তমপদে
৬৪	যম	মম
৯৪	অত্মসমর্পণ	আত্মসমর্পণ
৯৫	থমাও	থামাও
১১৬	ভষ্মশেষ	ভস্মশেষ
১১৭	অবৈধ-শক্তি	অবৈধ শক্তি
১২২	বীরাঙ্গণা	বীরাঙ্গনা
১৩৯	,	বল শুনি,
১৫২	অর্থ	যে অর্থ
১৭২	টানিলা,	টানিলা
১৭৬	অর্পিণু	অর্পিনু
১৮০	ধীরে	ধরে
১৮২	অলক্ষী,	অলক্ষ্মী
১৮৪	অলক্ষী	অলক্ষ্মী
১৮৮	ভাষার	ভাষায়

চন্দা
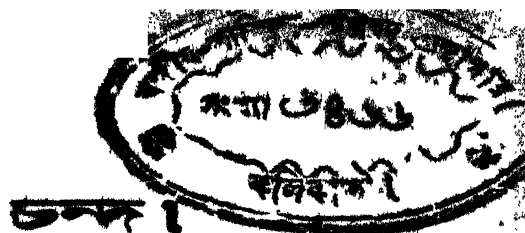
প্রথম সর্গ

নমি হে কল্যাণকর কাল, তব পদে,
তুমি সত্য, তুমি শিব, তুমিই সুন্দর
এই বিশ্বে; বিশ্বনেতা, বিশ্বগতি তুমি।
ধ্বনিয়া মঙ্গল-শঙ্খ, হে মঙ্গলময়,
দলি' পদে অমঙ্গল-আবর্জ্জনারাশি,
ছুটেছ অনন্তে, নাহি ক্লান্তি, অবসাদ।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ গঙ্গাধারা যথা—
ছুটেছে তরঙ্গ তুলি পশ্চাতে তোমার।
শত মত্ত ঐরাবত, জহ্নু শত শত,
কিবা শক্তি ধরে রোধে খরগতি তার।
ঘুরিছে ফিরিছে নিত্য তোমারি ইঙ্গিতে
কভু দ্রুত, কভু ধীরে। বিশ্ব-অধিপতি
এ বিশ্ব-মুকুরখানি ধরিয়া সম্মুখে
ধরে প্রতিবিম্ব তব যুগ যুগান্তর।
না শুনে আহ্বান তব, না মানে শাসন
যেই জন, যেই জাতি, যেই দেশ হায়,
অশেষ যন্ত্রণা তার, দুর্গতি, লাঞ্ছনা
ভাসিতেছে ও দর্পণে, হে দর্পহারিণ্‌!

বরষিয়া অশ্রুধারা ধরণীর পদে,
বরষা বিদায়-ভিক্ষা মাগিল কাতরে।
বিশ্বের যৌবন-ডালা করিয়া সজ্জিত
আসিল শরৎ। জ্বলে সতেজ ভাস্কর;
সতেজ, সজীব দ্রুম প্রসূনে পল্লবে;
কুসুমে গর্ব্বিতা লতা, গর্ব্বিত উদ্যান.
জলচরে ভরা জল, জলে ভরা নদী,
গুঞ্জনে মুখর কুঞ্জ, কুজনে কানন।
ধাইতেছে কাদম্বিনী ত্যজিয়া অম্বর,
উড়িছে কাদম্বাকুল পশ্চাতে তাহার
বিস্তারিয়া শ্বেতপক্ষ কলকল স্বনে।
অলিমুখ-শতদল, কলহংস যথা
সন্তরে সরসী-বক্ষে, প্রতিবিম্ব তলে।
নিশাতে অমৃতধারা করিয়া বর্ষণ,—
নীলাম্বরে হাসে শশী তারকা-মণ্ডিত;
হাসে রোমাঞ্চিত ক্ষেত্রে স্নাত চন্দ্রিকায়
সসত্ত্বা সুশস্যরাজি শ্যামল-অঞ্চলা।
রূপে, রসে, তেজে, গন্ধে সবি ভরপুর
স্থাবর জঙ্গম আদি, ভরা বসুন্ধরা;—
ঊর্দ্ধে অধে বাধিয়াছে সৌন্দর্য্যের রণ।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য শক্তি করিয়া সংহৃত
আত্মদেহে, আপনাতে করিয়া কেন্দ্রিত

না জাগিলে জগদম্বা এহেন শরতে,
কে ঘুচাবে জগতের ক্লীবতা দীনতা ?
আরম্ভিল শাক্তগৃহে শক্তির বোধন।
হেনকালে মদগর্ব্বে গর্ব্বিত যবন
আক্রমে হিন্দুর তীর্থ পুণ্য গয়াধাম।
হামীরের পৌত্র ক্ষেত্রসিংহের তনয়
সিদ্ধ-বাপ্পা-বংশধর লক্ষ মহারাণা,
তোমার শঙ্খের নাদে থাকিবে বধির
কভু কি সম্ভবে কাল ? পঞ্চাশের পর—
মৃত্যুর পতাকা শ্বেত উড়িছে মস্তকে
পত্ পত্, নাহি লক্ষ্য, লইল টানিয়া
কোষবদ্ধ অসি পুনঃ যৌবন-বান্ধব।
হিন্দুর মুক্তির পথে, স্বর্গের সোপানে
যবন-কণ্টকদ্রুম, শুনি শিহরিল
মিবারেশ, ক্ষোভে রোষে হইল জর্জ্জর ;
ঢকানাদে রণসজ্জা করিল ঘোষণা।
ধর্ম্মসম নাহি উগ্র মদিরা ধরায়
উদ্দীপিতে শীত রক্ত ; সাজ সাজ রবে
উঠিল কাঁপিয়া দেশ ; নাচিল ধমনী।
আচম্বিতে মাতৃকর্ণে লাগিল টঙ্কার ;
পরিহরি যোগনিদ্রা, ছাড়ি অন্তরাল
ভক্ত সেবকের গৃহে দিলা দরশন

দশ প্রহরণে সাজি, আনন্দে সন্তান
আত্মহারা, আরম্ভিল অর্চ্চনা তাঁহার।
যে যাহার অস্ত্র, শস্ত্র করি প্রক্ষালন
পূত জাহ্নবীর জলে, পরায় সিন্দুর;
রঞ্জিয়া হৃদয়রক্তে ছাগরক্তে তারে,
ভক্তিভরে মাতৃপদ করায় পরশ।
বিজয়ার আশীর্ব্বাদ ধরিয়া মস্তকে
প্রবেশিতে ধর্ম্মযুদ্ধে রহে অপেক্ষায়।
হেনকালে আসি চন্দ রাজার মন্দিরে,
দাঁড়াইলা বন্দি পদ, কহে যোড়করে।—
"তব আশীর্ব্বাদে দাস অজ্ঞ নহে রণে,
নহে হীনবল, নহে শত্রুভয়ে ভীত,
পিতৃদেব; একি কথা শুনিলাম আজি,
মনন করেছ আশু পশিবে সমরে!
পঞ্চাশোর্দ্ধে বানপ্রস্থে করিবে প্রস্থান
শাস্ত্রের বিধান এই, বিনিময়ে তার
যাবে রণে! কোথা লজ্জা রাখিবে এ দাস।
শত শত অপরাধে অপরাধী আমি,
ত্যজ রোষ, কলঙ্কিবে কেন অভাজনে?
ধরি শিরে পদধূলি পশিব সংগ্রামে"।
চন্দের বচনে রাণা কহিলা বিস্ময়ে—
"অন্যায় আশঙ্কা কেন উপজিল মনে

বাছা মোর? কিবা রোষ তনয়ে পিতার!
যারে লভি ভাবি, বংশ হইল উজ্জ্বল,
নাহি শঙ্কা, নাহি চিন্তা রণে কি মরণে—
রাজ্যতরে, রোষ তারে সম্ভবে কেমনে!
"পঞ্চাশোর্দ্ধে বানপ্রস্থ্য" ছিল একদিন
শাস্ত্রের বিধান সত্য, অতীত সে যুগ।
আত্মা যথা দেহান্তর, শীতগ্রীষ্মভেদে
দেহ যথা বস্ত্রান্তর গ্রহণে তৎপর,
তেমতি জানিও শাস্ত্র বিবর্ত্তনশীল;
মানব পালিবে ধর্ম্ম, শাস্ত্র নহে সদা।
রণে আর বনে বৎস, নাহি কোন ভেদ;
বনে বসি কণা কণা ঢালিতাম যাহা,
রণে পশি একবারে করিব নিঃশেষ
শিবপদে,—শিবপূজা জীবের কল্যাণ।
যেই ধর্ম্মরক্ষা সেই ধর্ম্ম উপার্জ্জন;
মানিব কালের শাস্ত্র, কালের আহ্বান,
কাল নাহি চাহে আর কাল নাহি চাহে
যোগাসন, শরাসন খুঁজিছে এখন;
দিওনা দিওনা বাধা স্বধর্ম্ম পালিতে"।
আশ্বস্ত হইয়া চন্দ কহিলা পিতায়,—
"বালকের প্রগল্‌ভতা ক্ষম পিতৃদেব,
পালিব কালের ধর্ম্ম নাহিক সংশয়;

রণ ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের রণ ধর্ম্ম মানি।
পালিতে কালের ধর্ম্ম করিছে মিনতি
দাস তব, স্থবিরের ধর্ম্ম নহে রণ,
ধর্ম্ম নহে, পুত্র যার থাকে অরিন্দম।
সোনার মিবাররাজ্য ডুবিবে অকূলে
গেলে রণে, তরী যথা কাণ্ডারী-বিহীন"।
হাসিয়া কহিলা রাণা চন্দের কথায়—
"কি যে ধর্ম্ম, কিবা কাল, বুঝ নাই তুমি!
শৈশব, যৌবন, জরা কাল নহে বাছা,
বহু জরা আসে যায় তাহার নিমেষে।
এ দেহ কালের ভৃত্য, কাল নহে তার,—
বিধির উপরে বিধি, রাজা সে রাজার।
ভ্রূকুটি করিলে কাল, নিরুত্তরে জরা
যৌবনের গুরুভার বহে নতশিরে।
সর্ব্বত্র কি ধর্ম্ম বৎস, জপ, তপ, রণ?
সে নহে ধর্ম্মের সংজ্ঞা ;—কর্ত্তব্যপালন,
বিবেকের বাণীরক্ষা, কালের সম্মান
ধর্ম্ম এ জগতে মুখ্য ;—ধর্ম্ম নাহি আর।
ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য আত্মবিসর্জ্জন ;—
শান্তির সময়ে জপে, অশান্তির কালে
কেবল সম্ভবে কর্ম্মে সে মহাসাধনা।
ভূপতি, নৃপতি আমি ; ভূমি আর প্রজা

রক্ষিতে হইবে মোর, ধর্ম্ম সে আমার।
পর পদাঘাতে চূর্ণ হবে মোর ভূমি,
পর অস্ত্রাঘাতে শিশু কাঁদিবে রমণী,—
অপরে ধর্ম্মের কণ্ঠ রোধিবে আমার;
আর আমি, বল বৎস, জপমালাকরে
জ্বালা'য়ে হোমাগ্নি, নরচক্ষুর আড়ালে
পালিব কি বানপ্রস্থ্য মুদিয়া নয়ন!
না না বাছা, বহুদিন অতীত সে যুগ।
জীর্ণেরে যৌবন দান করিয়াছে কাল,
লও অসি, বাজে কাণে শত্রুর হুঙ্কার,
পশি রণে। নহে গর্ব্বে, পররাজ্যলোভে
নহে এ সমরযাত্রা, ধর্ম্মযুদ্ধ এই,—
এই আজি বানপ্রস্থা—বৃদ্ধের আশ্রয়।
চাহে না তোমায় কাল। প্রত্যেক মানব
পালিবে স্বধর্ম্ম তার—প্রতিনিধি নহে।
রণে বনে করি ভেদ ঘটেছে সংশয়।
তোমা হেন পুত্রকরে অর্পিলে মিবার
বাড়িবে সৌভাগ্য তার;—করেছি আদেশ
শুভ অভিষেক তব করিতে সত্বর।"
স্তম্ভিত হইলা চন্দ পিতার বচনে,
কাঁপিয়া উঠিল বুক, বিষাদের ছায়া
বদনে উঠিল ভাসি, কি দিবে উত্তর

খুঁজে নাহি পায় ভাষা ; কহিলা বিস্ময়ে,—
"অভিষেক ! অভিষেক ! কা'র অভিষেক
পিতৃদেব ! ত্যাজ্যপুত্র এ দাস তোমার।
কেন হেন ভ্রম তব হ'ল অকস্মাৎ"।
চন্দের উত্তরে রাণা দেখে অন্ধকার
দশদিক্, ঘর্ম্মবিন্দু ভাসিল ললাটে,
সজল হইল আঁখি, ঘুরিল মস্তক,
আচম্বিতে খুলে স্মৃতি বিস্মৃতির দ্বার।
সে দারুণ পরিহাস জাগিল প্রথম—
অর্পিতে চন্দের করে আপনদুহিতা
করি ইচ্ছা মুন্দরাজ রাঠোর-ঈশ্বর,
মাঙ্গলিক নারিকেল পাঠাইলা যবে,
কৌতুকে কহেন রাণা—"হেন আশীর্ব্বাদ
কেহ না বরষে কভু আমার মতন
স্থবিরের শুক্লশিরে"। জাগে অনন্তর
সে কৌতুকবাক্যে ঘটে কিবা সর্ব্বনাশ—
শুনি পিতৃবাক্য, ভাবি আকাঙ্ক্ষা তাঁহার,
মাতৃরূপা করি জ্ঞান মুন্দ-দুহিতায়,
বিবাহে সম্মত নহে চন্দ মহামতি,
সম্ভ্রমে উপেক্ষা করি শত অনুরোধ।
অতীত দর্পণে পরে দেখিলা বিস্মিত,—
আপনার উগ্রমূর্ত্তি, ক্রোধান্ধ নয়ন।

ধ্বনিল শ্রবণে সেই নিদারুণ বাণী,
"ত্যাজ্য তুই, ত্যাজ্য তুই, চন্দ, কুলাঙ্গার ;
মুন্দের দৌহিত্র পাবে রাজ্য, সিংহাসন।"
পশ্চাৎ ভাসিল চক্ষে দৈন্য আপানার,—
রক্ষিতে মুন্দের মান বিবাহ আপন
মুন্দদুহিতার সনে, জন্ম মুকুলের
গর্ভে তার, দেখিতেছে জাগ্রত স্বপন
একে একে, তুলে স্মৃতি ঘোর কোলাহল।
তরঙ্গের পরে পুনঃ তরঙ্গ ভীষণ
হৃদয়সমুদ্রবেলা করিয়া আঘাত
অধীর করিছে বৃদ্ধে, সহস্র ধিক্কারে
জর্জ্জরিত, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলা বিষাদে,—
"বাছারে, ও কথা আর আনিওনা মুখে,
দহিওনা জীর্ণবুক। ত্যাজ্য তুমি মোর!
কে আছে স্নেহের নিধি তবে এ মহীতে?
বিবাহে সম্মতি শুধু করিতে গ্রহণ
উচ্চারে ও কথা মুখ, নহে এ হৃদয়—
এ বক্ষ পাষাণ নহে। ত্যজ অভিমান,
নিওনা, দিওনা দুঃখ বাছারে আমার ;
আজি শুভ অভিষেক করিব তোমার"।
কাঁদিয়া কহিলা চন্দ—"কিবা অভিমান!
হেন কুলাঙ্গার আমি করিলে বিশ্বাস!

জান পিতঃ, এক লিঙ্গে করিয়া পরশ
মুকুলে দিয়েছি রাজ্য. প্রতিজ্ঞা তোমার
মুকুল হইবে তব মিবারঈশ্বর,
পিতাপুত্র দুই জন তুচ্ছ রাজ্যতরে
হইব কি সত্যভ্রষ্ট ! সত্যচ্যুত করি
তোমারে, চাহিনা রাজ্য, চাহিনা সংসার।
বুঝিলাম পিতৃস্নেহে হইনি বঞ্চিত,
সেই স্বর্গ, সেই রাজ্য, সর্ব্বস্ব আমার"।
পুত্রের উত্তরে রাণা হইলা লজ্জিত,
তেমতি স্তম্ভিত ক্ষুব্ধ, রহি অধোমুখে
কহিলা ব্যাকুলচিত্তে,—"বাছারে আমার,
কি হবে উপায় বল এই মিবারের ?
সে তোমার মাতৃতুল্যা, মাতা গরীয়সী,
ত্যাজ্য তুমি নহ তার, ত্যাজ্যা নহে সেই.
তুমি যদি ছাড় তারে ডুবিবে নিশ্চয় ;
আমার কলঙ্ক ঘোর রহিবে জগতে,
হইবে কলঙ্ক তব নিষ্কলঙ্ক শশী।"
শুনিয়া পিতার বাক্য পড়িলা ফাঁপড়ে,
কাতরে কহিলা চন্দ—"মানি পিতৃদেব,
মিবার জননী-শ্রেষ্ঠ, মুকুলও তেমন
নহে কি তনয় তাঁর ? মায়ের নয়নে
কি ভেদ সম্ভবে বল চন্দ ও মুকুলে।

পুত্ররূপে ভৃত্যরূপে সেবিব মিবারে
আজীবন, দিব প্রাণ তাঁহার কল্যাণে,
চাহিনা প্রভুত্ব তাঁর, চাহিনা মুকুট।
মুকুল হইবে রাজা প্রজা হব তার,
এই শেষ ভিক্ষা চন্দ মাগিছে চরণে।"
অনন্য-উপায় রাণা কহিলেন খেদে—
"প্রধান সামন্তপদে বরিনু তোমায়
বাছা মোর, ভূমি-বৃত্তি দিলে মিবারেশ
অসিদ্ধ হইবে দান, দানপত্রোপরে
তব ভল্ল-চিহ্ন যদি না হয় অঙ্কিত;
পিতার এ আশীর্ব্বাদ করহ গ্রহণ।
শিশু মুকুলের পক্ষে শাসিবে মিবার,
আমার আদেশ বিনা করিবে না ত্যাগ
মিবারে, মুকুলে কভু, বল অকপটে,
যাই বৎস, ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্ম রক্ষা করি।"
পিতৃবাক্য, পিতৃধর্ম্ম রক্ষিতে সুমতি
হইলা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, করিলা গ্রহণ
নিঃস্বার্থ রাজ্যের ভার, নীলকণ্ঠ যথা
সুধা ছাড়ি ধরিলেন কণ্ঠে কালকূট;
বন্দিয়া পিতায় চন্দ করিলা প্রস্থান;
গিহ্লোটের রণবাদ্য উঠিল বাজিয়া।

দ্বিতীয় সর্গ।

রাঠোরের সেনাপতি ভাবিছে দুর্ম্মদ :—
"সমর-সচিব আমি এই মরুদেশে,
সহস্র রজতখণ্ডে হয়েছি বিক্রীত।
কাষ্ঠপুত্তলিকাসম রাজার ইঙ্গিতে
চলিতেছি রাত্রিদিন, বিপদে-বিগ্রহে
করিতেছি রাজ্যরক্ষা রক্তবিনিময়ে;
বলক্ষয়, বীর্য্যক্ষয়, শক্তিক্ষয় করি
আমরা ভৃত্যের দল, বাড়ে রাজকোষ,
রাজার মহত্ব আর প্রভুত্ব, প্রতাপ।
না পাই ঐশ্বর্য্য যদি প্রভুত্ব স্বাধীন
কি সুখ মানবজন্মে? কি সাধ জীবনে?
নায়ক! অধ্যক্ষ আমি! কাহার নায়ক?
রাঠোরের! স্বজাতির! তাদের উপরে
কি প্রভুত্ব আছে মোর, স্তম্ভোপরি চূড়া,
উত্থান পতন মম তাহাদের করে।
বিজিত জাতির'পরে প্রভুত্ব যাহার
সেই প্রভু; বিড়ম্বনা অন্যের কেবল।
সে ঐ নিবিড় কৃষ্ণ জলধর যথা,
কভু উচ্চ সিংহনাদে গরজি গম্ভীর,
কভু বা ভ্রুকুটি করি বিদ্যুৎ-বিকাশে,
ঝটিকা-হুঙ্কারে কভু, কভু বজ্র ঢালি,

কভু বর্ষি শিলা-বৃষ্টি শাসে অনুক্ষণ
উন্মুক্ত ধরণীবক্ষ, যার প্রাণরস
আকর্ষিয়া রাত্রিদিন পুষ্ট করে দেহ"।
এত ভাবি বীরবর, কহিলা আবার,
মিবারের মানচিত্র হেরিয়া প্রাচীরে,—
"রে চিতোর, চিত্তহর বসুধাসুন্দরি,
এই মুগ্ধ ছবি তব হেরি দিবানিশি
যাপিব কি এ জীবন, ঘুরে আত্মহারা
চিত্রের কমলে যথা মত্ত মধুকর?
দু'আঁখি মুদিলে দেখি বিশ্ববিমোহিনি,—
ছুটিয়াছে চম্পা তোর লহরে লহরে,
তুলিছে লহরী তীরে হরিৎ প্রান্তর,
উদ্যানে হাসিছে ফুল, মধুর সমীরে
মধুর সঙ্গীতসুধা ঢালিছে বিহগ,
শৈলকক্ষে নির্ঝরিণী, শিরে চন্দ্র, তারা
বরষে হীরকাঞ্জলি, সঞ্চিত উরসে
স্তন্যসম জুবরার সপ্ত-ধাতু-খনি;
দু'আঁখি মেলিলে দেখি তোমার কঙ্কাল—
এ চিত্র—এ মসীমাখা রেখার বিস্তৃতি,
আর এই মরুভূমি ভগ্নী সাহারার।
আমাদের ভাগ্যবিধি রাঠোরভূপতি,
তপ্ত বালুকণা গণি তৃপ্ত অতিশয়;

নাহি লক্ষ্য পার্শ্বে তাঁর শ্যামল-অঞ্চলা
রত্নগর্ভা ধরণীর মধুময় হাসি!
উড়িত যুদ্ধের ধ্বজা নিত্য নব দেশে
কত ধনাগমপন্থা হইত সুগম।
আমরা শাসিব রাজ্য, লুঠিব সম্পদ,
রাজার রাজ্যের সীমা বাড়িবে কেবল।
কোথায় কিরীট রবে দূরে দূরান্তরে
স্থির প্রভাকরসম, তাঁহার উদ্দেশে
উঠিবে সলিলবিন্দু কণা কণা করি,
অৰ্দ্ধপথে ঘনগর্ভে হইবে বিলীন।
আঁধার কুটীর! অহো নিবেছে দেউটী"
অতীত দ্বিতীয় যাম, কৃষ্ণা দশমীর
ধীরে বাঁকা সুধাকর উদিল আকাশে,
সুপ্ত বিশ্ব, সুপ্ত জীব, সুপ্ত চরাচর;
কেবল দুর্ম্মদসিংহ ঘুরে কক্ষতলে।
সরাইয়ে তমোবাস সলজ্জ প্রকৃতি
গোপনে অধরকোণে হাসিলা ঈষৎ;
বসি বাতায়নে পুনঃ ভাবিলা দুর্ম্মদ,—
"এই কি সে সুধানিধি! কোথা গর্ব্ব আজি!
কোথা সে উজ্জ্বল হাসি হীরকনিন্দিত!
শঙ্কিত চকিত করি কাল অন্ধকারে
রাখেনি সে একদিন দূরদূরান্তরে!

আজি দেখি তিমিরের ফিরিয়াছে দিন,
বসি সে মোহন বুকে চুষি কণা কণা,
দিন দিন করে ক্ষীণ পূর্ণ সুধাকরে।
চকোর,—রাজার মত দূরে দূরে থাকি,
তৃপ্ত হয় হাসিমুখ দেখিয়া চাঁদের;
পারি, আঁধারের মত ঘিরিব মিবারে।
আসিবে সে শুভদিন জীবনে আমার?
সহজে কি রাজমত হবে অনুকূল?
জ্বালাতে না পারি যদি মিবার-বিদ্বেষ,
কিম্বা ধন ঐশ্বর্য্যের তৃষ্ণা খরতর
মুন্দেশের শান্ত-হৃদে, সন্তবে কি কভু
পাশবদ্ধ পশুবৎ চলিবে ইঙ্গিতে?
এইত সামান্য কথা, কি আছে চিন্তার!
মোদের কথার সৃষ্টি নহে কি ভূপতি?
আমাদের রসনায় রাজআজ্ঞা যাঁর,
দুষ্কর হইবে কেন সম্মতিগ্রহণ?
যা' করি তাইত কার্য্য, রাজকার্য্য তাই।
প্রভাতে রাজার পাশে করিব গমন।"

বৎসরের শুভাশুভ করিয়া সূচনা
গত আহেরিয়াপর্ব্ব, ভাগ্যগণনায়
সিদ্ধকাম রণমল্ল রাঠোর-ঈশ্বর
লভিছে বিশ্রামসুখ নির্জ্জন মন্দিরে,

প্রবেশি দুর্ম্মদ তথা বিষণ্ণবদনে
দাঁড়াইলে বন্দি পদ, শুধায় ভূপতি.—
"এতদিন পরে কেন সমর-সচিব,
কোথা ছিলে ভাগ্যোৎসবে কহ বীরবর ?"
দুর্ম্মদ—চিরভাগ্যহীন দাস, কি কাজ নরেশ
ভাগ্যগণনার দিনে ! দুর্ব্বল বরাহ
বধে যথা রাজপুত আহেরিয়াকালে,
তেমতি আমরা বধ্য মিবারপতির
দেখিতেছি দিব্যচক্ষে, কি কহিব আর !
রাজা—কি অদ্ভুত কথা তুমি কহিলে দুর্ম্মদ !
বধ্য মারবার ! একি সম্ভবে কখন ?
দুর্ম্মদ—সকলি সম্ভব প্রভু, ঘোর বিপর্য্যয়।
কে না জানে বল এই সীমান্তপ্রদেশে
রাঠোরের গিরিদুর্গ, সহস্র বৎসর
যুদ্ধের গৌরব-ধ্বজা উড়ে যার চূড়ে।
কিবা গর্ব্ব ! সেই দিন ঘোষিল আদেশ
মিবারসেনানী এক,—"সপ্তনিশিশেষে
হেরি যদি এই দুর্গ, জানিও নিশ্চয়,
উড়াইব প্রভঞ্জনে বালুকণা যথা।"
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হোক্ মিবারনগরী,
হেন উপহাস প্রভু, সহে কি পরাণে ?
মরু বটে মারবার, তথাপি সক্ষম

নহে কি সে খরস্পর্শে ধ্বংসিতে চিতোর ?
নির্ব্বোধ সেনানী-বাক্য বুঝিয়া এ দাস
সম্বরিল ক্রোধ-বহ্নি, পশিল চিতোরে
একেশ্বর, শুধাইতে রাণারে কারণ.
আত্মরক্ষা হ'ল ভার, বিচিত্র বিচার !
বেঁধেছে নূতন দুর্গ মিথ্যাহেতুবাদে
কারাবাসদণ্ড তা'র হইল বিধান।
ছিল ইচ্ছা এই মুখ দেখাবেনা আর,
কিন্তু যবে মাতৃভূমি, ভবিষ্যদুর্দ্দশা
রাঠোরের জাগে মনে, সঙ্কল্প ত্যজিয়া
ফিরিয়াছে মারবারে দলিত দুর্ম্মদ ;
নাহি সাধ মহারাজ, সেনাপতি-পদে
হেন অপমান সহি, ক্ষমা কর দাসে।"
কপটী দুর্ম্মদসিংহ এতেক কহিয়া
মুছিলে কপটঅশ্রু, রাঠোরভূপতি
ক্ষোভে রোষে জর্জ্জরিত গভীর ধিক্কারে
কহিলা গম্ভীর স্বরে—"মুন্দসেনাপতি
গিহ্লোটের করে বন্দী ! এত অপমান !
কেমনে হইলে মুক্ত, কহ কি কৌশলে।"
দুর্ম্মদ—কি কহিবে দাস সেই কলঙ্ক-কাহিনী,
হাসি পায়, জ্বলে হিয়া ঘৃণায় বিদ্বেষে।
স্বার্থপর, অর্থলোভী রাজপারিষদ,

বিংশতি সুবর্ণমুদ্রালোভে দাসে তব
করিয়াছে কারামুক্ত।"

রাজা— সে কেমন বীর!
কোথা রাণা লক্ষসিংহ জামাতা আমার?

দুর্ম্মদ—গয়াক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধে করেছে প্রস্থান
অর্পি অধর্ম্মের করে রাজ্য, সিংহাসন।

রাজা—মুকুল নহে কি রাণা? কোথা মাতা তা'র
দুহিতা চঞ্চলমতী? কে সে অবিচারে
মিবারের সিংহাসন করে কলঙ্কিত?

দুর্ম্মদ—অরাজক বলি আমি, মুকুলের নামে
সুমতি রাণার ত্যাজ্য চন্দ দুরাচার
প্রকাশে বিক্রম আজি।

রাজা— ধিক্ সেনাপতি,
লাঞ্ছিত চন্দের করে, ভীরুর মতন
করিতেছ পদত্যাগ! একি বীরোচিত?
শুনিয়াছে মন্ত্রিগণ লাঞ্ছনা তোমার?

দুর্ম্মদ—নিবেদিনু যবে এই কলঙ্ক-কাহিনী
মন্ত্রিপদে, ছিল তথা রাজস্বসচিব,
অভ্যাগত জন কত সামন্ত-সর্দ্দার
রাঠোরের, শ্রুতিমাত্র উঠিল জ্বলিয়া
ঘৃতাক্ত সমিধ যথা অনলসংযোগে।
ধর্ম্মসাক্ষী করি সবে করিল শপথ,

মিবারের সিংহাসনে বসা'বে মুন্দেশে।
না জানি কলঙ্ক-কথা পড়িলে ছড়ায়ে
দেশময়, কি আগুন উঠিবে জ্বলিয়া।
অনুগত মন্ত্রিদল, অনুগত প্রজা
কেবল আদেশ তব অপেক্ষা করিয়া
নরেশ্বর, করে নাই সমর ঘোষণা।

রাজা—থাকিতে শোণিতবিন্দু হেন অত্যাচার
নীরবে করিবে সহ্য হয় কি সম্ভব?
শুধু ক্রোধে, শুধু দম্ভে কি হইবে বল,
নিষ্ফল প্রলাপ হ'তে নীরবতা শ্রেয়ঃ।
সেনাপতি, রণজয় কৌশলে তোমার;
বুঝ আগে নিজবল।

দুর্ম্মদ— তব আশীর্ব্বাদে
নাহি শঙ্কা অভিযানে, কিন্তু মহারাজ,
প্রথম সমরযাত্রা নহে যুক্ত মত।
রক্তপাত বিত্তক্ষয় কেন অকারণ
করিবে এ মারবার, কি কাজ আহবে
দুহিতার রাজ্য তব ধ্বংস করি বৃথা।

রাজ—বিনা অর্থে বিনা রক্তে দমিবে চন্দেরে!

দুর্ম্মদ—কেবল কি বাহুবলে পশুর মতন
নির্ভর করিবে নর? যুদ্ধনীতি বিনে
গড়ে নাই কোন নীতি নীতিবিশারদ?

সামে, দানে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে না বটে,
আছে ভেদ শ্রেষ্ঠ নীতি বৈরিবিজয়িনী ;
বিমাতা-সপত্নীপুত্র চন্দ ও চঞ্চল,—
দ্বন্দ্বের উর্ব্বর ক্ষেত্র, হবে না নিষ্ফল
সুকৌশলে ভেদবীজ করিলে বপন।
না পারি অপরপন্থা খুঁজিব পশ্চাৎ ;
এ শুভ বৎসর তব ভাগ্যগণনায়।

রাজা—ধন্য হও হে দুর্ম্মদ কর্ত্তব্য পালনে।

তৃতীয় সর্গ।

কি মধুর পূর্ণিমার মধুর প্রভাত !
আচম্বিতে উষা ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে জাগিয়া
রচিছে পূজার অর্ঘ্য ; প্রভাতসমীর
সিক্তরক্তাম্বরে তা'র অঙ্গ আবরিয়া
বাড়াইছে দেহ-কান্তি, দেখায় যেমতি
মধুর করিয়া আলো স্বচ্ছ আবরণ।
রম্য উপচারস্থলী—অনন্ত অম্বর,
সজ্জিত করিলা উষা। রাখে থরে থরে
কোথায় শ্যামল মেঘ—শ্যাম দূর্ব্বা, জল ;
কোথা পূত গব্য—মেঘ শ্বেতাভ, ধবল ;
কোথা শ্বেত পুষ্প, শ্বেত সর্ষপ তণ্ডুল—
বিরল নক্ষত্ররাজি ; স্থাপিলা পশ্চিমে
শ্বেতচন্দনের পাত্র—পূর্ণ সুধাকর,
পূরবে অরুণ—রক্তচন্দনআধার।
শক্তিরূপা শান্তিরূপা বিশ্বজননীর—
পূজায় বসিলা সতী ;—বাজায় আরতি,
গায় স্তুতি কলকণ্ঠে বিহগনিচয়,
কুসুম যোগায় গন্ধ, ঢুলায় চামর
সমীরণ ; জাগ জাগ হের কি মাধুরী !
ভাঙ্গিল উষার ধ্যান ; করিল অর্পণ

ভক্তিভরে সিন্ধুতলে লক্ষ্মীর চরণে
শ্বেতচন্দনের বিন্দু, করিল অর্পণ
বিশ্বের হৃদয়-পদ্মে মহাশক্তিপদে
রক্তচন্দনের অর্ঘ্য কণা কণা করি।
হইল না তৃপ্তি তা'র, শেষে আপনারে
কণা কণা করি সতী দিল বিলাইয়া
সর্ব্বভূতে, সর্ব্বজীবে, স্থাবরে, জঙ্গমে।
না দিলে প্রাণের অংশ প্রাণ নাহি জাগে,
প্রাণ নাহি হয় কভু সতেজ, সজীব।
নব আশা, নব তেজ, আনন্দে নবীন,
উৎসাহ, উল্লাসে মাতি জাগিল জগৎ,
আরম্ভিল কর্ম্মযন্ত্র চলিতে আবার।
উষার শ্মশানে বসি সহস্রকিরণ
স্বীয় সাধনায় রত, দীন বিশ্বজনে
প্রসারি সহস্র কর করে আলিঙ্গন।
রাজ অন্তঃপুরমাঝে ধাত্রী ত্রিনয়না—
ত্রিনয়না দুর্গা যেন দুর্গতিহারিণী—
দক্ষিণে চঞ্চল তাঁ'র চিতোরের রাণী—
সাক্ষাৎ চঞ্চলা রমা পাতিয়া অঞ্চল,
পুরোভাগে শিশুরাণা খেলিছে মুকুল
সহচর সহ মিলি, পল্লবাগ্রে যথা
কুসুমকলিকাগুচ্ছ দোলে মন্দবায়ে।

নব দূর্ব্বাদলাবৃত শ্যামল প্রাঙ্গণে
মৃগমৃগীতুরঙ্গম নাচিছে খেলিছে
নানা রঙ্গে, নানা ভঙ্গে ধায় শিশুগণ,
কা'রো হাতে অসি, ভল্ল, কার্ম্মুক কাহার।
হরিণে হানিছে শর, কেহ বা রোধিছে
গতি তা'র, কেহ তা'র ধায় পাছে পাছে
কেহ বা অশ্বের গলা ধরেছে জড়ায়ে,
কেহ চড়ে পৃষ্ঠে তা'র করি উল্লম্ফন।
শিশুর নাহিক ক্লান্তি, বিরক্তি পশুর ;
মৃগ কা'রো লেহে অঙ্গ, তুরঙ্গ কাহারো
শিরোপরে রাখি শির দেয় আলিঙ্গন।
মৃগয়া করিয়া শেষ, মানুষশিকার
আরম্ভে শিকারিগণ। কাঠে ও প্রস্তরে
কেহ বা নির্ম্মায় দুর্গ, কেহ বা প্রাচীর,
কেহ বা চৌদিকে তার খনিছে পরিখা।
দাঁড়াইল শ্রেণীবদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রকরে
একদল দুর্গমাঝে, বাহিরে অপর।
আরম্ভিল অস্ত্রখেলা, আক্রমিছে এক
ধরি ঊর্দ্ধ প্রহরণ, রক্ষিছে অপর
প্রাণপণে, রণদেবী নাচিছে উল্লাসে।
কাহারো ঝরিলে রক্ত প্রবেশি উদ্যানে
আনিছে ওষধিপত্র, লেপি ক্ষতে পুনঃ

হাসিয়া ধাইছে রণে, নাহিক বিরাম।
ধাত্রী ও চঞ্চলমতী অলিন্দে বসিয়া
আনন্দে হেরিছে খেলা, করিছে শাসন
ক্ষত্রধর্ম্ম, রণনীতি যে করে লঙ্ঘন,
তোষে যোগ্য বীরগণে পুরস্কারদানে।
হেনকালে আসি ভাট মন্দিরবাহিরে
মুকুলের রাজযশঃ লাগিলা গাইতে।

"হরিহর-কমলজ-বাসবঅংশে,
জনম মুকুল তব হামিরবংশে
সুকৃতি প্রকৃতি ভবপালক রাণা,
জয় জয় অরিভয়বারণ নানা।
জলনিধি কলকল গায় বিভাষে,
গিরিবরশির'পর কেতন হাসে।
ঘর ঘর নিরমল শান্তি বিরাজে,
অমল ধবল কমলালয় রাজে।
সুজন, রুচির তব শাসননীতি,
সতত বিগত যত তস্করভীতি।
তব যশ-শশধর ভাত বিমানে,
সবল প্রবল রিপু ভীত বিধানে।
দশদিক পুলকিত কাতররাগে,
তব পদশতদলসেবন মাগে।

নম নম ভবপতি দীন এ ভাষে,
বিকশ মুকুল ভরি দেশ সুবাসে।”

ভাটমুখে মুকুলের যশোগান শুনি
ধাত্রীরে চঞ্চলমতী কহিলা বিস্ময়ে।—
“এই কি অন্যায় কথা কহিতেছে ভাট
শুন সখি, দহে হিয়া ঘৃণায়-লজ্জায়।
এইত মুকুল মোর আধ আধ ভাষে
শিখিছে বলিতে বাণী, নাহি চিনে প্রজা,
নাহি বুঝে রাজা কিবা রাজ্যসিংহাসন ;
একমাত্র ক্রীড়নক মূল্যবান্ তা'র
এ জগতে, আছে বদ্ধ মায়ের অঞ্চলে,
আমার তোমার বক্ষ বিশ্বখানি তা'র।
সে কবে রঞ্জিল প্রজা ? সে কবে শাসিল
বিশাল মিবাররাজ্য যশে ও গৌরবে !
একি চাটু কহে ভাট অন্যায় স্তাবক !
অঙ্গমল সম যেই করে বিসর্জ্জন
হেন স্বর্ণময় রাজ্য, রাজভোগ যত,
মুকুলমঙ্গল আর রাজ্যের কল্যাণে
চিন্তিত যে দিবানিশি, যা'র সুশাসনে
ভুলেছে মিবারবাসী রাণার অভাব,
নাহি তা'র কোন কথা ? ধিক্ রে স্তাবক।

চন্দের পরাণে মোর কি বিষম ব্যথা
দিতেছে এ চাটুকার! ভেঙ্গে পড়ে শির,
মরি কি লজ্জার কথা! দূর কর তা'রে।"
হেরিয়া রাণীর ক্রোধ ধাত্রী ত্রিনয়না
কহিলেন মৃদুস্বরে—"যা কহিলে সতি,
সত্য বটে, অকপট হৃদয়ে তোমার
যন্ত্রণা দিয়েছে ভাট নাহিক সংশয়।
কিন্তু বৃথা দোষ তা'রে, মুকুল এখন
রাজ্যেশ্বর,—রাজগুণ করে সে কীর্ত্তন।
শশীর সুধাংশুধারা নাহি করি পান
চকোর খুঁজিতে রবি শুনেছ কখন?
ভাবিওনা চন্দ তা'তে হইবে ব্যথিত,
বরং আনন্দ তা'র হ'বে সমধিক;—
তপন জীবন ঢালে, চন্দ্র ঢালে সুধা,
নাহি চাহে প্রতিদান, নাহি চাহে স্তুতি।
যাহার শ্রবণ খুঁজে ভ্রমর গুঞ্জন
সে কভু কি উন্মূলিত করে পদ্মবন?"
শুনিয়া ধাত্রীর বাক্য চঞ্চলের মনে
চন্দের মহত্ত্ব আরো উঠিল উজলি,
কহিল বিমুগ্ধভাবে—"ধন্য আমি সতি,
সত্যবতীসম মোরে ভাবি ভাগ্যবতী
ভীষ্মহেন চন্দলাভে, এ গর্ব্বে আমার

সম্ভবে মুকুল, চন্দ নহে কদাচন।
স্বর্গের দেবতা নিত্য মা বলিয়া ডাকে
কিবা ভাগ্য ইতোধিক। মাতৃরূপে তা'রে
দিবনা তাহার প্রাপ্য এ কেমন কথা ?
কেবা আমি, কেবা তুচ্ছ মুকুল আমার
নাহি থাকে চন্দ যদি। উপেক্ষি তপনে
দিনে কি গণিছে তারা? আজ্ঞা কর ভাটে
অকপটে কীর্ত্তি তা'র গা'বে দিশি দিশি,—
নগরে প্রান্তরে কিম্বা বনে জনপদে।"
থামিল রাণীর কণ্ঠ, ভট্টকবিবর
আদেশ ধরিয়া শিরে করিলা প্রস্থান।
হেনকালে আসি চন্দ প্রবেশি মন্দিরে
ভক্তিভরে বন্দিলেন ধাত্রী-বিমাতায় ;
ব্যস্ত হয়ে উঠি তাঁ'রে অর্পিয়া আসন
কহিলা চঞ্চলমতী,—"বল বাছা মোর,
কোথা ছিলে এতদিন, ক্লান্ত কেন হেরি ?"
সম্ভ্রমে উত্তরে চন্দ—"পথশ্রমে মাতঃ,
নিরাময় আছে দাস। পঞ্চম বরষে
মুকুলের অমঙ্গল দৈবজ্ঞ বলিলে,
শঙ্করের যোগাশ্রমে পশিলাম বনে
পদব্রজে সপ্তদিন করিয়া ভ্রমণ।
অক্ষয় কবচ এই দিল যোগেশ্বর,

ঋষিবাক্য মিথ্যা নহে—এনেছি আগ্রহে,
ধর মা, ধারণে তা'র বিঘ্ন যা'বে দূরে।"
আশ্বস্ত হইয়া রাণী কহিলা আবার,—
"অক্ষয় কবচ বৎস, তোমার মতন
মুকুল পাইবে কোথা? তবু যদি দুঃখ,
বলিব নরের ভাগ্যে নাহি কোন সুখ।"
বিস্মিত হইয়া চন্দ কহিলা কাতরে,—
"এই কি বলিছ মাতঃ! ক্ষুদ্রনর আমি,
নগণ্য আমার শক্তি, দৈব মহাবল,
মান তারে, অঘটন ঘটায় নিমিষে।
রত্নপ্রসূ এ মিবার, মিবারভূপতি
নিরাপদ বলি কভু ভাবিওনা মনে।
কোথায় মুকুল বল"? শব্দ শুনি তাঁ'র,
মুকুল ছাড়িয়া খেলা, ছাড়ি সঙ্গীদলে
চকিতে বিদ্যুতসম আসি নেচে নেচে
উঠে কোলে, ভুজপাশে ধরিল জড়িয়া
ভ্রাতৃবরে, চন্দ তা'র চুম্বিয়া ললাট
ধরে বক্ষে, আত্মহারা আনন্দে উভয়।
আনন্দে অধীর রাণী কহিলা উচ্ছ্বাসে।—
"তুমি কি মিবারপতি! এই শিষ্টাচার!
তাই ভাট করে এত যশের কীর্ত্তন!
নেমে এস, পরিশ্রান্ত ভাইজী তোমার।"

"রাণা আমি" আধ ভাষে উত্তরে মুকুল,
"বলেছে ভাইজী মোর রাখিবেন কোলে,
আমি নামিবনা আর।" হাসিল চঞ্চল,
হাসিয়া কহিল চন্দ, "জননি আমার,
যা'র মুখপানে চাহি বহি রাজ্যভার,
বহিতে অশক্ত তা'রে বুঝিলে কেমনে!
দেহ কি জীবনভারে ক্লান্ত হয় কভু?
মা তব হৃদয়বৃন্তে যে নব মুকুল
অঙ্কুরিত, অনুক্ষণ অঙ্গরাগরূপে
রাখ যদি স্নেহাঞ্চলে, শুকাবে, ঝরিবে
শ্রীহীন করিয়া শেষে শ্রীমুখ তোমার।
মিবারজননীপদে হ'লে উৎসর্গিত,
কোটি নরনারী-শীর্ষে পাইবে আসন
শুভ আশীর্ব্বাদরূপে। তুচ্ছ সেই ভাট,
বিধাতা খুলিবে বিশ্বে কীর্ত্তির কপাট।"

চতুর্থ সর্গ।

অর্দ্ধনিশি—স্তব্ধ বিশ্ব, স্তব্ধ চরাচর,
রজনী উন্মুক্ত করি অসিত কুন্তল,
নীরব বিশ্বের বক্ষে আছে দাঁড়াইয়া
স্থির অচঞ্চল; ভালে স্থির নিষ্পলক
জ্বলিছে নয়নতারা, যেন শবাসনা
অসিত বরণা তারা, ধরিয়া অভয়
করে এক, অন্য করে শাণিত কৃপাণ।
শান্তির সাধক করে শান্তি-সুধা পান
অভয়হস্তের ছায়া করিয়া আশ্রয়;
পাষণ্ড দুর্জ্জনদল মাগিছে গোপনে,
'নিবারি শোণিততৃষ্ণা দাও তীক্ষ্ণ অসি'
বাড়াও আঁধার দেবি, বাড়াও আঁধার,
ঢাক বিশ্বে, ঐ দেখ পশে একে একে
রাঠোর-সচিবত্রয় মন্ত্রণা-আগারে।
পড়িল অর্গল, দীপ জ্বলিল চকিতে;
আরম্ভিলা অবিলম্বে অমাত্য প্রধান।—
"সেনাপতি, ফিরিয়াছে চিতোর হইতে
গুপ্তচর, দেখ এই পত্রিকা চঞ্চল
লিখিয়াছে মুন্দেশ্বরে, কর অবধান,
কিবা মত, কোন্ পথ বল সমীচীন"।

এতেক কহিয়া পত্র লাগিলা পড়িতে ঃ—
"অভাগী চঞ্চল তব নমিছে চরণে
পিতৃদেব, ভাঙ্গিয়াছে দুহিতার ঘুম ;
স্বপনে নন্দনবনে করেছি বিহার
বুঝি নাই এতদিন, ভাঙ্গিয়াছে ঘুম।
জাগিয়াছি, দেখিতেছি গহন কান্তারে
শ্বাপদবেষ্টিত এক কন্দরে ভীষণ,
নাহি অস্ত্র, নাহি শস্ত্র, পরিত্রাণপথ।
'চঞ্চল, চিতোরেশ্বর চন্দের বিমাতা',
কেন এ ইঙ্গিত আর? বুঝেছি নিশ্চয়—
মিবার আমার নহে, নহে মুকুলের।
প্রতি পত্র, প্রতি ছত্র, প্রত্যেক অক্ষর
ঘোষিছে অভ্রান্ত সত্য পত্রিকা তোমার,—
হারায়েছি রাজ্য, ধন, হারা'ব কুমার।
সুষুপ্তে করিলে হত্যা যন্ত্রণা তাহার
নহে তত, হয় যত জাগ্রত জনের।
ঘুমে ছিনু ঃ ভাল ছিল, জাগাইলে কেন?
অন্ধের নয়নে আলো ধরিলে কেবল
করে তপ্ত কলেবর,—দেখে না সে পথ।
চন্দের ভক্তির মোহ গিয়াছে ছাড়িয়া,
বুঝেছি চাতুরী তা'র, কি করিব আমি।
কি সচিব, কি সেনানী, রাজপারিষদ,

কিবা প্রজা, কি সামন্ত সকলে তাহারে
পূজিতেছে রাজ-অর্ঘ্য অর্পিয়া চরণে ;
আশীষিছে গুরু, বন্দী গাইছে বন্দনা ;
কি সাধ্য দাঁড়াব আমি বিপক্ষে তাহার ?
উত্তাল বিপদসিন্ধু, ভগ্নতীরে তা'র
দাঁড়ায়েছি মাতাপুত্র—পতন দুর্ব্বার"।
থামিলেন মন্ত্রিবর, আনন্দে নাচিয়া
উঠিলেন যক্ষসিংহ—রাজস্বসচিব।
"মন্ত্রিবর, সেনাপতি ঈষৎ সঙ্কেতে
জ্বালিয়াছে যে অনল, আজি বিধূমিত,
সামান্য বাতাসভরে হ'বে প্রজ্জ্বলিত
ভীষণ দাবাগ্নিশিখা, নিশ্বাসে তাহার
মিবারের শৌর্য্য, বার্য্য, প্রভুত্ব, গৌরব
অচিরে হইবে ভস্ম, হইবে উর্ব্বর
মরু মারবার তা'য় কি সন্দেহ আর।
আমাদের কিবা মত! মহাত্মা দুর্ম্মদ
যে পথে ধরিবে আলো হব অগ্রসর
প্রাণপণে,—বুঝি তবে অনিবার্য্য রণ"।
বসিলেন যক্ষসিংহ, উঠিল দুর্ম্মদ,
উর্ম্মির পশ্চাতে উর্ম্মি যেমতি সাগরে,
যখন সংহারলীলা করে অভিনয়।
কহিলেন সেনাপতি গম্ভীর বদনে—

"মন্ত্রিবর, কোষপতি, আনন্দের দিন
নহে তত, উপস্থিত সমস্যা বিষম।
নহে ধূম, নহে ধূম, শীতের কুজ্ঝটি
অনলের শক্তিহর, জীর্ণ শীর্ণতর
ধরণীর মর্ম্মদ্রব অশ্রুপারাবার
দেখিয়াছ যক্ষসিংহ। যেই শক্তিবল
গিহ্লোটরাণীর করে ছিল পূর্ব্বতন,
থাকিত চঞ্চলে যদি, তবে কোষপতি,
দেখিতে সিদ্ধির পথ বিমুক্ত, প্রসার।
চঞ্চল শকতিহীন চিত্রপুত্তলিকা,
তোমরা সহায় তা'র, সে নহে মুন্দের !
সমরে সংগ্রামে মম নাহি অভিমত।—
আমি বুঝি কত শক্তি মম সৈন্যবলে,
মুন্দেশের ধনবল নহে অবিদিত;
মিবার চন্দের করে প্রবলপ্রতাপ,
কমলার লীলাভূমি, মহাশক্তিপীঠ,
নাহি সাধ্য অরিভাবে কোন শরীরীর
তাহার চরণধূলি করিবে পরশ।
রাঠোর সর্ব্বস্ব পণ করুক তাহার,
মিবারসহায় বিনে জানিও নিশ্চয়,
নাহি শক্তি বক্ষে তা'র করিবে প্রবেশ;
মিবারের শক্তি চন্দ, পিতার আজ্ঞায়

নিঃস্বার্থ শাসিছে রাজ্য মুকুলের হিতে,
পালিতেছে পিতৃবাক্য ;—সেই উর্ণনাভে
পার জড়াইতে যদি আপনার জালে,
তবে সিদ্ধি সুনিশ্চয়। লক্ষ মহারাণা
গয়াক্ষেত্রে : মুকুলেরে বঞ্চিয়া কৌশলে
গ্রাসিছে মিবার চন্দ, জানিতে পারিলে
দিবে নির্ব্বাসনআজ্ঞা ;—এক মহৌষধি
দমিতে সে তীক্ষ্ণবীর্য্য কাল বিষধরে।
মারবার-মিবারের যুক্ত সেনাবল
নাহি হ'বে সমকক্ষ নিশ্চয় তাহার।
দুর্দ্দম মিবার তবে চন্দনির্ব্বাসনে
ছিন্নমুণ্ড পশুসম লুণ্ঠিবে ভূতলে।"
শুনি দুর্ম্মদের বাক্য কহিলা সচিব—
"সেনাপতি হয় যদি সমরে অমত
কে যা'বে করিতে রণ, বল কোষপতি।
সংগ্রামে সিদ্ধির বিঘ্ন আছে পদে পদে,
যা' বলিলা সত্যবটে সমরসচিব।
ধন্য সেনাপতি, বিজ্ঞ বহুদর্শিতায়,
কহ কি কৌশলে হ'বে মন্ত্রের সাধন।"
আনন্দে দুর্ম্মদসিংহ কহিলা তখন—
"মহামতি যক্ষসিংহ কৌশলীপ্রধান,
মন্ত্রসাধনের ব্রত করিলে গ্রহণ

উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ হইবে বপন।”
দুর্ম্মদের বাক্যে বুক উঠিল কাঁপিয়া,
বিস্ময়ে কহিলা যক্ষ—“চন্দনির্ব্বাসন!
পূরিত যাহার যশে সমগ্র ভারত!
কি বিষম কথা এই! কেন অকস্মাৎ
লক্ষের প্রবৃত্তি হেন হ'বে অকারণ?
মাতিয়াছে ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মের আহ্বানে,
রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে কি রাণা?
হেন মন্ত্রশক্তি কা'র আছে এ জগতে
নাচা'বে নির্ম্মোকমুক্ত কাল ভুজঙ্গম?
হেন অসম্ভব—নহে অসম্ভব শুধু—
এ হেন অবৈধ কর্ম্মে, অধর্ম্মে ভীষণ—
কেন মন্ত্রিবর, বল কেন সেনাপতি,
অন্যায় বাসনা এই, হ'বেনা আমাতে।”
হাসিয়া দুর্ম্মদসিংহ করিলা উত্তর—
“এই প্রাণ নিয়ে ইচ্ছা মিবারসম্ভোগ?
অসম্ভব! অসম্ভব কি আছে জগতে
বল যক্ষ, ক্ষুদ্র আশা ক্ষুদ্র লক্ষ্য যা'র
সেই সম্ভবের পদে অধম ভিখারী।
চ'লে এস ক্ষুদ্রত্বের সীমার বাহিরে,
দেখিবে অদ্ভুত রাজ্য;—নাহিক তথায়
ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম—

আৰ্ত্তের সম্বল তুচ্ছ, নাহি অশ্রুকণা,
নাহি অসম্ভব শব্দ ত্রিসীমায় তা'র ;—
আপনিই আপনার বিধাতা সে দেশে।
কেন বদ্ধ হ'বে নর সহস্র বন্ধনে ?
স্বাধীন সমীরসেবী বিহঙ্গের মত
উড়ে' যা'বে, ভেসে যা'বে দিক্ দিগন্তর,
লুণ্ঠিবে, করিবে পুষ্ট আত্মকলেবর,
সৰ্ব্বক্ষেত্রে র'বে তা'র সমঅধিকার।
কা'র সাধ্য বাঁধে তা'রে নীতির শৃঙ্খলে
সৰ্ব্বকৰ্ম্মে সিদ্ধহস্ত হইবে মানুষ।
জগত আশার সৃষ্টি, আকাঙ্ক্ষা জীবন,
আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিহেতু জীবনসংগ্রাম,
তৃপ্তিই জীবের লক্ষ্য। অধৰ্ম্ম, অন্যায়
বিজিতের অক্ষমের দুইটা নিশ্বাস
জেতার বিপক্ষে দৈন্য করিতে গোপন।
যাহাতে হাসিবে মুখ, নাচিবে হৃদয়
সেই ধৰ্ম্ম, সেই কাম্য, প্রাণের সাধনা।
তৃপ্তির রথের অশ্ব কৰ্ম্ম এ জগতে,
নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্যপুরে করিলে বহন
হইল কর্ত্তব্য তা'র ; বিজ্ঞতার ভাণ—
সদসৎ, ভালমন্দ বিচার কেবল।
বাসনা নিবারভোগ অন্তরে সবার—

সম্ভবেনা চন্দ যদি থাকে রাজ্যমাঝে।
অপূর্ণ বাসনা নিয়ে মরিবে মানুষ?
অপেক্ষিবে তা'র জন্য জন্মজন্মান্তর?
মরি যদি একবার মরিব কেবল.
আকাঙ্ক্ষার সুরাপাত্র করিয়া নিঃশেষ।
চন্দনির্ব্বাসন চাই যে কোন বিধানে।
লক্ষ পর্ব্বরণে কিম্বা ভীষণ গহনে
শার্দ্দূলভল্লুক সহ গণিতেছে দিন
নাহি জানি, কোথা বৃথা করিব সন্ধান
নির্ব্বাসন, সে কি কথা! চারিটি অক্ষর!
স্বয়ং রাণার কিছু নাহি প্রয়োজন.
লক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ কেবল।
কি লাগিবে এ সমস্যা করিতে পূরণ?
না পারিলে অসম্ভব করিতে সম্ভব
কি তবে মনুষ্য-বুদ্ধি! দেখাইব আশু.
দেখিব কেমনে চন্দ, আর কত দিন,
মিবারের অন্নজলে পুষ্ট করে দেহ।
আসিও প্রভাতে যক্ষ, করিব অর্পণ
চন্দ-নির্ব্বাসন-আজ্ঞা—মিবার কুঞ্চিকা।"

পঞ্চম সর্গ ।

মিবারের রাজধাত্রী ভাবে ত্রিনয়না ঃ—
"নীরব কাকলী, রবি হয়েছে প্রখর,
ফুলবনে নাহি অলি, পাতায় শিশির,
কেনগো শয়নকক্ষে এখনো চঞ্চল ?
মন্দিরে মঙ্গলশঙ্খ বাজিবার আগে
জাগিত যে অনুক্ষণ, কেন বিপর্য্যয় ?
অৰ্দ্ধনিশি জ্বলে দীপ, বদ্ধ বাতায়ন,
রুদ্ধ দ্বার, নাহি জানি কি করে বসিয়া ।
দিবসে পিঞ্জরাবদ্ধ শারিকার মত
ঘু'রে ফি'রে কাটে কাল, ঊর্দ্ধকর্ণে শুনে
কোথায় কি কথা হয় ; ছুটিবার পথ
করে যেন অন্বেষণ চঞ্চলপরাণে ।
এ চিত্ত বিকার কেন হেরি অকস্মাৎ ?
আহারে রোগীর মত সদা তৃপ্তিহীন,
হাসি যেন বাগানের বিশুষ্ক কুসুম,
প্রবেশিল কোন্ কীট ফুটন্ত কমলে ?
কখন গোপনে দেখি, বসিয়া বিরলে
মুকুলে করিয়া কোলে ছাড়ে তপ্তশ্বাস,
ঘন ঘন চুম্বে মুখ, ধরে বক্ষঃস্থলে,

মা ব'লে ডাকিলে চন্দ অধোমুখে রাণী
করেন উত্তর দান অতি সন্তর্পণে।
কোথা পুত্রাধিক স্নেহ গেলরে উড়িয়ে?
সেই দিন রাজকবি গাইল যখন
চন্দের সুকীর্ত্তিগাথা অমৃতমধুর,
রাণীর মলিন মুখ হইল রক্তিম,
ছু'টে গেল বাণবিদ্ধ কুরঙ্গিণী যথা।
এত চঞ্চলতা কেন ঘটিল চঞ্চলে?
শুধাইনু কত মতে, রসনা তাহার
বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত করে অস্বীকার,
বদন অজ্ঞাতে তা'র সাজায়ে বিপণি
দেখায় যে গুপ্তধন, দেখে না সে আর।
হ'বেনা রহস্যভেদ বুঝিয়াছ তুমি,
ভেবেছ কি ভস্মে ঢাকা রহিবে অনল?"
প্রবল চিন্তার স্রোতে ভাসে ত্রিনয়না,
হেনকালে আসি চন্দ নমে যোড়করে,
অভীষ্ট দেবীর দ্বারে যাত্রিক যেমতি।
চরণে পাদুকা নাই, শিরে শিরস্ত্রাণ,
কৃষ্ণ পরিচ্ছদে অঙ্গ হয়েছে আবৃত।
উরসে মুকুল শোভে, সাধুবক্ষে যথা
গোমুখ, অথবা যেন অস্তোন্মুখ রবি
কুড়ায়ে নিয়েছে বুকে সোনার কিরণ।

বিস্ময়ে চাহিলা ধাত্রী চন্দের বদনে,
ক্ষণেক নীরবে থাকি কহিলা বিস্ময়ে—
"কহ বৎস, কেন আজি এ বেশ তোমার,
কাঁপে চিত্ত, কাঁপে প্রাণ হেরি ও বদন।
কোথায় চলেছ বাছা,—তীর্থপর্য্যটনে?"
চন্দ—কোন্ পুণ্যতীর্থ হেন চিতোরবিহনে
আছে পৃথ্বীতলে মাতঃ, কহ এ দাসেরে;
যাইতেছি, যেতে হ'বে, জানিনা কোথায়।
ধাত্রী—খু'লে বল, অন্ধকারে ডুবায়োনা আর।
এই বাছা, পিতৃবাক্য করিছ পালন!
কা'র হাতে রেখে যাও স্নেহের মুকুলে,
কা'র পায়ে দাও ডালি জননী মিবারে,
নিজে কর্ণধার কেন ডুবাও তরণী?
চন্দ—কেন অভিশপ্ত জনে দোষিছ জননি,
ত্যাজ্য হই, তুচ্ছ হই, নহি পরাঙ্মুখ
পালিতে পিতার আজ্ঞা; পিতা ধর্ম্ম মম,
দেবের দুর্ল্লভ স্বর্গ, সাধনা আমার।
শান্ত হও, সুখী হও, শুনহ জননি,
পালে পিতৃবাক্য তব অকৃতী সন্তান।
ধাত্রী—পালিতেছ পিতৃআজ্ঞা! কি কথা কহিলে!
কি আজ্ঞা, কাহার আজ্ঞা, বল বাছা মোর!
চন্দ—রাজদণ্ডে দণ্ডিত এ চন্দ মা তোমার,

এই নির্ব্বাসনআজ্ঞা দিয়েছে জনক।
বহিয়াছি এতদিন যাঁ'র আজ্ঞাবলে
নতশিরে রাজ্যভার, ভার মুকুলের,
দেবের নির্ম্মাল্য যথা ভক্তের মাথায়,
সেই পিতৃআজ্ঞা পুনঃ ধরিয়া মস্তকে
চলিয়াছি নির্ব্বাসনে, আশীষ জননি!

ধাত্রী—নির্ব্বাসন, নির্ব্বাসন, নির্ব্বাসন তব!
ফুরায়েছে বজ্র বাছা, ইন্দ্রের ভাণ্ডারে!
তাই কি ঘোষিছ বার্ত্তা কুলিশকঠোর?
হে সূর্য্য, সহস্র কর কর সঙ্কুচিত,
মেঘেতে লুকাও মুখ, স্ববংশবিলোপ
হেরিওনা দিব্যচক্ষে, উদিওনা আর।
কেন সে ভীষণ দণ্ড? কোন্ অপরাধে?
কেন রাণা বীতশ্রদ্ধ? এ মিবার ভূমি
পোষে কি পাষণ্ড হেন চন্দের বিদ্বেষী?
পালনীয়া পিতৃআজ্ঞা, ভেবে দেখ মনে
হে সুমতি, বর্জ্জনীয়া নহে গো তোমার
এই দীনা মাতৃভূমি, নিরাশ্রয় শিশু।
যা'বে যদি নির্ব্বাসনে একান্ত বাছনি,
সত্যমিথ্যা আগে তা'র কর নির্দ্ধারণ।

চন্দ—করিও না পিতৃনিন্দা, কর্ত্তব্য আমার
বিনা তর্কে আজ্ঞা তাঁর করিব পালন;—

রাজআজ্ঞা, পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘিব কেমনে!
বলেছ সুযুক্তি বটে; ভেবে দেখ মনে
নহে বিচারের ক্ষেত্র, পরীক্ষার স্থল।
যা'ব আমি পিতৃপদে লইতে বিদায়,
সত্যমিথ্যা এ আদেশ বুঝিব তখন।
এই অভিশপ্ত আর অশুভদর্শনে
না করে সন্তপ্ত যেন মিবারহৃদয়
কর আশীর্ব্বাদ, দেহ বিদায় এ দাসে।
ধাত্রী—বাছারে, মায়ের হস্ত দিতে আশীর্ব্বাদ,
গাইতে মিলন গীতি মায়ের রসনা,
কেন সে নিষ্ঠুর কথা চাহ এ বদনে।
দেখেছ কি বাছা মোর স্বেচ্ছায় লতিকা
ত্যজে অঙ্গআভরণ কুসুমরতন?
চিতোর দিয়েছে বাছা, বিদায় কি তোরে?
দিয়েছে বিদায় তোর বিমাতা চঞ্চল?
চন্দ—নিয়েছি বিদায়ভিক্ষা সবার চরণে।
দেহ অনুমতি দাসে; তব স্তন্যে মাতঃ,
বর্দ্ধিত যে কলেবর, কর্ত্তব্যপালনে
হ'বে না তা' পরাঙ্মুখ—কলঙ্ক তোমার।
ধাত্রীরূপে স্তন্যদানে, মাতৃরূপে স্নেহে
আজন্ম পালিলে যা'রে, সুমতিস্বরূপে
চালাও সুপথে আজি দুর্ব্বল সন্তানে।

রসদানে বসুন্ধরা বাড়ায় যেমতি,
ফলচ্ছায়া সমন্বিত করে সহকারে,
তেমতি মুকুলে তব কর মা বর্দ্ধন,
করুক শীতল, শান্ত মিবার-হৃদয় ;
আশীষ জননী দাসে, দেহ মা বিদায় ।"
এত শুনি কতক্ষণ থাকিয়া নীরবে,
কি ভাবিয়া মনে ধাত্রী কহিলা ধিক্কারে—
"নিয়েছ বিদায় বাছা, সবার চরণে !
যাও নির্ব্বাসনে তবে, যাও বাছা মোর ;
এ চিতোর রাজলক্ষ্মী অলক্ষ্যে সবার
বৎসহারা ধেনুসম ছুটিবে পশ্চাতে,
যথা যাও স্বর্ণাঞ্চলে ঢাকিয়া তোমায়
রক্ষিবেন বক্ষে তাঁ'র, করি আশীর্ব্বাদ ;
ধাত্রী তোর অশ্রুব্যয় করিবে না আজি ।
কি হ'বে বিষাদে আর, কুলধর্ম্ম তব
গুণাধার শ্রেষ্ঠপুত্র হ'বে নির্ব্বাসিত !
চিতোরের কালরাত্রি আজি উপস্থিত,
রে চন্দ, আনন্দসূর্য্য মিবারআকাশে,
কি শক্তি থাকিবি তুই, কে রাখিবে তোরে !
যাও বাছা, অন্তরীক্ষে ভীম ধূমকেতু,
ঘন অন্ধকার তব অস্তপ্রতীক্ষায়
আছে পক্ষ বিস্তারিয়া, উড়ুক এখন ।

আর আমি ধাত্রী তোর, দগ্ধ বক্ষ পাতি
সহিব, দেখিব চক্ষে, ভিজাব অঞ্চল
উত্তপ্ত ধরণীসম ঘন অন্ধকারে,
বহু অনিদ্রিত নিশি, নহে বহু দূরে;—
ধাত্রী তোর অশ্রুব্যয় করিবে না আজি।"
এতেক কহিলে ধাত্রী প্রণমি চরণে
চলিলেন মহামতি চিতোরতোরণে।
মিবারের বুকে আজি কিবা শেলাঘাত!
নহে বর্ণনীয়, নহে অঙ্কনীয় তাহা,
অনুমান নাহি পারে করিতে ধারণা।
শান্তিময় সুপ্তগৃহে নিশার্দ্ধসময়ে
অকস্মাৎ অগ্নিশিখা উঠিলে জ্বলিয়া,
পায় না খুঁজিয়া দ্বার, পায় না খুঁজিয়া
অগ্নিনির্ব্বাপণ-পথ গৃহস্থ যেমতি,
হতজ্ঞান হ'য়ে তথা ছুটাছুটি করে।
রাজদ্বারে প্রার্থী নাই, মন্দিরে ব্রাহ্মণ,
গৃহে পুরাঙ্গনা নাই, মঠেতে সন্ন্যাসী,
বিদ্যালয়ে ছাত্র নাই, ক্ষেত্রে কৃষীবল;—
এক মহা আকর্ষণে মিবারসন্তান
চিতোরের সিংহদ্বারে হয়েছে কেন্দ্রিত।
নগ্নপদ, মুক্তশির, উত্তরীয় গলে,
শব্দহীন, শুষ্কমুখ, সজলনয়নে

দাড়ায়েছে অধোমুখে; দাঁড়ায় যেমতি
জনকের চিতাপাশে শিশু পিতৃহীন।
বন্দিয়া চন্দের পদ, করিয়া গ্রহণ
চন্দনচর্চ্চিতবস্ত্রে পদাঙ্ক তাঁহার,
কহিলা গদ্‌গদ কণ্ঠে রণবীরসিংহ—
"পিতার অধিক স্নেহে শান্তিসুধাদানে
পালিয়াছ নিত্য যা'রে, প্রতিদানে তা'র
শুধু অশ্রু, তপ্তশ্বাস নিয়ে যাও আজি;
কি সম্ভবে ইতোধিক অরাজক দেশে!
রেখো মনে দেব, এই দুঃখিনী মিবারে;
ত্যাজ্য হও, তুচ্ছ হও, হও নির্ব্বাসিত.
তাহার পবিত্র নামে পরিচয় তব;—
পূজিবে এ পদচিহ্ন মিবারসন্তান।"

চন্দ—এই যে চলেছি আজি মিবারশোণিত
প্রাণের নির্ভর মম, ভুলিব তাহারে!
কেমনে ভুলিব বল সর্ব্বস্ব আমার!
কেন এ বিষাদ হেরি, কেন এ সম্মান
দণ্ডিতের, হয় শূন্য সিন্ধুর সৈকত
ঝঞ্ঝাঘাতে উড়ে যদি ক্ষুদ্র বালুকণা?
মিবারসন্তান সব, তিনি মা সবার,
রয়েছে সবার তরে মুক্তবক্ষ তাঁ'র,
কেহ রাজা, কেহ প্রজা,—শৃঙ্খলা কেবল।

কিরীট নরের সৃষ্টি, করেছে সৃজন
মায়ের জাগ্রত মূর্ত্তি করিতে অর্চ্চনা।
মা ব'লে জড়িয়ে থাক মায়ের অঞ্চলে,
এই শেষ ভিক্ষা চন্দ মাগিছে কাতরে।"
এত বলি মহামতি রণবীর-কোলে
অর্পিলেন মুকুলেরে, অস্তগামী-রবি
রাখে যথা স্বর্ণরাগ তুঙ্গ গিরিশিরে।
'ভাইজী' বলিয়া শিশু উঠিল কাঁদিয়া,
ছুটিল প্লাবিয়া বক্ষ অসংখ্য নয়ন,
চমকি উঠিল কাঁপি সে বীরহৃদয়,
সাক্ষ্যগরজন শুনি যাজ্ঞিক যেমতি।
অধোমুখে মুছি অশ্রু, শিরে দিয়া কর
মুকুলের, নমি ভূমে কহিলা কাতরে :—
"গিহ্লোটের রাজলক্ষ্মী পদরজঃ দানে
পূত অঙ্গরাগ তব করুণ সতত
বাপ্পার মুকুটাসন, যুগযুগান্তর
ধর বক্ষে শিশু তা'র, যা'র কক্ষতলে
বাঁধিয়াছ স্নেহসৌধ ধর্ম্মের বন্ধনে,
মাগে নির্ব্বাসিত চন্দ, ক্ষম অপরাধ।"
এত বলি গলদশ্রু জনসঙ্ঘ ভেদি
চলিলেন সত্যব্রত ত্যজিয়া চিতোর,
যেমতি শিশির-শিক্ত ঘন কুঞ্জবন
অতিক্রমে অস্তোন্মুখ যামিনীরঞ্জন।

ষষ্ঠ সর্গ

অগ্নিসংযোগের পর ধধূপ যেমতি
চলে নিজ পরাক্রমে লক্ষ্যি চন্দ্রলোক
অনিবার্য্য তীব্রবেগে, রণমল্ল তথা
দুর্ম্মদের বাক্যমুগ্ধ চিন্তিছে নির্জ্জনে—
"বিনা অর্থে বিনা রক্তে দমিবে মিবার—
কিবা তেজ, কিবা গর্ব্ব করিল দুর্ম্মদ !
কত দিবানিশি, কত আশানিরাশার
ছায়ায় উজ্জ্বলম্লান করি এ হৃদয়
নীরবে চলিয়া গেল, ভীষণমধুর
কত না সঙ্গীত কর্ণে করিল বর্ষণ,
আশা নৈরাশ্যের মাঝে লুকাইল শেষে।
ডুবিল রাঠোরজাতি, ডুবিল গৌরব !
নীরবে সহিতে হ'ল এত অত্যাচার !
জানিনা ঘটিবে ভাগ্যে আরো কি লাঞ্ছনা।
কোথায় সঙ্কল্প তা'র, কোথা সেনাপতি !
সেই অত্যাচারউৎসে, কহিল দুর্ম্মদ,
অচিরে করিবে সৃষ্টি সৌভাগ্যসরিৎ ;
সকলি নিশার স্বপ্ন ! সকলি অসার !"
সাগরসলিলে যথা স্রোতোধীন তৃণ
কভু ডুবে কভু ভাসে তরঙ্গ-আঘাতে,

ভাসিছে ডুবিছে রাজা আলোঅন্ধকারে,
নিবেদিল হেনকালে আসিয়া দুর্ম্মদ—
"মহারাজ, দাস তব সিদ্ধমনোরথ,
নিরাপদে রাজদূত সমাগত আজি।"

রাজা—কোন্ দৌত্যে নিয়োজিত করেছিলে দূতে
সেনাপতি, কোন্ বার্ত্তা করিছে বহন?

দুর্ম্মদ—চিতোর হইতে প্রভু—

রাজা— চিতোর হইতে!
অযথা বিলম্ব তবে কর কি কারণ,
ডাক তাঁরে।" অবিলম্বে হইল আদেশ;
নূতন আলোক-বার্ত্তা করিয়া বহন
প্রভাতে পর্ব্বতপ্রান্তে দাঁড়ায় যেমতি
অরুণ, তেমতি দূত আসি রাজপদে
দাঁড়াইল বন্দি পদ; শুধায় ভূপতি—
"কি সন্দেশ কহ দূত, কেমন মুকুল,
দুহিতা চঞ্চল, চন্দ কোথায় এখন।"

দূত—দেবআশীর্ব্বাদে তব দৌহিত্র মুকুল,
নন্দন-কাননশোভা মন্দারের মত
মৃদুহাস্যে মাতৃবক্ষ আছে উজলিয়া
মহারাজ, সৌরকরে কমলিনী যথা
শোভেন মুন্দেশসুতা লক্ষ-কিরীটের
উজ্জ্বল কিরণতলে মিবারসরসে।

হাসিছে পদ্মিনী যথা কি সাধ্য থাকিবে
চন্দ আর ;—নির্ব্বাসিত পিতার আদেশে।
কে খোঁজে কোথায় কোন্ আঁধার গহ্বরে।

রাজা—চন্দ নির্ব্বাসিত দূত, এত গর্ব্ব যা'র!
ধন্যই দুর্ম্মদসিংহ অব্যর্থসন্ধানী,
দেখা'লে রাঠোরবীর্য্য, শিখা'লে গিহ্লোটে।

দুর্ম্মদ—জয়ী দাস, মরুদেশ্বর, তোমার প্রসাদে,
ভাস্করকিরণে যথা ভাস্বর চন্দ্রমা!
কাঁপে পৃথ্বী নামে যাঁ'র, তাঁহার সেবকে
লাঞ্ছনা করিয়া চন্দ কোথা যা'বে সুখে?

রাজা—কি সৌভাগ্য, কি গৌরব, হেন সেনাপতি
সেবে নিত্য যে রাজার, ধন্য আজি আমি।
কেমন মিবারভূমি দেখিয়াছ দূত?"
আরম্ভিল দুর্ম্মদের ইঙ্গিতে সে চর—
"মহারাজ, মিবার কি, দেখিলাম কিবা,
নাহি শক্তি, নাহি ভাষা করিব বর্ণন।
তোমার প্রসাদে ধন্য দেখিয়াছে দাস—
সৃষ্টির মহিমাময় অনন্ত নভের
একস্তম্ভ হিমাচল; পূর্ব্বপশ্চিমে
দক্ষ সেনাপতিসম দাঁড়াইয়া শৈল
হেরিতে কৃত্রিম যুদ্ধ তরঙ্গদলের
সুনীল প্রান্তরমাঝে, করেছে দর্শন।

দ্রবীভূতা লক্ষ্মীরূপা গঙ্গা ভাগিরথী
ঢালিছে ঐশ্বর্য্যধারা কত পুণ্যদেশে,
দিতেছে ভাপিতে শান্তি সিন্ধু দয়াবতী,
প্রীতির বন্ধনে বাঁধি দুই শৈলস্তূপে
ছড়ায় প্রীতির হাসি দু'পাশে আপন
কৃষ্ণা আর গোদাবরী, দেখিয়াছে দাস।
দেখিয়াছে পঞ্চবটী, দেখেছে নৈমিষ,
গোবিন্দের বৃন্দাবন, অযোধ্যা রামের,
কৌরবের রাজধানী হস্তিনা নগরী,
আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য, সমগ্র ভারত,—
চিতোরের তুলনায় তুচ্ছ যেন সব!
কি বলিব মহীপাল, মাতা বসুন্ধরা
পূরাইতে মানবের প্রাণের পিপাসা
অনায়াসে, আপনার সৌন্দর্য্যসম্পদ
করিয়া সংগ্রহ যেন মিবারপ্রদেশে
খুলিয়াছে প্রদর্শনী, কিম্বা বসুধার
সৌন্দর্য্যনির্ঝর সেই, কণা কণা তার
ছড়াইয়া চতুর্দ্দিক করেছে সুন্দর।
যে জন দেখেনি দেব, মিবারপ্রদেশ,
আমি বলি সে এখনো মাতৃগর্ভে প্রাণী।
যবে মনে হয় সেই জুবরা নগরী—
সপ্তধাতু-খনি-গর্ভা রত্নপ্রসবিনী,

চম্পার সুনীল বক্ষে নীল উর্ম্মিরাশি,
হরিত উর্ম্মির খেলা হরিত প্রান্তরে,
ফলে ভরা বৃক্ষরাজি, ফুলে ভরা বন,
বোধ হয় স্বর্গচ্যুত পাপকর্ম্মফলে।
শুনেছি স্বর্গের নাম কাব্য-কবিতায়,
দেখেছি ভূতলে স্বর্গ তব অনুগ্রহে।"
চিতোরকাহিনী শুনি মারবারপতি,
বিদায় করিয়া দূতে শুধায় দুর্ম্মদে।
"দুর্ম্মদ, কি বলে দূত! কেবল মিবারে
বরষিল বিধাতা কি এত আশীর্ব্বাদ!"
দুর্ম্মদ—মহারাজ, নহে তাহা প্রলাপ, কল্পনা,—
সত্যের অধিক সত্য, দেখেছি মিবার।
মর্ত্তবাসী জলধিজল দেবকুল যেন
রাখিলা অসুর-ভয়ে পর্ব্বতপ্রাচীরা
মিবারের বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীরে লুকায়ে।
রাজা—দুর্ম্মদ, হ'লনা ভাগ্যে মিবারদর্শন!
বালুকার স্তূপে শুধু গেল এ জীবন!
ধন্য সে ভূপতি, যা'র করতলগত
রমার লীলার ক্ষেত্র সেই রম্য দেশ।
দুর্ম্মদ—মিবার সামান্য কথা, সমগ্র ভারত
যাঁ'র পদচিহ্ন-ধ্যান করে দিবানিশি,
তা দুঃখ, আক্ষেপ তাঁ'র মিবারদর্শনে!

মহারাজ, লক্ষ্মী কভু আসে না স্বেচ্ছায়,
ধরেছিল দেবাসুর মন্থিয়া জলধি ;—
যে তাঁ'রে বাঁধিতে পারে তা'র পাছে যায়,
তা'র গৃহে রহে বাঁধা রীতি চঞ্চলার।
লক্ষ্মীর আপন গৃহ নাহি এ জগতে,
শক্তির সেবায় রত শক্তির আবাসে।
মিবারের মহাশক্তি চন্দ নির্ব্বাসিত,
চঞ্চলা খুঁজিছে পথ, যেই শক্তিমান
ধরিবে অঞ্চলে বাঁধি আসিবে ছুটিয়া।
রাজা—মিবারের রাজলক্ষ্মী সমরসচিব,
ছাড়ি রত্নাকর এই শুধু মরুভূমে
আসিবে যে করে আশা—দুরাশা কেবল।
বড় সাধ একবার জুড়াই নয়ন,
পূরাই অতৃপ্ত আশা করিয়া দর্শন
সেই ক্ষেত্র,—কমলার কমলকানন।
দুর্ম্মদ—তব সম ভাগ্যধর সৌভাগ্যদেবতা
না হন প্রসন্ন যদি হইবে কাহারে!
রমার বসতি যথা সেই রম্যভূমি
জগতের, সেই স্থান হয় রত্নাকর।
উপস্থিত মহারাজ, বড় শুভদিন—
দৌহিত্র মুকুল তব নির্ব্বোধ বালক
রাজ্যেশ্বর, ধর্ম্মযুদ্ধে জনক তাহার,

জননী চঞ্চলমতী দুহিতা তোমার
সবে মাত্র কর্ণধার রাজ্যতরণীর ;
আবার অদূরে ভীম বিক্রমী যবন
ঘুরিতেছে রাজ্যলোভে মত্ত পিপাসায় ;—
চিতোর-চঞ্চলা প্রভু খুঁজিছে আশ্রয়।—
কে বলে যবনবাক্যে লবেনা শরণ ?
মিবারের এ দুর্দ্দিনে শুভপদার্পণে
ধন্য কর তারে, ধন্য হইবে রাজন্।"
চন্দের বাক্য শুনি রাঠোরভূপতি
বিগত যৌবন যেন লভিলা আবার
বসন্তের উষাক্ষণে, কহিলা উল্লাসে—
"বাহুবলে, বুদ্ধিবলে তোমার চন্দদ,
সুরক্ষিত মারবার, তোমার কৌশলে
দুরন্ত চন্দের শিক্ষা হ'ল সমুচিত,
রাঠোরগৌরব রক্ষা করিলে ধীমান,
বিনা অর্থে, বিনা রক্তে,—বাখানি তোমায়।
সেই শুভদিন যদি ভাব উপনীত,
পূরাও প্রাণের আশা, জুড়াও নয়ন,
চিতোরযাত্রার আশু কর আয়োজন।"
"তব অন্নে যেই দেহ হয়েছে বৰ্দ্ধিত
মহাভাগ, তব কৰ্ম্মে করিব তা' ক্ষয়,
নাহিক কামনা অন্য।" এতেক কহিয়া

আনন্দে রাজার পদে করি নমস্কার,
ভাবি সিদ্ধমনস্কাম চলিল দুর্ম্মদ।
ভাবিতে লাগিলা পুনঃ মারবারপতি—
"কি মোহমদিরা প্রাণে ঢালিছে দুর্ম্মদ
অনুক্ষণ, জন্মাইল কি চিত্তবিকার!
কোটি প্রজা, কোটি প্রাণ, কোটি নরনারী
মানিছে শাসনদণ্ড নিরুত্তরে যাঁর,
সেই মরুদেশেশ্বর আমি পারিনা শাসিতে
আপনারে, হারায়েছি সত্তা আপনার!"
আত্মকর্ম্ম, রাজকর্ম্ম করিয়াছি ত্যাগ,
জানিনা কি নিয়ে আছি! নাহি অবসর,
নাহি সুপ্তি, নাহি শান্তি—ক্লান্তিতে জর্জ্জর।
এই সেই মারবার,—পিতৃপুরুষের
গৌরব-সুকীর্ত্তিগাথা, শৌর্য্যবীর্য্যাধার;
এই সেই মারবার,—তেজোদীপ্ত রবি
সৃজিত মধ্যাহ্নে যথা নিষ্কলা সরসী
উত্তপ্ত বালুকাবক্ষে, যেই খানে শশী
তুলিত রজতঊর্ম্মি পূর্ণিমানিশিতে।
এই খানে ছিল শান্তি শৈশবে, কৈশোরে,
এই খানে ছিল শান্তি উদ্দাম যৌবনে,
আজি কেন বিপর্য্যয়? সবি আছে তা'র,
শুধু শান্তি, শুধু সুখ নাহিক আমার।

দিবসেনিশিতে কিম্বা জাগ্রতেস্বপনে
রত্নগর্ভা মিবারের শ্যামল অঞ্চল
ভাসে দুনয়নে সদা. মারবার যেন
নহে মম, আমি যেন কেহ নহি তা'র।
বিক্ষুব্ধ সিন্ধুর মত আর কত কাল
ভাঙ্গিব আপন বক্ষ তরঙ্গে উত্তাল।"

সপ্তম সর্গ।

মিবারগৌরব-রবি চন্দ অস্তমিত,
উপস্থিত ভয়ঙ্করী কাল নিশীথিনী—
আঁধার পর্ব্বত যেন ফাটি অকস্মাৎ
ছুটিয়াছে তমস্রোত হৃদয়ে হৃদয়ে।
ভীষণ নিশির এই ভীষণ ছায়ায়,
কৃষ্ণপক্ষরজনীর ঘন অন্ধকার
হইল প্রচণ্ডতর ভীষণ করাল।
যুগল তামস্র নিশি গ্রাসিছে মিবার—
একটি মৃণ্ময় বিশ্ব করিয়া আবৃত,
অপর আবার গূঢ় মনোময়পুরী।
নন্দনকাননসম সতত উজ্জ্বল
ছিল যে চিতোরপুরী দমি' অন্ধকারে,
প্রতি জন, প্রতি পল্লী, প্রতি গৃহ তা'র
করিয়াছে তবপদে আত্মসমর্পণ।—
কি ঐ কাহার দীপ! চঞ্চলমতীর!
দয়াভিক্ষা মাগি কি সে রক্ষিছে জীবন?
ছিন্নসূত্রে রত্নহারে ক্ষুদ্র মণিকণা
প্রকাশে কেবল দৈন্য উরসের যথা,

তেমতি রাণীর আলো, তেমতি হে দীপ,
তোর হাসি রঞ্জে শুধু তোর ও অধর,
নহে মিবারের শোভাসম্পদসূচক।
কহিলা চঞ্চলমতী—"কি ঐ তমসা!
শুনিলে ঐ কি শব্দ মন্দিরবাহিরে।"

তমসা—কই কোথা, কি শুনিলে, উড়িছে পেচক।

চঞ্চল—না না সখি, পাখী নয়; কে যেন বাহিরে
ঘুরিতেছে নিশ্বাসনভঃঅন্বেষণে।

তমসা—কে খুঁজিবে সেই শক্তি, সে শক্তি কাহার!
রাণার আদেশে দণ্ড কে খণ্ডাতে পারে?
বৃথা কেন চিন্তানলে পোড়াও অন্তর।

চঞ্চল—রাজশ্রী আসে না একা প্রাণের তমসা,
চিন্তা তা'র নিত্য সহচরী, রাজমাতা আমি,
হইবে পুত্রের রাজ্য শাসিতে আমার;
বৃথা চিন্তা নহে, দেখ অন্তরে গণিয়া;—
দেখিবে মুকুল ভবে কোন্ রাজ্যেশ্বর,
দেখিবে বিদ্বেষ, ঘৃণা, তীব্র অসন্তোষ
বন্দীরূপে গায় তা'র অভিষেকগীতি।

তমসা—বল কি প্রলাপ সতি! কি শক্তি কাহার
তোমার শাসনদণ্ডে অবজ্ঞা প্রকাশে?

চঞ্চল—তমসা, দণ্ডের ভয়ে প্রজাকুল যদি
লঙ্ঘেনা শাসনবিধি, কি পৌরুষ তা'য়?

রাজা পশুরাজ নহে, রাজা নরপতি।
কুটিল ভ্রুকুটি করি দণ্ড নিয়ে করে,
মদগর্ব্বে পশুবলে দলিয়া চরণে
মানুষ কি পারে কভু শাসিতে মানুষ!
রাজা কি হইবে ব্যাধ? শিকারসন্ধানে
ঘুরিবেন রাত্রিদিন জীবনসঙ্কটে?
দেখাতে প্রভুত্ব, কিম্বা করিতে সঞ্চার
প্রজার অন্তরে ভীতি যে চায় মুকুট,
ধিক্ সে রাজার নামে, চাহিনা তা' আমি।
কি কাজ সে উপাধির ব্যাধির অধম?
রাজাপ্রজা দুই সতি,—নীর ও নীরদ,
একই পদার্থ শুধু ভিন্ন অবয়বে,
একের বিলোপে লুপ্ত অপর নিশ্চয়;
সে পূত বন্ধন যেন ছিন্ন হয় আজি।
তমসা—কেন এ বিষাদ সখি, কেন এ উদ্বেগ?
অকারণ এ সন্দেহ পুষিতেছ মনে।
নিরীহ মিবারপ্রজা, হৃদয়ে অটল
রাজভক্তি, রাজপ্রীতি; কঠোরশাসনে
শাসিতে হ'বেনা এই শান্ত প্রজাকুলে;
নাহি কোন অসন্তোষ কাহারো অন্তরে।
চঞ্চল—নাহি কোন অসন্তোষ? কি বল তমসা!
কেন কহিলেন ধাত্রী—'কুলধর্ম্ম তব

গুণাধার শ্রেষ্ঠ পুত্র হবে নির্ব্বাসিত,'
চন্দের বিদায়কালে? গুপ্তআক্রমণ
নয় কি আমায় সতি? দেখহ বিচারি।
সে সন্দেহে, সে বিশ্বাসে সমগ্র মিবারে
চন্দনির্ব্বাসনহেতু যেই অসন্তোষ
হ'ল বিধূমিত দেখি, হয়ত অচিরে
দাবাগ্নি শিখার মত উঠিবে জ্বলিয়া।
পিতৃঅভ্যর্থনা তরে করিনু আদেশ
সাজাইতে রাজপুরী, করিতে উৎসব;—
দেখ সখি, বাহিরিয়া, প্রাসাদের শিরে
নাহি আলো; নাহি হাসি, আনন্দউচ্ছ্বাস
এই রাজপুরে, কিম্বা পল্লীঅভ্যন্তরে
চিতোরের, আছি যেন নির্জ্জন কারায়।
জাগ্রত প্রহরীরূপে রাত্রিচরগণ
শাসাইছে অনুক্ষণ। রাখিনু কি শিশু
অগ্নিকুণ্ডে, সরাইয়া অগ্নিতাপ হ'তে?

তমসা—চন্দ মিবারের বড় আদরের ধন,
প্রত্যেক হৃদয়ে তা'র পড়েছে আলোক।
পুত্রের ভবিষ্য ভাবি, ভাবি অমঙ্গল
আজি বীতশ্রদ্ধ শুধু তাহার উপরে;—
পুত্রাধিক স্নেহ তা'রে করিয়াছ তুমি।
চন্দ নির্ব্বাসিত বটে, ভুলিবার নহে;

উড়ে যায় মহীরুহ ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ি,
জুড়ে থাকে ধরাবক্ষে শিকড় তাহার।
পলায় শালিক যদি পিঞ্জর ত্যজিয়া,
কাঁদে মানুষের মন ; চিতোরসন্তান
রাজ্যচ্যুত রাজপুত্রে দিয়েছে বিদায়,
নহে স্বাভাবিক গতি, মনের বেদন ?
মুকুলে বিদ্বেষ নহে, চান্দ কৃতজ্ঞতা
করিয়াছে উদ্বেলিত মিবারসন্তানে।
মিবার ভাবিছে আজ বড়ই দুর্দ্দিন ;—
ঢালি সুধাস্নিগ্ধধারা সুধাংশুর মত
সরাইয়া দাও মেঘ, হাসিবে আবার।"
"ভাইজী ভাইজা কই" বলি অকস্মাৎ
মুকুল ঘুমের ঘোরে উঠিল কাঁদিয়া,
চমকি কহিল রাণী—"শুনিলে তমসা,
কি কহিল সুপ্ত শিশু ! কেন রে চিতোর,
বৃথা দোষিতেছি তোরে ? নিজ বক্ষঃস্থলে
রাখিয়াছি ক্ষত আমি ঢাকিয়া অঞ্চলে।
হায় অভাগীর শিশু, সুপ্ত মাতৃকোলে,
দুর্ভাগা জননী তোর শিয়রে বসিয়া
করিছে মঙ্গলচিন্তা এ নিশীথকালে
করিতে অরিষ্ট শান্তি ; অরে মতিহীন,
সরায়েছি অগ্নিপিণ্ড, চন্দ্রভ্রমে তুই

টানিয়া লইতে বুকে কাঁদিয়া আকুল।
অভয় কি অভিশাপ হইল আমার!

তমসা—চিতোরের রাণী যিনি এত চঞ্চলতা
সাজে কি তাহার সতি? কি দোষ শিশুর?
আজন্ম যাহার স্নেহে, হয়েছে বর্দ্ধিত,
মুহূর্ত্তে কি পারে তা'রে ভুলিতে কখন?
প্রাণে যদি টানে প্রাণ বাহিরশাসনে
কে পারে করিতে ছিন্ন সেই আকর্ষণ?
কেন নিন্দিতেছ তা'রে? কে দিবে উত্তর?—
তুমি ভ্রান্ত, রাণা ভ্রান্ত, ভ্রান্ত কি মুকুল।
নাট্যের প্রথম দৃশ্য করেছ দর্শন,
কে জানে কি দেখাইবে দূর ভবিষ্যৎ।
এই যে কাঁদিল শিশু "ভাইজী" বলিয়া
তোমায় বিদ্বেষ সে কি? তেনাত মিবারে
কেহ ভ্রাতা, কেহ পিতা, প্রভু ব'লে কেহ
ছাড়িছে সন্তপ্ত শ্বাস;—নহে সে বিদ্বেষ,
অসন্তোষ, অমঙ্গলচিন্তা মুকুটের।
বিধাতা মুকুল-কণ্ঠে করিছে ঘোষণা
সেই সত্য, শান্ত হও, ঘুমাও আরামে।"
এত বলি সহচরী করিলে শয়ন,
ভাবিতে লাগিলা পুনঃ মহিষী চঞ্চল।—
"ছিল আশা তমসায় শুধাব এখন,

করিব কি কর্ণধার রাজ্যতরণীর
পিতৃদেব মুন্দেশ্বরে, এ ঘোর দুর্দ্দিনে।
তমসা প্রাণের সখী, প্রাণাধিক তাঁরে
বাসি ভাল, পুত্রসম জানে সে মুকুলে,
সুপবিত্রা সাধ্বী-সতী সরলা বিধবা,
কি অদ্ভুত, সেও দেখি চন্দের সহায়!
লিখিয়াছে পিতৃদেব, শিহরে শরীর,—
হস্তিনার সিংহদ্বার ভৈরব হুঙ্কারে,
করিয়াছে অতিক্রম বিক্রমী যবন:
সম্ভব লইবে চন্দ আশ্রয় তাহার।
নহে বহুদিন গত, সে নিষ্ঠুর জাতি
কামিনী-কাঞ্চনলোভে আক্রমি এ দেশ
ঘটায় কি সর্ব্বনাশ, রোমাঞ্চ স্মরণে।
সহস্র রমণী রাণী পদ্মিনী সহিত
সতীত্ব করেন রক্ষা জ্বলন্ত অনলে।
নহে অসম্ভব, চন্দ প্রতিহিংসাবশে
সে ভীষণ শত্রু সহ হ'বে সম্মিলিত,
নাহি হোক্ রাজ্যলাভ, অর্পিয়া যবনে
নেবে প্রতিহিংসা তাঁর, অরণ্য শল্লকী
অকারণ পর্ণক্ষেত্র উন্মূলে যেমতি।
পিতারও বিশ্বাস তাই, কোন্ পথে যা'ব?
নহে কি কর্ত্তব্য মম করি অনুরোধ

পিতৃপদে, রক্ষিতে এ আসন্নবিপদে
শিশু মুকুলের রাজ্য সুনীতি কৌশলে!
ভাবে ধাত্রী বিপরীত, বলিল সে দিন—
রাজায় রাজায় নহে মিত্রতা সম্ভব,
পারে না বাঁধিতে কেহ একই পিঞ্জরে
কেশরীশার্দ্দূল; মম জনক মুন্দেশ,
মুকুল দৌহিত্র তাঁ'র,—নহে মারবার
মিবারের মাতামহ, প্রতিদ্বন্দ্বী অরি;
ডুবাবেনা ধর্ম্ম চন্দ ঘোর কুম্ভীপাকে,
কর্ণধাররূপে আমি চালাই তরণী।—
কি ভ্রান্ত বিশ্বাস, কিবা অনর্থ ধারণা!
ধাত্রী কি ভুলিয়ে গেল, মারবারপতি
আর নির্ব্বাসিত চন্দ উভয় মানুষ।
মানব অপত্যস্নেহ পারে কি ভুলিতে?
দেবতাও লয় শোধ, লাঞ্ছিত যে নর
নিবাইয়া দিবে তা'র হিংসাদাবানল?
চন্দের কপট নীতি কে পে'ত সন্ধান
জনক মুন্দেশ বিনা? মুকুল-মঙ্গলে
গয়াধামে রাণাপদে জানায়ে সম্বাদ
কে সাধে দুশ্চর ব্রত চন্দ-নির্ব্বাসন?
কে আসিছে রাজ্য ছাড়ি পুত্রের কল্যাণে?
বিচিত্র, ধাত্রীর তবু সন্দেহ পিতায়!

বহে প্রতিকূল বায়ু, তরঙ্গ উত্তাল
উঠিতেছে চারিধারে, চালা'ব তরণী
কোন্ স্রোতে, কোন্ পথে, কি করি উপায় !
মিবার করিবে রক্ষা বাছারে আমার ?
আরাধ্য জনকে মম নাহি অবিশ্বাস,
মুকুল-মঙ্গল তাঁ'র, জীবনের ব্রত।
আসিবেন কল্য তিনি, মাগিব কাতরে
ধরিয়া চরণে তাঁ'র, রক্ষিতে মুকুলে।
হ'বে কি তা' সমীচীন পন্থা নিরাপদ ?
চিতোর শাসিলে পিতা ভাবি হতমান,
হয় যদি উত্তেজিত মিবারসন্তান,
কি ঘোর সঙ্কটে তবে পড়িবে মুকুল।
কা'রে রাখি, কা'রে ছাড়ি, কাহারে শুধাই !
বিবেক উত্তরহীন বিধি ও নিষেধে।
চিন্তার তরঙ্গ অন্ত চঞ্চলের মনে
না উঠিতে, পূর্ব্বাচলে উদিল দিনেশ—
নিদ্রাহীন, চিন্তাযুক্ত আরক্তনয়ন।
শয্যা ছাড়ি উঠি রাণী করিলা আদেশ
পিতৃঅভ্যর্থনাহেতু সাজাইতে পুরী।
রাজভৃত্যগণ আর রাজদণ্ডে ভীত
মুষ্টিমেয় আজ্ঞাবহ গিহ্লোটসন্তান
সাজাইল রাজপুরী, রোগাতুর যথা

গুছাইয়ে রাখে তিক্ত ঔষধ-নিচয়,
মনের আনন্দ নাই, প্রাণের আবেগ।
লোহিত বসনতলে লুকাইল ধূলি
নগরীর, সুশোভিতা সীমন্তিনী যথা
আরক্ত অলক্তরাগে রঞ্জি পদতল।
শোভিতেছে সিংহদ্বার নবকিসলয়ে,
রঞ্জিত মধুর হাসি অধরে যেমতি।
উড়িছে শোভন কেতু সুমন্দমলয়ে
পত্ পত্, ভ্রুলতার বিলাস-ইঙ্গিত।
সুমধুর বাদ্যধ্বনি উঠে মাঝে মাঝে—
শিঞ্জিনীগুঞ্জন সম বেষ্টিয়া চরণ।—
লাজে পলাইল রবি, আসিল গোধূলি
ম্লানমুখী, ম্লানমুখ কে চায় তাহার?
উজ্জ্বল আলোকখণ্ডে হইল মণ্ডিত
শৈলচূড়, রত্নোজ্জ্বল মুকুটে যেমন।
শ্রোণীতটে শ্রেণীবদ্ধ সহস্র দেউটী
নিন্দিতেছে মেখলার মণিময় আভা।
সু-আবৃত আলোজালে, হীরকঅঞ্চল
উড়ে যেন উর্বশীর অঙ্গসঞ্চালনে।
মিবারহৃদয়রাজ্য প্লাবিত আঁধারে,—
অন্ধকারে অকস্মাৎ দীপ্ত চিতা হেরি
ভীত হয় পান্থ যথা, মিবারসন্তান

পাইল না শান্তি তথা, হইল চকিত ;
ফিরে চায়, চলে যায়, থামিয়া ক্ষণেক।
আম্রপ্রাসাদের আশে শুধায় সর্দ্দার—
"কেমন সামন্তবর, দেখায় মিবার ?"
উত্তরিলা রণবীর গভীর উচ্ছ্বাসে—
"আহুতি করিতে প্রাণ জ্বলন্ত শ্মশানে
সাজা'লে জন্মের মত অনুগামিনীরে
আত্মীয়স্বজন, যথা দেখায় সে নারী,
তেমতি অপূর্ব্ব শোভা ধরেছে মিবার।"
মূর্খ বুঝিল না কিছু, চাহিল বিস্ময়ে,
"কি কহিলে হে সামন্ত" শুধাইল পুনঃ।
"জানিনা কি কহিলাম, এই মাত্র জানি,
চতুর বিধাতা কভু নরকণ্ঠে ঘোষে—
দেবতার প্রত্যাদেশ অজ্ঞাতে তাহার।"
এত বলি রণবীর করিল প্রস্থান।
প্রবেশিল যুদ্ধপতি সমিত্র দুর্ম্মদ,—
কুসুমে কীটাণু যেন, চিতোরনগরে।

অষ্টম সর্গ।

শোকাচ্ছন্ন মান্দুপুরী, মান্দুর কুমার
নিরুদ্দেশ বহুদিন ; রাজ্যরাজ্যান্তরে
ফিরিতেছে রাজদূত ব্যর্থমনোরথ।
শূন্য রাজসিংহাসন, বন্ধ রাজকাজ,
জ্বলে না সন্ধ্যার দীপ, বাজে না আরতি।
হেনকালে মান্দুসুত বিংশ ভীল সহ
বন্দিয়া রাজার পদ দাঁড়ায় সম্মুখে,
উদিল অমায় যেন পূর্ণ সুধাকর।
কুমারে ধরিয়া বক্ষে চুম্বিয়া ললাট,
আনন্দে অস্ফুটস্বরে শুধায় ভূপতি,—
"ডুবাইয়া মান্দুপুরী ঘোর অন্ধকারে
মান্দুর হৃদয়চন্দ্র, কোন্ রাহুগ্রাসে
ছিলে বল এতদিন ; কোথা পরিচ্ছদ,
পরিজন, কেন বল ক্ষতাঙ্গ মলিন !
কহ বাছা, এ দুর্গতি পাইলে কেমনে !"

কুমার—নহে বহুদূরে পিতঃ; সীমান্তকাননে
করিয়াছে দস্যুগণ এ লাঞ্ছনা মম।

রাজা—হায়রে ! আমার রাজ্যে এ লাঞ্ছনা তব !

ধিক্ রে শাসনে তবে! ধিক্ সিংহাসনে!
দিব শাস্তি সমুচিত, করিব নির্ম্মূল
দুরাত্মায়;—এ দৌরাত্ম্য করিল কেমনে!
কেমনে হইলে মুক্ত কহ বাছা মোর!

কুমার—মৃগের পশ্চাতে ছুটি মৃগয়ার কালে
প্রবেশি অরণ্যে যবে, বন্যদস্যুগণ
আক্রমিল পরাক্রমে। ঘোর অত্যাচারে
করি কপর্দ্দকহীন, শালবৃক্ষমূল
করি যূপকাষ্ঠ মম, ছুটিল আবার
কা'রে ভাগ্যহীন করি সৌভাগ্যসঞ্চয়
জানিনা করিতে পুনঃ, জানিনা কোথায়
গেল অনুচর মম আমার সন্ধানে।
করুণ ক্রন্দন শুনি আসিল নিকটে
তেজস্বী যুবক এক, দেখিয়া বিস্ময়ে
কহিনু দুর্দ্দশা মম, কহিলাম তাঁ'রে
করিবারে আত্মরক্ষা, না মানি নিষেধ—
"পরের রক্ষার হেতু প্রাণের পোষণ
এই দেহে"—এত বলি খুলিল বন্ধন,
শক্তিহীন ক্ষতদেহ লইল তুলিয়া
সে বিপদসিন্ধুমাঝে ঝাঁপি অবহেলে।
কাঁপাইয়া বনস্থল ভৈরব হুঙ্কারে
উপস্থিত অকস্মাৎ দুরাত্মাসকল,

উড়িল পরাণ মম ; বীরমূর্ত্তি তাঁ'র
অজ্ঞাতে প্রভুত্ব যেন করিল বিস্তার
দস্যুদলে, নতশিরে দাঁড়াইল সব।
দস্যু আমি, তাহাদের দরিদ্র-কুটির
লুণ্ঠিতেছি অনুক্ষণ, কহিয়া কাতরে
মাগিল জীবনদণ্ড করিতে আমার।
"এস, রাজপদে হ'বে শাস্তির বিধান"
কহি দম্ভে, সঙ্গে করি ছুটিল যুবক,
সিংহ যেন জম্বুকের লুণ্ঠিয়া শিকার।
তাই রক্ষা এ দাসের, তাই পিতৃদেব,
ঘটিয়াছে ভাগ্যে, তব চরণদর্শন।
সাধিয়াছি জানিবারে জীবনদাতার
পরিচয়, করিয়াছি কতই মিনতি
দিতে হেথা পদধূলি, বৃথা সে যতন ;—
অনুচর সহ তাঁ'র করেছে প্রেরণ।"
পুত্রের বচনে রাজা হইয়া বিস্মিত
শুধাইলা ভীলগণে—"পরার্থজীবন
কে সে দয়াসিন্ধুরূপী দিল সুধাদান,
কে সেই মহাত্মা, বল পরিচয় তাঁ'র !

ভীল—বাপ্পা-বংশধর চন্দ লক্ষের কুমার।

রাজা—চিতোরের রাজপুত্র ! কেন সে কান্তারে !

ভীল—নির্ব্বাসিত।

রাজা— নির্ব্বাসিত ! নির্ব্বাসিত তিনি !

ভীল—কি বিচিত্র মহীপাল, রঘুকুলরবি

বনে বনে বহু বর্ষ করেনি ভ্রমণ ?

রাজা—কেন নির্ব্বাসিত তিনি ?

ভীল— অজ্ঞাত কারণ,—

গয়াধামে বসি রাণা করেছে বিধান।

রাজা—গয়াক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধে জনক তাঁহার !

কে তবে চিতোরেশ্বর ?

ভীল— কনিষ্ঠ প্রভুর

মুকুলে মুকুট শোভে, তাঁ'র ইষ্টতরে

কর্ণধার ছিল প্রভু রাজ্যতরণীর।

রাজা—জ্যেষ্ঠপুত্র কেন বল বঞ্চিত মুকুটে !

ছাড়িয়া সন্তপ্ত শ্বাস অধোমুখে ভীল,

নিবেদিলা বিবাহের অদ্ভুত কাহিনী।

বিস্মিত হইয়া রাজা জিজ্ঞাসিল পুনঃ—

"আবার কি ভীষ্মদেব জন্মিল ভারতে !

তৃণসম না গণিল রাজসিংহাসন !

ত্যাজ্য হয়ে রাজ্যভার নিল কেন তবে ?

ভীল—পিতৃবাক্যে।

রাজা— কি অদ্ভুত ! পিতৃরোষে যিনি

হৃতরাজ্য, করে পিতা নিয়ন্তা রাজ্যের !

ভীল—সকলি সম্ভব যথা সত্যের সম্মান,

অটল হৃদয় আর স্বার্থবলিদান।
রাজা—হেন অনুগ্রহ কেন হইল রাণার
নিগৃহীতে? কেন চন্দ বহে রাজ্যভার?
ভীল—স্বেচ্ছায় উর্ব্বরক্ষেত্রে বর্ষে জলধর,
মরুভূমি নাহি পায় করিয়া সাধনা।
এত বলি কহে ভীল রাজার চরণে—
সিংহাসন ছাড়ি চন্দ, কেমনে আবার
লইলা সে গুরুভার পাতিয়া মস্তক।
স্তম্ভিত হইয়া রাজা কহিলা বিষাদে;—
"সত্যব্রত সত্য কভু করেছে লঙ্ঘন?
দহিয়াছে প্রজাপুঞ্জে? কেন নির্ব্বাসন?
ভীল—ক্ষমা কর মহারাজ, ব'লো না সে কথা,
বড় ব্যথা পাই মনে; সেই পুণ্যাত্মার
দয়া, ধর্ম্ম, সত্য বিনে কিছু নাহি আর।
পঞ্চম বর্ষীয় শিশু মিবার-ঈশ্বর,
মুক্তবক্ষ সিংহাসন করিল ইঙ্গিত
ধরিতে প্রভুর পদ;—উপেক্ষিলা তা'য়
অনায়াসে, শুক যথা কটাক্ষ রম্ভার,
কিম্বা পার্থ উর্ব্বশীর বিবশা কামনা।
পুরজনহিতে পূজে প্রতিমা যেমতি
পুরোহিত, প্রভু মম মিবার কল্যাণে
মুকুলসেবায় তথা ছিলেন নিরত।

মিবার অপূর্ব্ব শোভা করেছে ধারণ,
লক্ষ্মী আর শান্তিদেবী প্রতিগৃহতলে
পাতিয়াছে আপনার স্বর্ণসিংহাসন,
বুঝে নাই প্রজাকুল রাজার অভাব,
মুকুল পিতার তথা, কি বলিব আর!
অকস্মাৎ সেই আজ্ঞা হইল প্রচার
অহেতুকী, অন্ধকারে ডুবায়ে মিবার
উদিত গৌরবরবি তাই এ কান্তারে।
আমরা দ্বিশত ভীল অনিচ্ছায় তাঁ'র
আসিয়াছি স্বেচ্ছামত সেবিতে চরণ।
রাজা—ধন্য আজি মান্দুদেশ, হেন ধর্ম্মপ্রাণ
মহাত্মার পদরজে পূত বক্ষ তা'র।
এত বলি করি আজ্ঞা সাজাইতে পুরা
মান্দুরাজ, চন্দপাশে করিলা গমন।
সুসজ্জিত মান্দুপুরী সুরম্য সজ্জায়—
পথে পথে সিংহদ্বার বিচিত্র নির্ম্মাণ,—
কোথা পুষ্পে, কোথা পত্রে, কোথায় পল্লবে
মনোহর; পূর্ণঘট, নম্র কদলিক।
শোভিতেছে পথপার্শ্বে—দাঁড়ায় সঙ্কোচে
সলজ্জা গুণ্ঠনবতী যুবতী যেমতি
পদপ্রান্তে রাখি কুম্ভ হেরি আগন্তুকে।
পশ্চাতে রঞ্জিত কেতু অঞ্চলের মত

উড়াইয়া খেলে রঙ্গে কৌতুকী পবন।
জনহীন করি পল্লী, শূন্য অন্তঃপুর
ছুটিয়াছে নরনারী, শোভে রাজপথ
চঞ্চলতরঙ্গভঙ্গে তরঙ্গিণী যথা।
কোথায় বাজিছে বাস্ত, কোথা নৃত্যগীত,
কোথা খেলা, কোথা মেলা, হাস্যপরিহাস ;—
সর্ব্বত্র আনন্দোচ্ছ্বাস, আনন্দ বাসর।
লতা যেন নাচে গায়, হাসে বনফুল,
তরুদল কহে কথা মুখরা প্রকৃতি,
সকল্লোল সিন্ধুসম মুখরা নগরী।
কখন আসিবে চন্দ, পাইবে দর্শন
শুধাইছে পরস্পরে ; পলে ভাবে দিন
উৎকণ্ঠ দর্শক যথা দৃশ্যের আশায়
রঙ্গালয়ে ; বৃক্ষতলে, গবাক্ষের দ্বারে
রচিয়াছে পদ্মবন কুলাঙ্গনাগণ,
নিস্পন্দ তৃষিত আঁখি, সরসীর কোলে
নীলইন্দিবর যথা সূর্য্যোদয়কালে।
মান্দুঅধিপতি সহ এ হেন সময়ে
সুসজ্জিত রথে চন্দ পশে রাজপুরে,
অরুণসারথীসনে দেব অংশুমালী
বিশ্বকোলাহলে যেন প্রবেশিলা ধীরে।
রাজার আদরে তুষ্ট হয়ে অতিশয়

সলজ্জ কহিলা চন্দ,—"কহ মিত্রবর,
নির্ব্বাসিত দণ্ডিতের কেন এ সৎকার?
কেন এ উৎসব বল?

রাজা— দণ্ডিত কে সখে!
বলিব কি মহেশের গরলভক্ষণ
দণ্ড তাঁ'র? বলিব কি ঋষি দধীচির
অস্থিদান দণ্ড তাঁ'র? একি কথা কহ!
হেন দণ্ডিতের মূল্য আছে কি মুকুটে?
সেবাদাসীরূপে যাঁ'রে সেবেন চিতোর,
কি আছে মান্দুর তুচ্ছ সেবিবে তাঁহারে!
সখা হে আমার তুমি জীবন্ত উৎসব,
মান্দুর এ হাসি তব মহত্ত্বের আলো;
নিবেছিল এই দেশে সন্ধ্যার প্রদীপ।
উঠেছে উছলি আজি আনন্দ তাহার
তব সন্দর্শনে শুভ, সিন্ধুবারি যথা
শতবাহু তুলি ধায় চন্দ্রদরশনে।

চন্দ—এ কি পাপকথা সখে, শুনাইলে শেষে!
মিবার কি সেবাদাসী! কে তবে জননী?
কোথা আছে মাতৃস্নেহ, দেখেছ কোথায়
মায়ের অমরমূর্ত্তি জন্মভূমি বিনে?
শৈশবে, কৈশোরে, কিম্বা যৌবনে, জরায়
অবিচল মাতৃস্নেহ পাই যা'র বুকে

সে নহে জননী যদি, জননী কে আর?
জীবনে যে কোলে কোলে রাখে অনুক্ষণ,
সর্ব্বস্ব করিয়া দান বাড়ায় এ দেহ,
মরণে যে রাখে বুকে ঢাকিয়া অঞ্চল
প্রতি অণু পরমাণু, সে নহে জননী?
এত স্নেহ আছে কা'র অক্ষয় ভাণ্ডারে?
সেবাদাসী নহে সেই, সেবাদাসী নহে,
ধন্য সে সেবকরূপে যে পারে সেবিতে,
যে পারে করিতে ব্যয় প্রত্যেক নিশ্বাস
তাহার কল্যাণব্রতে ;—সখা হে আমার,
অভাগার ভাগ্যে নাহি ঘটিল সে সুখ !
মরণে পা'ব না বুক, জীবনে চরণ,
নিষ্ফল হইল মম জীবন-মরণ।

রাজা—ক্ষমা কর, দাস আমি, শিষ্য আমি তব ;
নহি সখাযোগ্য কভু, ক্ষমহ আমায়।
সত্য গরীয়সী মাতা, মাতা জন্মভূমি।
করিলেন বংশরক্ষা যেই মহাজন,
হা কি লজ্জা, অর্ব্বাচীন দিল প্রতিদান
দিয়ে কি যন্ত্রণা তাঁ'রে! করহ আদেশ,
সেবকস্বরূপে মান্দু সেবিবে ও পদ
অহুদিন, দিবে প্রাণ চিতোরউদ্ধারে,
তব মাতৃসহ আশু ঘটাবে মিলন।

চন্দ—করিও না বৃথা খেদ, প্রাণের আবেগে
বলেছি প্রাণের কথা, সখা তুমি মোর।
চিতোর আপদহীন, উদ্ধারের দিন
আসে যদি বন্ধুবর মাগিব সহায়।
মিবারের স্তন্যপানে এখনো গিহ্লোট
করিতেছে তনুরক্ষা, বাপ্পার মুকুট
এখনো তাহাব বংশে, কি উদ্ধাব তা'র!
বাড়ুক তোমার শক্তি, মহিমা, প্রতাপ;
তেমন দুর্দ্দিন যেন আসে না চিতোবে
কর আশীর্ব্বাদ সখে, চিতোরকিরীট
নহে লক্ষ্যস্থান, লক্ষ্য মঙ্গল তাহার।
আত্মদ্রোহে শক্তিহীন, বিষাদমলিন
দেখিতে না হয যেন শূন্য সিংহাসন।"
মন্ত্রমুগ্ধ মান্দুরাজ কহিলা বিস্মযে,—
"ধন্য তুমি, ধন্য তব মহৎ হৃদয়,
তোমারই যোগ্যমুখে সুযোগ্য উত্তব।
সত্য যদি মিত্র ব'লে ভাব অভাজনে,
এই মম শিশুরাজ্য, ধরি' হাত তা'র
কর অগ্রসর, বাঁধি সৌভ্রাত্রবন্ধনে
চিতোরঅঞ্চল সহ, ধন্য কর তা'রে;
হুল্লার প্রদেশ মম করহ গ্রহণ।"

নবম সর্গ।

নিদাঘের রুদ্র রবি, রৌদ্রপারাবার
প'ড়ে আছে চতুর্দ্দিকে স্থির অচঞ্চল,
প্রসারি অনন্ত দেহ অনন্ত বিস্তার;
ছায়ার মৈনাক প্রায় আরাবলী শৈল
লুকায়েছে গর্ভে তা'র;—ত্যজিয়া নন্দন
জানিনা ঝাঁপিল মর্ত্ত্যে কোন্ অভিমানে।
বসি সেই শৈলকক্ষে নিকুঞ্জছায়ায়
কহে মারবারপতি সমরসচিবে,—
"সে দিন চম্পারতীরে বসিয়া যখন
অপরাহ্নে দেখিলাম—সুনীল সলিলে
ফেনিল তরঙ্গরাশি, সান্ধ্যরবিকরে
সোনার মুকুট পরি' গাইয়ে মধুর,
মানবের হৃদয়ের আশার মতন,
যত অগ্রসরে তত স্ফীতবক্ষ হয়ে
খুঁজিতে অনন্ত সিন্ধু চলেছে ভাসিয়া;
দেখিলাম যবে সেই হিরণ্ময়তীরে
তরঙ্গিত সমীরণে, শ্রান্ত দিবাকর
অবশ অনন্তবাহু করিয়া বিস্তার

লুকাইছে বক্ষে তা'র, ভাবিলাম মনে—
নন্দনকানন বুঝি মন্দাকিনী-তীরে।
কি বিচিত্র বন্ধুবর, ছাড়ি সমতল
উঠিতেছি যত ঊর্দ্ধে, তত মুগ্ধকর
প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ঐশ্বর্য্য বিপুল।
দূরদূরান্তরে থাকি দেখি শৈলশ্রেণী,
কভু কৃষ্ণ, কভু নীল, কভু শ্বেতমেঘ,
কভু বা বল্মীকস্তূপ ভাবিতাম মনে,
নিরেট পাষাণরাশি বন্ধুর কর্কশ।
দেখিতেছি সেনাপতি, স্বরাজ্য আমার
অতি তুচ্ছ, এই শৈলরাজ্যের তুলনে।
কি কাজ শোণিত সিঞ্চি' জনার, গোধুম
জন্মাইয়া মিত্রবর, কি কাজ খননে
সরসী, সরিৎ শূন্য করি কোষাগার,
কি কাজ পোষণে সৈন্য সীমান্তরক্ষণে,
হেন পুণ্যময় শৈলে ভাগ্যবতী যিনি;
রক্ষিছে মিবাররাজ্য প্রকৃতি আপনি।"
এত বলি মুন্দপতি দুর্গ্গদের সনে
ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে সেই শৈলতলে,
তরুলতাহীন মরু সাম্রাজ্য তাঁহার
যা' আসে নয়নপথে সকলি নূতন,
নূতন আনন্দধারা ঢালিছে সকলে

উন্মাদ করিয়া প্রাণ নূতন আশায়।
একটি পাদপ হেরি শুধাইলা রাজা,—
"দুর্ম্মদ, এই কি তরু! কেমন অদ্ভুত!
নিম্বকাণ্ডে দোলে কেন রসালের শাখা?"

দুর্ম্মদ—মহারাজ, শৈলরাজ্য সাম্রাজ্য শক্তির,
শক্তির সাধনক্ষেত্র, শক্তির আশ্রম,
নীতির আদর্শ শৈল, আদর্শ রাজার।
শার্দ্দূল, ভল্লুক, সিংহ এই স্থানে বসি,
নিরীহ শশক, অজ, মৃগের শোণিতে
পুষ্ট করে কলেবর; এই শৈলতলে
শক্তির প্রয়াসী বন্য মার্জ্জারের দল,
আপন সন্তানমাংস করিয়া ভক্ষণ
সঞ্চয় করিছে শক্তি; দেখ চারিধারে
আপন গৌরবগর্ব্বে তুলিয়া মস্তক
বনরাজ বনস্পতি প্রসারিয়া বাহু
রক্ষাচ্ছলে করে ধ্বংস ক্ষুদ্র তরুগণে।
সম্ভবে না নিম্বকাণ্ডে রসালের শাখা
মহারাজ, আছে গূঢ় রহস্য তথায়,—
শিখাইছে এই তরু নীতি উচ্চতম।

রাজা—একি কথা সেনাপতি, কোন্ সুনীতির
শিক্ষক পাদপ এই, কহ দয়া করি।

দুর্ম্মদ—রাজন্, এই যে নিম্ব প্রকাণ্ড বিটপী

ছায়াযুক্ত তৃপ্তিকর, নহে জন্মস্থান
এই শৈলকক্ষ তা'র; এই শৈলবক্ষ
ছিল এক সুবিশাল রসাল তরুর।
ক্ষুদ্র নিম্বশস্য এক জানিনা কেমনে,
কি শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে পাতিল আসন
রসালের কোন ক্ষতে, জন্মিল অঙ্কুর ;—
আজি ছড়াইয়া দু'টি কোমল শিকড়
বুলাইল গায়ে হাত, কালি কচিপাতা
দোলাইয়া মন্দবায়ে করিল বীজন ;--
রসাল বিলাসরসে হইয়া বিভোর,
আপনার দেহখানি অর্পিল তাহারে
রচিতে বিলাসসজ্জা কোমলপরশ।
রসালের মোহবশে চতুর সে নিম,
ধীরে ধীরে চর্ম্ম তা'র করিয়া অন্তর,
বিঁধিয়া শিকড়জালে অস্থি-মজ্জা-মেদ
খুঁজিলেন অবশেষে রসদাত্রী ভূমি।
রসালের অকস্মাৎ হইল চেতনা,
খেদাইতে চাহে নিমে, কিন্তু মহারাজ
সে শক্তি কি আছে আর! নড়িতে চাহিলে
শতছিন্ন হ'য়ে যায় দেহ আপনার।
আকণ্ঠ আপাদ তা'র ধরিয়া আঁকড়ি,
সহস্র শিকড়ে চুষি সুরস তাহার,

প্রকাণ্ড পাদপে নিম হ'ল পরিণত,
ও দুটো রসালশাখা পিয়ে তিক্তরস
করিতেছে ছটফট্ ওষ্ঠাগত প্রাণ ;
দেখ প্রভু, নিম কিবা আদর্শ মহান্ !"
দুর্ম্মদের বাক্য শুনি মুন্দেশের মনে
কি এক অচিন্ত্য আশা হইল সঞ্চার,
আনন্দে ভরিল প্রাণ ; কহিলা উচ্ছ্বাসে,—
"এস সখা, এস মন্ত্রী, এস বন্ধু মোর,
এতদিন মরুরাজ্যে ছিলে সেনাপতি,
আজি মনোরাজ্যে তোমা করিনু বরণ।
লও প্রীতিআলিঙ্গন, কি দিব তোমায় !
অন্ধেরে নয়ন দিলে, বৃদ্ধেরে যৌবন।
দেখিতেছি এক মূর্ত্তি ঢাকি মহীব্যোম !
লোলজিহ্বা, রুক্ষকেশ, রক্তআঁখি শত,
শত বাহু, শত মুখ করিছে বিস্তার,
অস্থিসার, শূন্যোদর, অস্থির, অধীর ;
বহ্নিমাখা দেহজ্যোতিঃ ঝলসে নয়ন।
করে সুরাপাত্র পূর্ণ তীব্র মদিরায় ;
স্থাবর, জঙ্গম গ্রাসে ; গ্রাসে রবি, সোম ;
গ্রাসে গ্রহ ; শোষে সিন্ধু ;—নাহি মিটে ক্ষুধা ;
চিবায় দয়ার অস্থি, স্নেহের মস্তক,
ভক্তির শোণিত পিয়ে,—নাহি মিটে ক্ষুধা ;

ইচ্ছা হয় ধরি' বক্ষে সেবি ও চরণ!
দুর্ম্মদ, এই কি মূর্ত্তি দেখি অকস্মাৎ!"
দুর্ম্মদ গম্ভীরভাবে করিলা উত্তর,—
"পিপাসার বিশ্বরূপ করেছ দর্শন
মহারাজ, বরে তাঁ'র; হেন ভাগ্য কা'র!
কি শক্তি দাসের তব ফুটাবে নয়ন।
দেবের আরাধ্যা দেবী, আরাধ্যা জীবের,
জড়েরে সে দেয় গতি, মৃতেরে জীবন,
এ জগৎ জড়পিণ্ড তাহার বিহনে।
চলিয়াছে শ্রান্ত রবি বিশ্রামের তরে.
চল দেব তৃপ্তমনে; চিন্তা নাহি আর,
দেবী যা'রে করে কৃপা অসাধ্য কি তা'র!"
এত বলি ধীরে ধীরে চলিল দু'জন,
শিকারসন্ধানে ছুটে শার্দ্দূল যেমতি
সন্ধ্যাবেলা' ছাড়ি শৈল সুপ্ত জনপদে।
সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ প্রকৃতিরঞ্জনে
মহিষী চঞ্চলমতী, শান্তির অঞ্চল
উড়িতেছে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত মিবারে।
সত্যবটে নহে পূর্ণ রবির অভাব
চন্দ্রোদয়ে;—ক্ষীণ হয় ঘন অন্ধকার,
শান্ত হয় ধরা, বহে শীতল সমীর।
রাহুর লোলুপ দৃষ্টি হইলে পতিত

কতক্ষণ থাকে বল চন্দ্রমার হাসি?
কতক্ষণ পারে শশী হিমধারাপাতে
তপ্ত ধরণীর বক্ষ করিতে শীতল?
সেই শান্তিময় হাসি গ্রাসিতে অচিরে
দুর্ম্মদের মন্ত্রমুগ্ধ মুন্দঅধিপতি,
ছুটিল পশ্চাতে তা'র গোপনে গোপনে,
রাহু যথা গ্রাসিবারে পূর্ণ সুধাকরে।
যাবৎ না করে গ্রাস বুঝেনা চন্দ্রমা
রাহুর আকাঙ্ক্ষা যথা, তেমতি চঞ্চল
পিতার কু-অভিসন্ধি বুঝিল না আর।
সেই লুব্ধগ্রাসে যেই ঘনান্ত তিমির
আসন পাতিবে ধীরে, ভীষণতা তা'র
করিবারে মনোহর পুণ্যছায়াদানে,
আরম্ভিল রণমল্ল রচিতে বিধান।
রুচিকর, তৃপ্তিকর, আপাতঃ মধুর
বিস্তারিলা মায়াজাল; হইল পতিত
মিবারপ্রকৃতিপুঞ্জ, ভাবিল সকলে
ধর্ম্মের কি অবতার নামিল ভূতলে।
রোগ যত বৃদ্ধি পায় রোগীর যেমতি
বাড়ে অজ্ঞানতা ক্রমে, ঘুচে সংজ্ঞা তা'র,
তেমতি মিবার সেই মোহমদিরায়
আত্মজ্ঞান, আত্মমান করি বিসর্জ্জন

নীরবে রহিলা শুধু অপেক্ষি মরণ।
সুযোগ বুঝিয়া মল্ল ভাবিলেন মনে
সুযোগ্য সেবকবৃন্দ থাকিলে স্বপদে
হবেনা অভীষ্টসিদ্ধি, কূটচক্রবলে
স্বজাতি-বিদ্বেষবহ্নি চঞ্চলের মনে
জ্বালাইলা, রাণী তথা লাগিলা জ্বলিতে
চিতোর ধ্বংশের পথ করিতে প্রসার।
বংশখণ্ডসমুদ্ভূত অনল কেবল
ভস্মিয়া সে বংশে তৃপ্ত হয়না কখন,
বনস্থলী ভস্মস্তূপে করে পরিণত।
নামমাত্র রাণী আজি মুকুল জননী
মিবারে, জনক তাঁ'র যোগ্য প্রতিনিধি।
জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে মল্ল রাণী চঞ্চলের
আরম্ভিলা রাজআজ্ঞা করিতে প্রচার,
কা'রে পদচ্যুত, কা'রে কারারুদ্ধ করি।
বুঝি বিজ্ঞজন পাপঅভিসন্ধি তা'র
অন্তরে হইল দগ্ধ, ভুজঙ্গ যেমতি
রুদ্ধবীর্য্য, রাজদণ্ড সহিলা নীরবে ;
কেহ করে পদত্যাগ রক্ষিতে সম্ভ্রম।
চিতোরের রাজপদে স্বজাতি রাঠোর
করিলেন প্রতিষ্ঠিত, নীতিবিশারদ
করিল স্বপক্ষগত চিতোরনিবাসী

যত কুলাঙ্গারগণে। কি ক'ব অধিক,
শোভিল সাদীর শিরে সামন্তউষ্ণীষ
বরে তাঁ'র, শৌণ্ডালয়ে কমলকানন।
ক্রমে ক্রমে মরুভূমি মারবার ত্যজি
স্বদলে রাঠোরবৃন্দ লাগিলা ছুটিতে
চিতোরে, হরিৎক্ষেত্রে পঙ্গপাল যথা।
এরূপে স্বজাতি সংখ্যা হইলে বর্দ্ধিত,
নবশক্তি অঙ্কুরিত হ'ল মুন্দেশের।
মুকুলে করিয়া কোলে বাপ্পার আসনে
বসেন কখন তিনি, ক্রীড়াচ্ছলে কভু
মুকুট পরেন শিরে, রাজদণ্ড করে;—
মিবার-বিজয় যেন ঘোষিছে নীরবে।
উদয়গিরির বক্ষে করি পদক্ষেপ
সূর্য্য যথা শীর্ষদেশে করি আরোহণ
সর্ব্বাগ্রে জ্বালায় তা'রে দাবাগ্নি স্বরূপে,
তেমতি রাঠোরপতি চিতোরবাসীর
সহায়ে বাড়ায়ে শক্তি লাগিলা প্রথম
শোষিতে শোণিত সেই বিমুগ্ধ প্রজার;
তরুণ অরুণালোকে পূর্ব্বাশা যেমন
হাসে আগে স্বর্ণরাগে, তেমতি আবার
ঢাকে সেই হাসিমুখ তিমিরে প্রথম।
পড়িল বিষাদছায়া মিবারের বুকে,

পলে পলে ঘনতর হয়ে অন্ধকার
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিল তা'র। বুঝিয়া সুযোগ
সদর্পে দস্যুর দল হইল বাহির ;
কা'রো ধন, কা'রো মান, কাহারো জীবন
হরিতেছে অবহেলে ; উঠিল জাগিয়া
সুপ্তগৃহী, আর্ত্তনাদ উঠিল চৌদিকে,
করিল ভীষণতর ভীষণ নিশায়।
কে রক্ষিবে তা'রে আজি ? কে লয় সম্বাদ ?
আছে রাণী—পিতৃকোলে ঘুমায় আরামে,
আছে রাজ-পরিষদ—রাঠোরপতির
ক্রীড়াভূমি, ক্রীড়নক সদস্য তাহার।
তাহার সন্তোষতরে ধরে তা'রা প্রাণ,
শঙ্কিত সতত কবে হারায় সোহাগ।
আবরণ রূপে তা'রা দাঁড়াইলা মাঝে,—
দূরে রাখি আর্ত্তনাদ আকৃতি কেবল
দেখা'য়ে ছলিতে যথা মন্দিরস্থজনে
শোভে স্ফটিকের দ্বার,—নাহি শুনে যেন—
প্রজার মর্ম্মের ব্যথা, কাতররোদন,
দৈববশে রাণী যদি জাগে অকস্মাৎ।
পিতা আর নেতা দুই হ'য়ে একপ্রাণ,
চঞ্চলের কারাগার করিলা নির্ম্মাণ।

দশম সর্গ

মারবার মরুভূমি আজি রত্নাকর,
সৃজিয়াছে রমা তাঁ'র কমলকানন ;—
মিবার-নন্দনবন হয়েছে শ্মশান !
দুঃখের ভীষণমূর্ত্তি দুর্ভিক্ষরাক্ষসী.
শ্মশানবাসিনী যথা নৃমুণ্ডমালিনী
এলোকেশী দিগম্বরী বিকটবদনা,
নাচিছে তাণ্ডবনৃত্যে বিলোলরসনা,
অট্টহাসে হাহাকারে পূরিয়া গগন।
সেই শ্মশানের মাঝে জ্বলন্ত শ্মশানে,
না জানি কাহার প্রেমে, কাহার আহ্বানে
বিলাস ঐশ্বর্য্যভোগ করি পরিহার
কোন্ সাধনার ব্রত করিয়া গ্রহণ,
উপবিষ্ঠ বীরাসনে রণবীরসিংহ।
সংযত সাধকবর ধ্যাননিমগন,
করিতে সঙ্কল্পচ্যুত রাঠোরনিকর,
কেহ ধন, কেহ মান, কেহ উচ্চপদে
সজ্জিত করিয়া ডালা মানসমোহন
বীরের নয়নপথে ঘুরিছে নিয়ত।

সাধকের প্রাণপ্রিয় সাধনার কাছে
ধূলি হ'য়ে স'রে যায় বসুধা আপনি।
ঘনকৃষ্ণ ঘনঘটা সজ্জিত গগনে,
ভীষণ তামসী নিশা বিষাদমলিন,
শুধাইলা রণচণ্ডী রণবীরসিংহে।

চণ্ডী—বীরবর, কেন আজি এত চিন্তাকুল,
ঝটিকার পূর্ব্বক্ষণে মহাসিন্ধু যথা
স্থির অচঞ্চল, হৃদে তরঙ্গ বিশাল
সুযোগ খুঁজিয়া ঘুরে লঙ্ঘিতে সৈকত;
গম্ভীর প্রকৃতি যেন প্রতিচ্ছায়া তব।

রণ—মিবারের প্রতিকৃতি হয়েছে চিত্রিত
বিশাল প্রকৃতিবক্ষে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে
পড়িয়াছে প্রিয়তমে ছায়ামাত্র তা'র!
এই যে প্রকৃতি চির শান্তির নিলয়,
তপ্ত হ'য়ে রবিকরে হয়েছে উদ্যত
উৎপাটিতে প্রভঞ্জনে মহামহীরুহ—
আপন গৌরবস্তম্ভ, তেমতি মিবার
রাঠোরের অত্যাচারে বিপক্ষে রাণার
ছুটিবে ঝঞ্ঝার মত শঙ্কা করি মনে!

চণ্ডী—হেন পাপকথা আজি হইল শুনিতে
তব মুখে! কি বলিলে, কাঁপিতেছে বুক!
যেই দেশে নরদেহে সাক্ষাৎ দেবতা

নরপতি; ধর্ম্মরূপে, পিতৃরূপে যাঁ'রে
পূজে নিত্য প্রজাকুল করিয়া আরতি,
রাজদ্রোহ মহাপাপ সম্ভবে তথায়!
জ্বলিবে দাবাগ্নিশিখা কমলকাননে!

রুণ—কোথায় সে দেশ চণ্ডি, কোথায় সে দেশ!
বিনষ্ট ধনের গর্ব্বে দৈন্য নাহি ঘুচে।
কোথায় দেখিলে তুমি কমল-কানন?
আগুন জ্বালায়ে দিলে সাগরেও জ্বলে,
জ্বলিবে না শুষ্ক বন! জড়ে ও চেতনে
সর্ব্বত্র রয়েছে তাপ, জ্ব'লে উঠে সব
জ্বলিবার কাল যদি হয় উপস্থিত।
বিধির কি বিধাতার নাহি সাধ্য কা'রো
রাখিবে রোধিয়া তা'রে; দেখ নাই তুমি
পেষণে অনল ঝরে পাষাণের গায়?
একের আনন্দ বাড়ে করি নিষ্পেষণ,
তীব্র যাতনায় উঠে জ্বলিয়া অপর
অকস্মাৎ, নাহি গণে ভূতভবিষ্যৎ।
দেখেছ সুনীলসিন্ধু কতই আদরে
বহে রম্য জলযান;—ঝঞ্ঝাবায়ু যবে
আক্রমিয়া বক্ষ তা'র করে বিদীরণ,
বিদ্রোহ ঘোষণা করি শান্ত পারাবার
বিচূর্ণিত করে তরী—মস্তকভূষণ।

এতই বিশ্বাস কেন মিবারে তোমার?
চণ্ডী—কেন করি অবিশ্বাস? যা' কহিলে নাথ,
নহে কি অযথা নিন্দা? দোষী কি মিবার?
জন্মাইয়া দিল যা'রা এ' চিত্তবিকার,
নহে রাজদ্রোহী তা'রা, নরকের কীট?
না দমি' রাঠোরদলে কেন প্রজাকুল
এ হেন কলঙ্কডালি লইবে মাথায়?
শরসন্ধানীরে ছাড়ি শরধিরে রোষ!
রণ—কে করে সন্ধান তা'র? কোথা সে সুযোগ?
নাহি মানে যুক্তিতর্ক জ্বলন্ত অনল,
ধরে সর্ব্বনাশীরূপ, হারায় বিবেক।
অজ্ঞসাধারণ বুঝে রাজ্যের ভিতরে
রাজার ইঙ্গিত বিনা তৃণ নাহি ন'ড়ে,
অনুগ্রহ, কি নিগ্রহ সবি ইচ্ছা তাঁ'র।
বুঝে কি তাহারা চণ্ডি, বুঝিবে সম্ভব,
রাণার অজ্ঞাতে হয় এত অত্যাচার।
চণ্ডী—তা'রা কেন নাথ, বল তা'রা কেন নাথ,
স্বপ্নেও ভাবেনি দাসী অজ্ঞাতে রাজার
সহিছে নিরীহপ্রজা হেন উৎপীড়ন!
প্রজা কি রাজার নাথ, বিলাস-সম্ভার?
রণ—বিলাস-সম্ভার আজি,—করিও না রোষ,—
রাজভ্ নারীর, তিনি বদ্ধ অন্তঃপুরে,

শাসিছে মিবাররাজ্য কুটুম্ব তাঁহার,
অর্থলোভী, স্বার্থপর; শলভের মত
লুণ্ঠিতেছে শস্যরাজি কে রক্ষে কাহারে!

চণ্ডী—রাণীর কি অবরোধ! সহস্র হৃদয়
যা'র বিচরণক্ষেত্র, তা'রো অবরোধ!
কি কথা কহিলে নাথ, পারিনা বুঝিতে;
কিবা নারী, কি পুরুষ,—রাজার কি জাতি!
আমি বুঝিতেছি রাজা রাজঅনুষ্ঠান,
নারীর কি নাহি ধর্ম্ম, নাহি কি হৃদয়?

রণ—রাজা রাজঅনুষ্ঠান নাহিক সংশয়,
মানুষে আশ্রয় করি দেয় পরিচয়।
শক্তিভেদে কর্ম্মভেদ রয়েছে নিয়ত,—
তরু ধরে গুরুভার লতা নাহি পারে।
সকলের আছে ধর্ম্ম—বিভিন্ন আকার:
সকলের আছে হৃদি—বৈষম্য বৃত্তির।
নারী তুচ্ছ নহে, নারী সোনার শৃঙ্খল;
উদ্দাম, উদ্‌ভ্রান্ত নরে করিয়া বন্ধন
রক্ষিবে বিধির সৃষ্টি,—নারীধর্ম্ম তা'র।
কখন নির্ঝর কভু নদী বেগবতী—
তরল হৃদয়খানি বিলাইয়ে পরে,
নর্ম্মদার মত নারী শিলাবক্ষ'পরে
সাজা'য়ে মোহন কুঞ্জ শীতল, শ্যামল.

নে'চে গে'য়ে চ'লে যা'বে অনন্ত সাগরে,
এই তা'র নারীধর্ম্ম, এই তা'র দান।
অপক্ক, অপূর্ণ শক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ, জ্ঞান,
বৈভব সম্ভার যত মন্থিয়া সংসার
পুরুষ আনিবে গৃহে, রমণী আগ্রহে
সাধিবে পূর্ণতা তা'র, করিবে পোষণ,
কারু যথা করে চারু খনির মাণিকে।
এই তা'র নারীধর্ম্ম পবিত্র-উজ্জ্বল।
নারী সঞ্জীবনীসুরা শক্তিবিধায়িনী,
যোদ্ধা নর এই বিশ্ব-সমর-প্রাঙ্গণে,
হাসেন বিজয়লক্ষ্মী মিলনে দোঁহার।
নরের হৃদয়রাজ্য করিতে মধুর
নারীর মাধুরী আছে, সাম্রাজ্যশাসন
কঠোর নরের ধর্ম্ম, নারীধর্ম্ম নহে;—
কোমল করিবে তা'রে রমণী কেবল।

চণ্ডী—এই শুধু নারীধর্ম্ম! মুক্ত অসিকরে
কর্ম্মদেবী আদি পূর্ব্ব আর্য্যনারীগণ
রণরঙ্গিণীর বেশে নাচেনি সমরে?
ধরেনি শাসনদণ্ড প্রচণ্ডপ্রতাপে?

রণ—যুঝিয়াছে, শাসিয়াছে, কালের শাসন
মানিয়াছে; নারীজন্মে আছে একদিন—
সে রুদ্র মুহূর্ত্ত এক, ভ্রুভঙ্গে নারীর

ভয়ত্রস্ত মহাকাল দাঁড়ায় বিস্ময়ে।
আজন্ম রচিত তা'র শান্তিকুঞ্জমাঝে
দেখে যদি অত্যাচার, সেই দিন নারী
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী ভৈরবী ভীষণা।
সেই একদিন শুধু—চিরধর্ম্ম নহে।
মিবারেও সেইদিন ফিরিবে আবার।

চণ্ডী—মিবারেও সেই দিন ফিরিবে আবার!
এতই পতিত, হীন মিবারসন্তান!
কেন এ দুর্গতি তা'র হ'ল অকস্মাৎ?

রণ—অমৃতেই হলাহল হয়েছে উদ্ভব!
জান তুমি, রাজসেবা ধর্ম্ম মিবারের।
মিবার বুঝেছে সার রাজা নরদেব,
ধরে শিরে রাজবিধি আশীর্ব্বাদরূপে
নির্ব্বিচারে, অমঙ্গল শঙ্কা নাহি করে।
নীতিজ্ঞ মুন্দেশ তাহা বুঝিয়াছে বেশ,
সে সুযোগে রাজনাম করিয়া আশ্রয়
সর্ব্বস্ব করেছে ক্রয়; ঘটিয়াছে তাই,
রাজার, রাজ্যের এই লাঞ্ছনা ভীষণ।

চণ্ডী—মুন্দেশ, মুন্দেশ তুচ্ছ, এত অত্যাচার
করিবে গিহ্লোটরাজ্যে সম্ভবে কেমনে?
কোথা গেল মিবারের দুর্ব্বার প্রতাপ?

রণ—কর্ত্রী যদি করে বাধা কি সাধ্য নরের

তাহার অরণ্যরাজ্যে করিবে প্রবেশ।
জীবের যে দুর্ব্বলতা আছে চিরদিন,—
ভুলে লোভে, ভুলে মোহে; ক্ষুদ্র মানবের
কি শুভ মাহেন্দ্রযোগে জানিনা প্রথম
ক'রে ছিল কোন্ করী আত্মসমর্পণ।
মহত্ত্ব সরিয়ে যায় দাসত্বগ্রহণে,
অধম জীবনসূত্র করে সে আশ্রয়;
আপনার দুঃখদৈন্য করিয়া বিভাগ
খুঁজে সুখ, করে চেষ্টা দলপুষ্টিতরে।
ধ'রে দেয়, সেই করী মাতঙ্গ স্বাধীন,
মানবে করিয়া পৃষ্ঠে বনরাজ্য তা'র,
করে রম্য লোকালয়; অবশেষে হায়,
একটী মানব শাসে অরণ্য ভীষণ!

চণ্ডী—মুন্দেশ শাসিছে দেশ! হা কি লজ্জা নাথ,
বাপ্পার জনমভূমি রাঠোরের দাসী!
হইয়াছে রক্তহীন মিবারসন্তান?
নাহি কেহ করে তা'র জীবনী সঞ্চার?
এই ছিল ভাগ্যে তোর দুঃখিনী মিবার!

রণ—বিঁধে যা'ক্ বিঁধে যা'ক্ মরমে মরমে,
পূর্ণ হোক্, ভেসে যা'ক্ শুপ্তহ্রদিতল।
আপনি কাটিবে পথ, আপনি ছুটিবে
অতিক্রমি শত বাধা, সেই দুঃখস্রোতে

মিবারের দগ্ধবক্ষঃ উঠিবে হাসিয়া ;—
শত বরষার ধারা আবিল, পঙ্কিল
ভরি' বক্ষে নির্ঝরিণী ফাটিলে যেমতি
লভে শুষ্ক বনস্থলী নবীন জীবন।
আপনি না কাটে যদি আপনার পথ
কা'র সাধ্য সে দুঃখের করিবে মোচন।

চণ্ডী—ক্ষম নাথ, সাধ্যাতীত কি আছে জগতে।
রাজা যায়, রাজ্য যায়, যায় প্রজাকুল,
সাধের জনমভূমি যেতেছে ভাসিয়া
স্রোতে আবর্জ্জনাসম ; যথাশক্তিবলে
না করিয়া গতিরোধ রহিব চাহিয়া ?
কর আজ্ঞা, যা'ব আজি রাণীমা'র পদে,
দেখিব কি আছে ভাগ্যে, ভাগ্যে মিবারের।

রণ—থামাও আবেগ চণ্ডি, থমাও আবেগ,
দেখ আগে বর্ত্তমান ; কি আছে তোমার ?
ধর্ম্মাসন রাঠোরের বিপণি বিশেষ,
রুদ্ধ রাজদ্বার, বল কোথায় যাইবে ?
কোন্ প্রতীকারআশে ? লোষ্ট্রনিক্ষেপণে
ভাঙ্গিতে করেছ সাধ পাষাণকপাট !
কাতর ভিক্ষার দিন হয়েছে অতীত।

চণ্ডী—তবে কি করিব নাথ, দেখিব নীরবে—
ডুবিবে মিবার পূর্ণ দুঃখের সাগরে !

নাহি কোন কর্ণধার করিবে উদ্ধার ?

রণ—যতক্ষণ ভাসে তরী লাগে কর্ণধার।
অকূল সমুদ্রগর্ভে ডুবিলে তরণী,
আপনার বাহুবল, দূরতরুশির
নিমগ্নে তরঙ্গমুখে বাঁচায় কেবল ;
তখন ধরিতে হয় যে যাহার হাল।
নাহিক এ বিশ্বে হেন সুদক্ষ নাবিক
কূলে নিবে স্রোতোধীন সহস্র জীবন।

চণ্ডী—সত্যই কি মিবারের ডুবেছে তরণী !
অবশেষে এই কথা শুনালে দাসীরে !

রাণী—শান্ত হও, সুখী হও, মিবারসন্তান
বুঝেছে ডুবেছে তরী, বুঝেছে এখন--
রম্য উপকূলসম ঐ যে রাঠোর
হাসিছে কৌতুকে দেখি দুর্গতি, লাঞ্ছনা ;
অতিক্রমি ঊর্ম্মিরাশি আত্মবলে তা'র
দাঁড়াতে না পারে বক্ষে, নাহিক উদ্ধার।
মানুষ যখন দেখে আত্মঅবনতি,
দাঁড়ায় সে উন্নতির প্রথম সোপানে।
মানুষ যখন বুঝে জীবন কি ছার,
তখনই হয় তা'র জীবনীসঞ্চার।
মানুষ যখন হেরে নাহি তা'র কিছু,
হেসে লক্ষ্মী বলে 'বাছা, ফিরে চাও পিছু'।

হইয়াছে পূর্ণ ভাটা বুঝেছে মিবার,
কালের অজেয় সত্য নিকটে জোয়ার।
মৃত্যুর দশমীদশা বুঝেছে মিবার,
কালের অমোঘ সত্য পুনর্জন্ম তা'র।

চণ্ডী—জয় হোক্! জয় হোক্! আশ্বাস তোমার
হোক্ দৈববাণী সম সত্য সুনির্ম্মল।
কি মধুর সুধাজ্যোতিঃ করিলে বর্ষণ
আঁধার হৃদয়কক্ষে! দীপাধার যথা
অপরে ধরিয়া আলো থাকে অন্ধকারে,
কেন নাথ, মগ্ন তুমি চিন্তায় মলিন!

রণ—রাজদ্রোহ ভাবি শুধু হয়েছি আকুল!—
আত্মদ্রোহে-রাজদ্রোহে নাহি কোন ভেদ।
দু'টিই দেশের অতি অকল্যাণকর,
দু'টিই দেশের শক্তি করে ক্ষীণতর।
মিবার করিবে চেষ্টা মুকুটরক্ষার,
ঘটিবে প্রমাদ নতু, পড়িবে ভাঙ্গিয়া
যেই প্রাসাদের ভিত্তি করিবে স্থাপন।
সমাজের মেরুদণ্ড রাজাই কেবল।

চণ্ডী—কি বলিলে বিজ্ঞবর! তবে কি মিবার
পারেনি চিনিতে আজো পন্থা আপনার?
নাহিক আলোকস্তম্ভ, ঘুরে অন্ধকারে!

রণ—বড় সাধ প্রিয়তমে, দেখাইব পথ,

চন্দ

বড় সাধ সঁপে দিব এই তুচ্ছ প্রাণ
মিবার-উদ্ধারব্রতে, রাণার কল্যাণে।

চণ্ডী—ধন্য হও পুণ্যব্রত করিয়া গ্রহণ।

একাদশ সর্গ।

কাঁদায়ে চলিয়ে যায় আঁধার রজনী ;
অগ্নিকুণ্ড ভরি বুকে তপ্ত দিবাকর
আসে মুছাইতে অশ্রু সহস্রেক করে।
যে জন সন্তপ্ত নহে, সন্তাপিত জনে
পারে না বুঝিতে, দৈন্য করিতে মোচন।
তাপিতের তপ্ত শ্বাসে হইলে মিলিত
একটি নিশ্বাস উষ্ণ, তাহার অন্তরে
যে শান্তি বরষি যায়, বসন্ত-মরুত
কুসুম-সুবাস ঢালি পারে কি তা' দিতে ?
নিরন্নের অন্নদাতা, বিপন্নবান্ধব,
অনাথের নাথ আজি রণবীরসিংহ
মিবারে, সর্ব্বস্বপণ করেছে তাঁহার।
ধরার কল্যাণে যথা ভানু মহীয়ান্,
কভু ঘনাবৃত কভু অনাবৃত হ'য়ে
প্রদক্ষিণ করে বিশ্ব, তথা রণবীর
দুঃখিনী মিবারহিতে সমর্পিয়া প্রাণ,
কভু ছদ্মবেশে, কভু স্বীয় বেশ পরি
চিতোরের প্রতিপল্লী লাগিলা ঘুরিতে।

যথা একাধিক লোক, রাজপীড়নের
চলিতেছে আলোচনা, প্রজার হৃদয়ে
বিধূমিত রাজদ্বেষ ছাড়িছে হুঙ্কার।
শিহরিল রণবীর, শিরায় শিরায়
ছুটিল যন্ত্রণাস্রোত, দংশিলে তক্ষক
ধমনীতে তীব্র বিষ সঞ্চরে যেমতি।
মর্ম্মাহত হ'য়ে বীর লাগিলা চিন্তিতে—
"কোথা মিবারের চন্দ, কোন্ অস্তাচলে!
তুমি সখা, তুমি বন্ধু, তুমি কর্ণধার
ছিলে যা'র, দেখ আজি কি দশা তাহার!
প্রাণের মুকুল তব, সাধের চিতোর
বিশুষ্কমলিনমুখ, দেখিবে না আর!
অজ্ঞাতে তোমার পাপ, আমি নরাধম
কলঙ্ক গিহ্লোটকুলে, নিঃসঙ্কোচে বসি
দেখিতেছি কত আহা দু'আঁখি মেলিয়া।
নাসিকা কুঞ্চিত করি, ঢাকি বস্ত্রাঞ্চলে
ফিরিয়ে দাঁড়াই যদি, কর্ত্তব্য আমার
হইবে কি সমুচিত? কি করিব আমি!
পীড়ন অধর্ম্ম যদি, সহিলে নীরবে
রৌরবে কি ডুবিবে না, এই রণবীর?
কিরীট শিশুর শিরে, জননী তাহার
মুন্দেশের মন্ত্রমুগ্ধ;—অজ্ঞ-সাধারণ

মুকুটে বিদ্বেষবহ্নি করিছে সংযোগ।
দলিত ভুজঙ্গসম তুলি ঊর্দ্ধফণা
দাঁড়াইলে প্রজাকুল কি হ'বে উপায়!
নহে অসম্ভব, চক্রী কূটচক্রবলে
প্রজাপক্ষসমর্থনে প্রসারিয়া বাহু,
মুকুলের রাজছত্র করিবে হরণ।"
মিবারের ভবিষ্যৎ ভাবি ধীরে ধীরে
চলিতেছে রণবীর, শুনি আর্ত্তনাদ—
দেখিলা পথের পার্শ্বে দরিদ্রকুটিরে
বক্ষে করাঘাত করি কাঁদিছে বালিকা,
ভুজঙ্গ পশিলে নীড়ে বিহঙ্গিনী যথা।
রাঠোরপ্রহরী এক ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
ত্যজিগৃহ, ক্ষতদেহ বরাহ যেমতি
আক্রমি সিংহীরে মদে ব্যর্থমনোরথ;
বহে অঙ্গে রক্তধারা—পাপের নিশান।
ব্যস্ত হ'য়ে বীরবর প্রবেশি কুটিরে
দেখিলা রমণী এক ভাসিছে রুধিরে,
ভাসে যথা ক্ষীণ শশী রক্তিম সন্ধ্যায়
আকাশে অস্তের কালে, বুকে বিদ্ধ অসি।
সযতনে বীরবর লইল তুলিয়া,
নয়ন মেলিল নারী, কহিলা কাতরে—
"রাজরোষে করি ভয় দীনের আলয়ে

না যায়, না শুনে কেহ দুঃখের কাহিনী
হে দয়াল, মৃত্যুকালে কে তুমি হে দেব,
এ জীর্ণ কুটিরে মোর দিলে দরশন।
অভাগী দুহিতা সহ করে অনশন
দিনত্রয়;—বিধাতার না পূরিল সাধ!
এইমাত্র রাজরক্ষী আসি অলক্ষিতে
আক্রমিল পশুবলে; এই অসি মোর,—
বিধির উপরে আজি বিধাতা আমার,
সর্ব্বক্ষুধা, সর্ব্বজ্বালা করেছে নির্ব্বাণ।"
বলিতে বলিতে সতী মুদিলা নয়ন।
ভরিল বীরের আঁখি, ফাটিল হৃদয়,
কোলেতে লইলা টানি মাতৃহীনা বালা;—
সঙ্গে করি তা'রে পথে হইল বাহির।
অদূরে শুনিলা পুনঃ ঘোর কোলাহল,
হাহাকার, হুহু করি হুঙ্কারে অনল,
শত রক্তজিহ্বা তা'র লিহ লিহ করি
প্রকাশিছে তীব্র ক্ষুধা, চক্রে চক্রাকারে
ঊর্দ্ধে ছুটিয়াছে ধূম, বিধাতার পদে
রাঠোরের অত্যাচার বিজ্ঞাপিতে যেন।
পুণ্যে যথা বাড়ে পুণ্য, পাপে তথা পাপ,
ছলনায় বাড়ে ছল, পীড়নে পীড়ন।
কামান্ধ রাঠোর সেই দুষ্কার্য্য আপন

লুকাইতে, আকর্ষিতে দৃষ্টি নগরীর
সৃজেছে এ অগ্নিকাণ্ড দরিদ্রনিবাসে।
মাতৃশব হেরি পুত্র জ্বলন্ত শ্মশানে
হয় যথা মর্ম্মাহত, হইলা তেমতি
রণবীর, তিতি বক্ষ ঝরে অশ্রুধারা।
খেদে অন্তর্যামীপদে কহিলা কাতরে—
"ফুরাইল, ফুরাইল জন্মের মতন!
আর দেখিব না হাসি মা তোর বদনে!"
চিন্তায় আকুল প্রাণ, শুনে অকস্মাৎ
রাজঅপবাদ শুধু করিয়া ঘোষণা
ছুটিয়াছে জনস্রোত ভীষণগর্জ্জনে,
ঝটিকা-তাড়িত ক্ষুব্ধ মহাসিন্ধু যথা
গ্রাসিতে নিদ্রিত ধরা। ভাবিলেন বীর—
"কি বিষম রাজপদ, বিপদভাণ্ডার!
দূর হ'তে সূর্য্যসম দেখায় উজ্জ্বল;—
জীবের জীবনভাণ্ড, বিশ্বের নয়ন,
ভিতরে আগ্নেয়গিরি—অনলের রণ!"
দাঁড়াইলা স্থিরচিত্তে সরসীর তীরে
তরুমূলে, শুধাইলা ক্ষিপ্ত একজন—
"কেনগো বৃক্ষের তলে রয়েছ লুকায়ে.
রাজপারিষদ তুমি?

রণবীর— মিবারসন্তান।

২য়—লগুড়ের কি মাহাত্ম্য !—পোষ্যপুত্র তা'র !
৩য়—পুত্র নহে, বর মূর্খ, দেখনা পশ্চাতে !
কন্যা এক ! ধরিয়াছ রাক্ষসবিধান ?
রণবীর—কুড়ায়ে পেয়েছি পথে।
৪র্থ— ঝরেছে বাতাসে !
তোমাদের ভাগ্যে সব ঝ'রে ঝ'রে পড়ে।
এত বলি দলেবলে আক্রমিল তাঁ'রে,
মধুচোর ভ্রমে যথা নিরীহ পথিকে
আক্রমে গুঞ্জরি মধুমক্ষিকার দল।
বালিকা উঠিল কাঁদি, বিকট স্বপন
হেরি নিদ্রাতুর যথা, ধরিল জড়ায়ে
বীরকটি, ঝঞ্ঝাঘাতে ছিন্নমূল লতা
অসম্বিতে শালকাণ্ড জড়ায় যেমতি।
বিপদ গণিয়া মনে কহে রণবীর—
"থাম, থাম বন্ধুগণ, শুন মোর বাণী।
৫ম—পেয়েছি প্রাণের বঁধু বাহুর মাঝারে
দিই আলিঙ্গন আগে।
রণ— করিনা বারণ—
ব্যস্ত কেন, একা আমি, তিষ্ঠ ক্ষণকাল।
৬ষ্ঠ—তুলেছ অতিষ্ঠ করি, তিষ্ঠিব কেমনে !
রণ—কে করেছে ?
৭ম— স্বর্গ হ'তে পড়েছ খসিয়া !

জাননা কিছুই হায় কি শান্ত সরল !
দেখনা জ্বালায় রাজা, শ্মশানের ধূম !
রণ—রাজা ! রাজা ! সেই শিশু পঞ্চমবর্ষীয় !
ঘোষিয়াছ কীর্ত্তি যাঁ'র চন্দের শাসনে !
৮ম—পাষণ্ডের মুখে কেন সে পবিত্র নাম ?
চন্দহীন না হ'লে কি আসে অমানিশা ?
রণ—তবে কেন রাজনামে কলঙ্ক-অর্পণ ?
৯ম—চাহে না চন্দন।
রণ— কি কি ! অবজ্ঞা রাজার !
১০ম—রাজা মস্তকের ছত্র,—না বাড়িলে তাপ
কেন বৃথা বহি ভার ? শাস্ত্র রাখ তব।
রণ—কি করিবে অন্নহীন কাঙ্গালের দল ?
১১শ—কি করিব ? বুঝিয়াছ শুকাব আমরা,
আমাদের অন্নে সব হবে লম্বোদর !
যে চাহে মরিতে তা'র অসাধ্য কি আছে ?
এত বলি আক্রমিতে করিলে উদ্যোগ,
ব্যস্ত হ'য়ে বৃদ্ধ এক ভেদি জনতায়
রণের চরণে পড়ি কহিলা কাতরে—
"আমরা চলেছি সব তোমার সন্ধানে,
চনেনি তোমায় প্রভু, ক্ষম অপরাধ।"
অমনি উঠিল ধ্বনি কাঁপায়ে অম্বর—
"রাজা হও, পূজা লও, কর প্রতীকার।"

চন্দ

রণ—ক্ষান্ত হও, মহাপাপ, ব'লোনা তেমন ;
আমাদের আছে রাজা মঙ্গলনিদান।
দেবতাও মানে রাজা ; পশু, পক্ষী, কীট
মানে রাজা ; রাজদ্রোহী হইবে মানুষ ?
বিদ্রোহে পায়না লোপ উপদ্রবরাজি,—
উড়ে যায় কণা কণা উত্তপ্ত সলিল।
রাজা আলোকের স্তম্ভ সংসারসাগরে,
সুদিনে-দুর্দ্দিনে লক্ষ্য রাজাই কেবল।
সুখদুঃখ রাজা কিছু করে না রচনা,
ধরে বক্ষে প্রতিচ্ছায়া দর্পণের মত।
রাজার বিপক্ষে কেন করেছ উত্থান ?
কি সম্পত্তি রাজা কা'র করেছে হরণ ?
ক্ষেত্রে ফলে শস্য পূর্ব্বে ফলিত যেমন,
আকরে জন্মিছে রত্ন পূর্ব্বের মতন,
তবু তোমাদের মুখে কেন হাহাকার ?
ছিল না লক্ষ্মীর বেদী প্রতিগৃহতলে ?
কামধেনু মিবারের চুষি দুগ্ধরাশি
পুষ্ট করে কলেবর ভুজঙ্গ ভীষণ,—
আবদ্ধ তোমরা বৎস মোহের শৃঙ্খলে,
মরিতেছ ; স্তন্যহীনা নহে গো জননী।
আচ্ছন্ন শৈবালতৃণে এই যে সরসী—
ভাসে নাই বক্ষে তা'র শ্বেত শতদল,

হেরিয়া পথিক তপ্ত ভুলে নাই তৃষা
এই স্থানে একদিন? কেন এ দুর্দ্দশা?
এখনো রয়েছে তা'র বুকভরা নীর।
দেখনা কর্ত্তরীকরে সলজ্জ কৃষক,—
যেই তা'র পূর্ব্বস্মৃতি উঠেছে জাগিয়া,
নির্ম্মূল করিছে তৃণ ক্ষতকলেবরে?
ঐ দেখ, ঐ কোন্ হাসিছে আবার,
ক্রমে ছড়াইবে হাসি দেহময় তা'র,
আবার ভাসিবে হংস, হাসিবে নলিনী,
নবীন জীবনীশক্তি হইবে সঞ্চার।
"রক্ষিবে যে ভুঞ্জিবে সে" নীতি সনাতন
লঙ্ঘিয়াছ, তাই এই দুর্গতি-লাঞ্ছনা।
প্রতীকার পরে কা'র করেছে কখন,
প্রতীকার নিজহস্তে, নিজ মুষ্টিতলে
রহিয়াছে অলক্ষিতে;—মোহান্ধ তোমরা
ঘুরিতেছ দিগ্বিদিক্ হয়ে আত্মহারা,
কস্তুরী সন্ধানে যথা কস্তূরিকামৃগ।
জানা'ব সংবাদ চন্দে, চলেছি এখন
বলিব রাণীর পদে বিপত্তি তাঁহার,
আপন কর্ত্তব্যপথে হও অগ্রসর,
ট'লে যা'বে বিধাতার পুণ্যসিংহাসন।
শুনিয়া বীরের কথা ক্ষিপ্ত প্রজাকুল

হইলেন নতশির, জলধারাপাতে
যথা জ্বলোন্মুখশিখা, নমিয়া তাঁহারে
চলিল আপন গৃহে আনন্দিত মনে।

দ্বাদশ সর্গ।

নিঝুম নিশীথ রাত্রি, ধাত্রী ত্রিনয়না
নিরুদ্ধ নির্জ্জনকক্ষে ভাবিছে নীরবে ঃ—
"নই আমি রাজধাত্রী এই অন্তঃপুরে !
পবিত্র সে' নাম তবে করি কলঙ্কিত
কলঙ্কবারিণি শিবে ! কেন আজি বল
অয়ি মা চিতোরেশ্বরি, মুদি ত্রিনয়ন,
ছাড়ি দশ প্রহরণ ঘুমাও নীরবে !
দেখ না মা, দশদিকে দশাস্থ মেলিয়া
গ্রাসিতেছে দৈত্যসম দুরন্ত রাঠোর
তোমার বিহারক্ষেত্র সোনার মিবার।
জে'গে থাক, ঘুমে থাক, আছে অধিকার
এই সূর্য্যাকুলে মাতঃ, ডাকিতে তোমায়
বিপত্তির কালে সদা, তাই ডাকে আজি
দাসী তব ত্রিনয়না, ওগো ত্রিনয়নে।
জাগ মা, জাগ মা, হের অপাঙ্গে তোমার,
উত্তাল তরঙ্গে ডুবে গিহ্লোটতরণী।
যখন রাঠোরপতি করি প্রবঞ্চনা
চিতোরের রাশিচক্রে হইল সঞ্চার

রাহুরূপে ; জান তুমি, রাণীর চরণে
মিনতি করিনু কত গ্রহশান্তি-আশে।
হা মাতঃ, অনলমুখী পতঙ্গের মত
মানিল না কোন বাধা পুড়িতে কেবল।
দেখিবার বাকী বল কি আছে আমার !—
বাপ্পার কিরীট শোভে রাঠোরের শিরে
দেখিলাম, দেখিলাম রাঠোরের করে
গিহ্লোটের রাজদণ্ড, অখণ্ডপ্রতাপ !
নির্ব্বাসিত চন্দ, হত সহোদর তা'র
রঘুবীর, পাপাত্মার কূটচক্রবলে
নির্ব্বাসিত রণবীর, যত কুলাঙ্গার
কলঙ্কিত করে পূত মিবারের নাম।
কবে পূর্ণগ্রাস হ'বে চণ্ডাল রাহুর
কহ না চণ্ডিকে তুমি, কেবল মুকুল
আছে আর, শেষ লক্ষ্য সেই বুঝি তা'র !
কহ মাতঃ, স্তন্যদানে বাড়াইনু তা'রে
মেষশাবকের মত দিতে বলিদান
অবশেষে ! এই শেষ কর্ত্তব্য ধাত্রীর !
একান্ত সেবিকা তব মাতঃ, এ মিবার,—
পদে যা'র রুদ্র মরু ; শিয়রে যাহার
রুদ্র শৈল ; রুদ্র সিন্ধু করিছে গর্জ্জন,
রুদ্রতালে নাচে নিত্য কর্ণমূলে যা'র,

চির-জাগরণবার্ত্তা করিয়া ঘোষণ ;
হা কি লজ্জা! ঘোর সুপ্তি তা'র বক্ষঃস্থলে!
তা'র বুকে মেষবৎ ঘুমায় সন্তান!
সম্ভবে কি জীবে হেন প্রকৃতিবিরোধ?
জাগ ভীমা ভয়ঙ্করী, জাগাও হুঙ্কারে,
ভেঙ্গে দাও মোহনিদ্রা ভীম পদাঘাতে,
দাসীরে দাও মা শক্তি, শক্তিস্বরূপিণি,
আবার করিব যত্ন, আবার যাইব
প্রভাতে রাণীর পদে, বুঝা'ব তাঁহারে
কি বিষম সর্ব্বনাশ তোরণে তাঁহার।
না মানে, করিব পণ এই তুচ্ছ প্রাণ—
রক্ষিতে বক্ষের ধন ; শ্রীমন্তে যেমন
রক্ষিলে মশানে, রক্ষ দাসীর মুকুলে
দক্ষসুতে! প্রাতে কেন? এই যে রজনী—
হত্যা, হিংসা, অত্যাচার অঞ্চলে যাহার
রাখে নিত্য ; কে বলিবে, সেই অস্ত্র তা'র
না হানিবে এ নিশায় মুকুলের শিরে!"
এই চিন্তা করি ধাত্রী খুলিয়া কপাট
চলিলেন চঞ্চলের শয়নমন্দিরে।
হঠাৎ পড়িল চক্ষে মন্ত্রণা-আগারে
একটি গবাক্ষ, মুখ করি প্রসারিত,
তৃষিত রসনাসম আলোকের রেখা

করিয়াছে বিনির্গত আঁধার-সাগরে ;—
নাহি মানবের শব্দ, নিস্তব্ধ নির্জ্জন !
ভাবিলেন ত্রিনয়না—"গভীর নিশায়
কি ঐ আলোকরেখা করে অন্বেষণ !
একি ! কোথা গেল ! কেন নাহি দেখি আর !
চকিতে লুকায় কেন ! রাজমুকুটের
মূলোচ্ছেদ-পন্থা কি সে করিছে সন্ধান !
বাপ্পার উদ্যান বুঝি এত দিন পরে
মরুমরীচিকাময় বালুকার স্তূপে
গেল ঢাকি ! ফুটিল না মুকুল তাহার !
দূরস্থ পথিক যথা নিজগৃহচূড়ে
করি অগ্নি অনুভব, উদ্বিগ্ন মানসে
পুরীমুখে উর্দ্ধশ্বাসে হয় অগ্রসর
লক্ষ্যহীন পদক্ষেপে, তথা ত্রিনয়না
ছুটিলেন চঞ্চলের শয়ন-কুঠিরে ।
কতদূর গেলে ধাত্রী ডাকিল প্রহরী—
"কে তুমি ? কি নাম তব ? চলেছ কোথায়
গভীর নিশীথে হেন ?

ধাত্রী— কে তুমি হেথায়,
আছ তস্করের মত ঘন অন্ধকারে ?
এই নিষ্কোষিত অসি—কহ সত্য কথা ।

প্রহরী—প্রহরী, প্রহরী আমি, অন্য কেহ নই ।

ধাত্রী—রাঠোর! রাঠোর দেখি! কিসের প্রহরী?
প্রহরী—মুন্দেশ করেছে আজ্ঞা গোপন-সন্ধানে
দেখিতে, আসে কি কেহ রাণীর মন্দিরে।
ধাত্রী—ধন্য তুমি, উপযুক্ত প্রহরীই বটে।
প্রহরী—তোমার ভৈরবী মূর্ত্তি হেরিয়া জননি,
ভুলেছি কর্ত্তব্যজ্ঞান, আতঙ্কে কাঁপিছে
এখনো আমার হিয়া, দেখি অন্ধকার!
কোন্ দেবী কহ তুমি পরিচয় দাসে।
ধাত্রী—পরিচয়ে ব্যস্ত কেন? বলিব এখনি
মুন্দেশ্বরে।
প্রহরী— অধমেরে করি আশীর্ব্বাদ
যাও মা তোমার পথে, করি না বারণ,
পরিচয়যোগ্য যদি নাহি ভাব দাসে,
কি ফল হইবে দীনে করি অন্নহীন,
প্রসীদ মা।
ধাত্রী— ক্ষমাভিক্ষা মাগিছ এখন!
করি ক্ষমা, চল সঙ্গে রাণীর প্রাসাদে।
প্রহরী—প্রস্তুত রয়েছে দাস, যে আজ্ঞা জননি,
দাসের জীবনবৃন্ত মা' তোমার করে।
রাঠোরপ্রহরী সহ রাণীর আবাসে
আসিলেন ত্রিনয়না। আকুল অন্তরে
মহিষী চঞ্চলমতী শুধাইলা তাঁরে—

"একাকিনী কেন সতী এ নিশীথকালে" !

ধাত্রী—নহে একা, শান্ত হও, কহিব এখনি।

চঞ্চল—কে ঐ পশ্চাতে তব ?

ধাত্রী— রাঠোরপ্রহরী।

চঞ্চল—রাঠোর, রাঠোর তুমি কিসের প্রহরী ?

প্রহরী—পালি তব পিতৃআজ্ঞা, রক্ষি রাজপথ।

ধাত্রী—যাও তুমি, কহ কোথা রাঠোরভূপতি।

প্রহরী—জননি, মন্ত্রণাগারে এই মাত্র জানি।

চলে রক্ষী বন্দি পদ, ভাবিলা স্বগত—

"পাইলাম রক্ষা আজি চামুণ্ডার বরে।

এ কি ভীমা ! কাঁপে হিয়া এখনো আমার !

মজিবে আপনি রাজা, মজাবে সকলে।"

ধাত্রী—কেন আজি রক্ষীশূন্য এ রাজভবন ?

চঞ্চল—অকারণ অর্থনাশ, পিতার আদেশ।

ধাত্রী—কেমনে পোষিবে নতু অগণ্য রাঠোর।

চঞ্চল—কোথায় রাঠোর এত ! দেখ কি স্বপন ?

ধাত্রী—স্বপ্নরাজ্যে করি বাস, কি দেখিব আর !

আছে তব পুরাতন রাজপারিষদ ?

চঞ্চল—রাজ্য কি চলিছে যন্ত্রে ?

ধাত্রী— ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরে !

তুমিই কি কর্ণধার রাজ্যতরণীর ?

চঞ্চল—কা'র কাছে প্রগল্‌ভতা ?

ধাত্রী— মুন্দ-দুহিতার !

চঞ্চল—রাজমাতা নহি আমি ! নহি আমি রাণী ?

ধাত্রী—শব্দহীন কণ্ঠ যথা, বধির শ্রবণ।

চঞ্চল—ক্ষিপ্ত তুমি ?

ধাত্রী— কর আশু ব্যবস্থাবিধান।

চঞ্চল—কেন বৃদ্ধা অকস্মাৎ হেরি ভাবান্তর ?

ধাত্রী—বৃদ্ধা আমি নহে আর, ফিরেছে যৌবন,
আবার চালা'ব তরী বসন্তের বায়,
—নির্ব্বাসিত রণবীর, রঘুবীর হত।

চঞ্চল—কি বল, কি বল সতি, শুনিলে কোথায় !

ধাত্রী—বলিয়াছে তুমি বিনে সমগ্র মিবার।

চঞ্চল—কোন্ দোষে ? কেন দণ্ড ? কাহার আদেশ ?

ধাত্রী—কর অজ্ঞতার ভাণ ?

চঞ্চল— ক্ষমা কর সতি,
কি হয়েছে, কেন বৃথা গঞ্জিছ আমায়।

ধাত্রী—ক্ষমা, ক্ষমা ! উপস্থিত প্রায়শ্চিত্তকাল,
করহ বিধান তার, ক্ষমাভিক্ষা পরে।
সোনার মিবারভূমি করেছ শ্মশান !
শান্তিহীন রাজ্য তব, অন্নহীন প্রজা,
বিধূমিত রাজদ্বেষ ;—রাঠোরপীড়নে
উঠেছিল ক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রজাপুঞ্জ যত,
তাপদগ্ধ বনে জলে দাবাগ্নি যেমতি ;

না থাকিলে রণবীর, এতদিনে সতি,
মিবারের রাজছত্র হ'ত ভস্মশেষ।
রাজ্যের কল্যাণে আর মুকুলমঙ্গলে
উৎসর্গ করিয়া প্রাণ, করি উৎসর্গিত
শেষ-কপর্দ্দক তা'র, উন্মত্ত প্রজার
সান্ত্বনা দিয়েছে হৃদে রণবীরসিংহ,
দাবদগ্ধ বনস্থলে জলধর যথা।
রাজ্যের বিপদ ঘোর বিজ্ঞাপিতে তোমা
উদ্যোগ করিল যবে সাধু রণবীর,
পাষণ্ড রাঠোরবৃন্দ, জনক তোমার,
রাজদ্রোহী বলি তা'রে মিথ্যা অভিযোগে,
অতর্কিতে করিয়াছে চিরনির্ব্বাসিত!

চঞ্চল—কি কহিছ তুমি সতি! শিহরে শরীর,
ঘুরিছে মস্তক মম। সহিল নীরবে
এ হেন অবৈধ দণ্ড রণবীরসিংহ?

ধাত্রী—বৈধাবৈধ নির্দ্ধারণ রসনার ক্রীড়া
নহে সতি, করে সদা শক্তিতে নির্ভর।
দণ্ডদাতা মুন্দেশ্বর, সবি বৈধ তাঁ'র,
সকলি অবৈধ আজি দণ্ডিত রণের।
শক্তি অনুসারে তাঁ'র দিয়েছে চাপিয়ে
শক্তিহীনে গুরুভার বৈধনীতি বলে,
ফে'লে দূরে রণবীর পাইলে নিষ্কৃতি,

হ'বে না অবৈধ-শক্তি প্রসন্ন হইলে।
শক্তিহীনে যেই দণ্ড অবৈধ কেমনে!
চঞ্চল—শক্তিহীন রণবীর! একি কথা কহ!
গিহ্লোটের পারিষদ নাই কিরে কেহ?
ধাত্রী—করিও না শেলাঘাত এ ছিন্ন হৃদয়ে,
দেখো'না জাগ্রতস্বপ্ন। থাকিলে গিহ্লোট—
উগারে শোণিতধারা মিবার-জননী
মুষ্টিমেয় রাঠোরের তীব্র পদাঘাতে!
চিতোরী রাঠোরকরে সতীত্ব হারায়!
মরুভূমে হাসে লক্ষ্মী, নন্দনে শ্মশান!
গিহ্লোট যাহারা ছিল গিয়েছে সমরে,
গিহ্লোট যাহারা ছিল আছে নির্ব্বাসনে।
রাঠোরের উদারতা করিতে প্রকাশ,—
গিহ্লোটের পারিষদ আছে কত জন
অজাগলস্তন যথা;—আছে তা'রা শুধু
পোষিত মাতঙ্গসম রাঠোরগৌরব
প্রকাশিতে, গুরুভার বহিতে মস্তকে,
সহিতে অঙ্কুশাঘাত, হইতে সহায়
স্বজাতিদাসের সংখ্যা করিতে বর্দ্ধন;
রক্ষিত ভুজঙ্গ কিম্বা যথা বাদিয়ার
অর্থউপার্জ্জনপথ করিতে প্রসার।
চঞ্চল—কি বল, কি বল সতি, হেন কুলাঙ্গার

সম্ভবে গিহ্লোটকুলে ! সম্ভবে কেমনে !
জানেনা তমসা সখী এই সর্ব্বনাশ ?
ধাত্রী—বুঝিতে না চাহে যেই কে বুঝাবে তা'রে।
রাঠোরের কুক্ষিগত সর্ব্বস্ব তোমার !
নিশীথে মন্ত্রণাগারে কেন যুদ্ধেশ্বর ?
যথা তুমি তথা সখী ;—তমসা তোমার
আকাশের পাখী, তুমি কূপের মণ্ডুক ;—
মর্ত্ত্যের নিশ্বাস নাহি বাজে কা'রো গায়।
তমসা স্বর্গের ফুল, স্বর্গের সৌরভ,
বায়ুভরে চলে, ধূলা লাগেনা অঞ্চলে।
সংসারে রয়েছে বটে নহে সংসারের,
স্বর্গের শিশিরকণা পদ্মপত্রে যথা।
কোন্ ফুল ফুটে কোথা, কোন্ দেবালয়ে
কখন আরতি হয়, কোথা নাহি বাতি
সে জানে সংবাদ তা'র, সে রাখে খবর
কোথায় সন্ন্যাসী থাকে, কোথায় অতিথি।
সে বুঝে সংসারে তা'র সকলি আপন,
পাপ নাই, পাপী নাই ;—কূটরাজনীতি
কূটমন্ত্র বুঝে কি সে সরলা রমণী ?
বিদ্যুৎ বলিতে পারে কোথায় অশনি,
কে মরে শুকা'য়ে কোথা জানে তা' শিশির।
সন্দেহ আমার বাক্যে কর যদি সতি,

গোপনে সন্ধান কর, থাক সাবধানে।
নিবেদিছে ত্রিনয়না চরণে তোমার—
প্রাণের মুকুলে কভু চক্ষের অন্তর
করো'না, যেও না তুমি মন্দিরবাহিরে।
হত রঘু, ত্যাজ্য চন্দ, মুকুল কেবল
বাপ্পার বংশের বাতি, রাখিও স্মরণ।
সাজিছে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা নিবাতে তাহারে,
করো' না আঁধার এই দুঃখিনী মিবার,
করো' না বিশ্বাস কা'রে—রাঠোরগিহ্লোট,
রাজপুরে যে গিহ্লোট রাঠোর-অধম,
কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী অরাতি তোমার;
প্রায় অবসান নিশি, চলিলাম আমি।"
এত বলি ত্রিনয়না রাণীর গোচরে,
চলিলেন নিজগৃহে স্তব্ধ রজনীতে,
কপাটে অর্গল আঁটি চিতোরের রাণী
মুকুলে করিয়া কোলে রহিল বসিয়া,
বাক্যশূন্য, সংজ্ঞাহীন, উন্মাদিনীপ্রায়।

ত্রয়োদশ সর্গ।

হরি, তুমি হর নিত্য ক্লীবের ক্লীবতা,
ঘুচাও দীনের দৈন্য, মুছাও নয়ন
তাপিতের ; তব নামে দুঃখ হয় সুখ।
দারুণ মর্ম্মের জ্বালা, তীব্র হাহাকার
তোমার নামের স্রোতে গিয়েছে ভাসিয়া
বিস্মৃতি সাগরমাঝে দুঃস্থ মিবারের।
হে গোবিন্দ, আজি তব বাসন্তীপূর্ণিমা ;
বরষে হীরকহাসি আকাশে চন্দ্রমা,
ডাকেনি এখনো পাখী, ফুটেনি কলিকা,
উঠেনি রবির রথ উদয়অচলে ;—
সৃজিয়াছে গৃহে গৃহে সীমন্তিনিগণ
বসন্তের কান্তিভরা জীবন্ত বাগান।
চলেছে উৎসবসজ্জা—কেহ বা আবীর
করিতেছে তরলিত, কেহ তুলে ফুল,
কেহ গড়ে জলযন্ত্র ; বস্ত্র-আভরণ
পরে কেহ, পরে কেহ কুসুমভূষণ ;
ললাটে সিন্দুর হাসে, পৃষ্ঠে নাচে বেণী—
কোটি খণ্ড হয়ে যেন আরক্ত অরুণ,

কোটি ভাগ হয়ে যেন প্রভাতসমীর,
কপাল চুম্বিছে কেহ, কেহ বা কুন্তল ;—
যথাযেতে ত্রিযামার এসেছে প্রভাত।
আজি ফাগোৎসব, আজি মহাপর্ব্বদিন—
নাহি লজ্জা, নাহি উচ্চনীচের প্রভেদ,
নাহি অবরোধপ্রথা ; রাজপথে আজি
কুলনারীকুল মিলি ঘুরিছে চিতোরে
দলে দলে, দলে দলে ঘুরিছে পুরুষ,
বালবৃদ্ধযুবা সবে বয়স্য যেমতি !
গোবিন্দের যত লীলা করে প্রদর্শন
স্থানে স্থানে। মাতৃবক্ষে পুত্ররূপে কোথা ;
কোথায় চলেছে গোষ্ঠে বেণু বাজাইয়া ;
কোথায় কদম্বডালে বাজায় মুরলী ;—
চলেছে ভাসিয়া কুম্ভ যমুনার জলে
নাহি লক্ষ্য, শুনে মুগ্ধা গোপবালাগণ !
দুলিছে দোলায় কোথা, কোথা রসরাজ
বসিয়াছে রাসচক্রে, রসবতীগণ
প্রদক্ষিণ করে তাঁ'রে নাচিয়া নাচিয়া ;
থরে থরে শোভে কুঞ্জ, কুঞ্জে কুঞ্জে ভরা
কোথা রাধা, কোথা শ্যাম, কোথা সহচরী ;
মান, অভিমান, সন্ধি, বিরহ, মিলন
অভিনয় করে রঙ্গে ; কোথা ধ্বংসলীলা।

সাজিয়াছে রণসাজে নরনারীগণ ;—
আজিকে বিজয়োদ্দীপ্ত গাণ্ডিবী যেমন
আক্রমিবে পাণ্ডুসেনা সহ নারীদেশ,
কিম্বা দৈত্যপুরে যেন রুদ্রাণী চণ্ডিকা
দেবশক্তি সহ মিলি ছাড়িবে হুঙ্কার।
এক পার্শ্বে বীরগণ বীরপরিচ্ছদে,
অন্য দিকে বীরাঙ্গণা রণরঙ্গে মাতি
দাঁড়ায়েছে শ্রেণীবদ্ধ ; নিদাঘে-বর্ষায়,
কণ্টকে-কুসুমে যেন বাধিয়াছে রণ।
কঙ্কন-কাঞ্চীর ধ্বনি, মঞ্জুল মঞ্জীর
রণবাদ্যরূপে বাজে রমণীশিবিরে ;—
মধুর মুরলীধ্বনি করি বীরগণ
করিছে চঞ্চল ঘন বিপক্ষহৃদয়।
নাহি অসি, নাহি শেল, নাহি শরাসন ;—
সুসজ্জিত জলযন্ত্রে তরল কুঙ্কুম,
গন্ধরাজ, কুন্দকলি, টগর, চম্পক
ছুটিতেছে মুহুর্মুহুঃ তীরের মতন।
কোথায় বড়বাপৃষ্ঠে বীরাঙ্গনাদল
অশ্বারোহী বীরবৃন্দে করে আক্রমণ,
নাদে শঙ্খ, হ্রেষে অশ্ব নাচিয়া নাচিয়া ;
নাহি শ্রান্তি, নাহি ক্লান্তি, নাহি অবসর ;—
হইতেছে রক্তবৃষ্টি, চলিছে সমর।

বহুদিন রক্তপান করি অস্ত্ররাজি
আজিকে করিছে যেন রুধির বমন।
উড়িতেছে বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া
তরল শোণিতমূর্ত্তি মেদমাংসহীন;
অথবা দুইটী দীর্ঘ লোহিত সাগরে
লোহিত তরঙ্গ যেন বসন্ত-পবনে।
ভীষণ সমরভ্রমে শকুনি-বায়স
উড়ে আসে, ফিরে যায় ভ্রষ্টমনোরথ।
পড়িয়াছে পক্ষগণ ঘোর সমস্যায়,
ভাবিছে কে কা'রে করে আত্মসমর্পণ,
কে কাহার কারাগার করিবে পূরণ।
রত্নগর্ভা মিবারের স্বর্ণহীরামণি
যুদ্ধের বিলাসস্রোতে চলেছে ভাসিয়া,
উদ্দাম, উদ্‌ভ্রান্ত সবে দিগ্বিদিকহারা।
দুরন্ত রাঠোরগণ দলে দলে মিলি,
যেখানে রমণীবৃন্দ ঘুরিছে তথায়
হতাশ্বাসে; চেয়ে আছে, নবকুশাঙ্কুর
বৃতিপরিবৃত হেরি বলীবর্দ্ধ যথা।
ফিরিতেছে রণচণ্ডী উৎসববাসরে
রাঠোরের গতিবিধি লক্ষিয়া নীরবে।
হেরিয়া দুর্ম্মদ তাঁ'রে ভাবিলা বিস্ময়ে—
"এই কি সে রণচণ্ডী! চণ্ডিকাই বটে!

রূপে রতি হারে, বীর্য্যে দেবসেনাপতি।
কি মূর্ত্তি! অনলগর্ভা সুবর্ণপ্রতিমা!
কিম্বা স্থিরসৌদামিনী! একি তেজস্বিনী!
যথা রণ, তথা চণ্ডী—অশনিবিদ্যুৎ,
মিবারজলদবক্ষে করিয়াছে খেলা।
নির্ব্বাসিত রণবীর, চন্দ মহাবল,
হত রঘু—বুঝিয়াছি মিবার আমার।
করিয়াছি সুরাসক্ত কামান্ধ কুক্কুর
মুন্দেশেরে,—বুঝিয়াছি মিবার আমার।
নাহি চিন্তা, নাহি ভয়, বাঁচিলে দুর্ম্মদ
ফুটিবে না ও মুকুল—মিবার আমার।
ভাবিনি রয়েছে গুপ্ত হেন বহ্নিশিখা,
সাধের সে মধুচক্র পুড়িতে আমার!
কি রমণী! নারী বটে রূপেই কেবল,
কা'র সাধ্য সে তড়িত করিবে পরশ!
সংঘর্ষে বাড়িবে তেজ, কি উপায় তবে?
শুনিয়াছি প্রেম শুধু নারীধর্ম্ম ফাঁদ,
সলিল শিলাই হোক্ গলে সূর্য্যকরে।
শিখিয়াছি কূটনীতি সমরকৌশল,
করিনি মন্ত্রীত্ব কিম্বা নেতৃত্ব কখন
প্রেমরাজ্যে, একবার দেখি পরীক্ষিয়া।"
এত ভাবি সেনাপতি লাগিলা ঘুরিতে,

কেতকীর গন্ধে যথা মত্ত মধুকর।
ডুবিল সন্ধ্যার রবি পশ্চিমসাগরে,
আসিল রজনী ধীরে। অঞ্চলে তাহার
নাহি সুপ্তি, নাহি ক্লান্তি—স্তরে স্তরে তা'র
প্রাণময় কোলাহল উদ্দাম, অধীর।
চঞ্চল ধাত্রীর বাক্যে নির্জ্জন মন্দিরে
বিষাদে কাটায় কাল, বক্ষে চিন্তানল,—
আগ্নেয় পর্ব্বত যথা নীরব, নিশ্চল।
গোবিন্দের ফাগোৎসব, বাসন্তী পূর্ণিমা
ম্লানমুখে আছে তাঁ'র দ্বারের বাহিরে,
ভিতরে ঘুরিছে গর্ব্বে ঘন অন্ধকার।
কি দোষ গোবিন্দ তব ;—দীপ্ত দিবাকর
ধরণীর শীর্ষে ঢালে কিরণের ধারা,
মুখ ফিরাইয়া বুকে ভরিয়া আঁধার
থাকে হতভাগ্য ধরা—নিয়তি তাহার।
শূন্যপ্রায় রাজপুরী, রাজভৃত্যদল
যে যাহার গৃহে আছে উৎসবে মগন।
মুন্দেশ দুর্ম্মদ সহ মন্ত্রণাভবনে,
হাসিছে কলঙ্কী চাঁদ মন্দিরের চূড়ে।
উদ্বিগ্ন রাঠোরপতি শুধায় দুর্ম্মদে—
"কই, কোথা, কেন নাহি আসে মহাবীর?
বুঝেছ হইবে তা'তে অভীষ্টসাধন?

প্রকাশ হইলে মন্ত্র কি হবে উপায়।"

দুর্ম্মদ—গেল চন্দ মহাবল, গেল রঘুবীর,
জলন্ত অনলপিণ্ড নিবিল ফুৎকারে
রণবীর, সম্ভবে কি ফুটিবে মুকুল?
শোষি সিন্ধু কর প্রভু, গোষ্পদে কি ভয়?
কিবা ভয় গুপ্তভেদে? ভৃত্যে মুকুলের
নিয়োজিছে মাতামহ বিনাশিতে তায়
কোথায় বাতুল হেন করিবে প্রত্যয়!
মহাবীর যোগ্যপাত্র এই অভিযানে.
অপেক্ষি আদেশ তব আছে বহির্দ্বারে।"
রাজার পাইলে আজ্ঞা পশে মহাবীর,
তরঙ্গিত সিন্ধুমুখে ক্ষুদ্রতরী যথা।
দাঁড়াইলা বন্দিপদ. কহিলা মুন্দেশ—
"কাছে আয় মহাবার. দৈববলে তুই
মহাবলী আজি, লক্ষ্মী প্রসন্না তোমারে।
প্রভু তব লক্ষসিংহ গয়াধাম হ'তে
করেছে আদেশ, তুমি করিলে পালন
মিবার-সামন্তপদে হইবে উন্নীত।"

মহাবীর—এ দেহ যাহার অন্নে হয়েছে বৰ্দ্ধিত,
না পালিলে আজ্ঞা তাঁ'র, পালিব কাহার!
সামন্ত হইবে দাস সম্ভবে কখন?

রাজা—কি বল. অদৃষ্ট কা'র বাধ্য অবনীতে?

সামন্ত মানুষ নয় তোমার মতন?
প্রভুর আদেশ তব ঔষধের মত
তিক্ত আগে, শেষে তা'র অশেষ মঙ্গল।
মহাবীর—কি আদেশ বল দাসে, শুভাশুভ তা'র,
কে আমি, কি শক্তি বল, করিব বিচার।
রাজা—ধন্য তুমি, ধন্য প্রভু হেন ভৃত্য যা'র।
কি কুক্ষণে নাহি জানি স্বরাজ্য ছাড়িয়া
মহাবীর, মুকুলের স্নেহের বন্ধনে
বাঁধিলাম আপনারে, এতই দুর্ভোগ
কেন লইলাম পাতি জরাজীর্ণ শির।
শিশিরে কলিকা যথা ফুটায় রজনী,
হৃদয়ের প্রাণরস ঢালি অকাতরে,
কে ফুটাত এ মুকুল, জানিতাম যদি
প্রভাতে প্রখর রবি শুকাইবে তা'রে!"
এত বলি অশ্রুজল মুছিয়া মুন্দেশ,
শিরে হাত দিয়া কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস—
"রসনা দ্বিখণ্ড হও; চন্দ্র, সূর্য্য, তারা
খ'সে পড়; আর কাছে এসো'না প্রভাত।
লিখিয়াছে মহারাণা,—মিবারের দেবী
বলেছে ভীষণ স্বপ্ন—পত্র দেখ এই—
মাসেকের মধ্যে যদি দেবীর চরণে
নাহি অর্পে মুকুলের জীবনকলিকা,

চিতোরের চিহ্ন লোপ হইবে অচিরে।
শুনেছ পদ্মিনীলোভে আক্রমে যবন
দুর্ভগ মিবার যবে, রাণা ভীমসিংহে
শোণিত-পিপাসী দেবী করিলা আদেশ,
ক্রমে একাদশ পুত্রে দিতে বলিদান;—
লভিতে বীরের মৃত্যু ভীমের নন্দন
পিতৃঅনুমতি বিনা আত্মবলিদানে
তুষিয়া দেবীরে সাধে স্বদেশ কল্যাণ।
মহাবীর, এ মুকুল নির্ব্বোধ বালক,
নাহি বুঝে প্রাণাধিক জন্মভূমি তা'র।
দুহিতা চঞ্চল যদি রাজআজ্ঞা শুনে
বিসর্জ্জন দিবে প্রাণ পুত্রের মায়ায়।
তাই বৃদ্ধ মহারাণা করেছে আদেশ
গুপ্ত হলাহলে তা'র বধিতে জীবন।
কঠিন পাষাণ আমি—মাতামহ তা'র,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক করিনু প্রকাশ।"
এত বলি অধোমুখে রহিলে মুন্দেশ,
মহাবীর উঠে কাঁদি খেদে ও ঘৃণায়—
"চাহিনা চিতোর আমি, চাহিনা সম্পদ,
চাহিনা সামন্তপদ, ক্ষম মুন্দেশ্বর।
কি কাজ ঐশ্বর্য্যে বল, কি কাজ জীবনে
করে যদি এই কর শূন্য সিংহাসন।

ধর্ম্মের বিচার এই! চলিলাম আমি,
ভৃত্য ব'লে এ আদেশ করিয়াছে রাণা?"

রাজা—কোথায় যেতেছ তুমি, শুন মহাবীর,
নাহি রক্ষা পদত্যাগে, রাণার আদেশ
লঙ্ঘিলে জীবনদণ্ড হইবে তোমার।
চিতোরের সিংহাসন শূন্য করিবারে
নহে এ আদেশ, দেবী বলেছে স্বপনে
নির্ব্বাসিত চন্দে পুনঃ অর্পিতে মুকুট।

মহাবীর—পারিব না মুন্দেশ্বর, প্রাণ নেবে নাও.
চন্দেরে মুকুট দাও নাহি দুঃখ তা'তে ;—
প্রভুহত্যা, রাজহত্যা, হ'বেনা আমাতে।

রাজা—কেবল জীবন দিলে হ'বে কি নিষ্পাপ!
নাহি থাকে রাজ্য যদি রাজার কি কাজ!
পিণ্ডোদকলোভে পিতা জন্মায় কুমার,
দুহিতা দৌহিত্রআশে, দেশের কল্যাণে
আত্মার মঙ্গল ভাবী করে বিসর্জ্জন
পিতা, মাতামহ তা'র ; কর রাজ্যনাশ
রে নির্ব্বোধ, কোন্ স্নেহে বদ্ধ আছ তুমি!
হত্যার আদেশ পাপ, হত্যাকারী কভু
নহে পাপী বিধাতার ন্যায়ের বিচারে।
কি দোষ হইবে তোর, অস্ত্র কি কখন
নরহত্যা মহাপাপে হয় কলঙ্কিত?

মহাবীর, বল তুমি রাজার শাসনে
অবৈধ জীবনদণ্ড? শতের কল্যাণে
একের জীবননাশ নহে সমীচীন?
রাজআজ্ঞা নহে শুধু, রাজরাজেশ্বরী
মিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আদেশ
লঙ্ঘিতে উদ্যত আজি, ওরে মতিহীন?
লও শত স্বর্ণমুদ্রা, করিনু অর্পণ ;—
রাজআজ্ঞা, দেবআজ্ঞা লঙ্ঘিলে নরক।"
মুন্দেশের বাক্য শুনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ
রহি মহাবীর, শেষে কহিল কাঁদিয়া—
"নিরক্ষর ভৃত্য আমি, তুমি রাজ্যেশ্বর,
হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে আমার।
নাহি বুঝি পাপপুণ্য, পাপপথে যদি
কর মোরে অগ্রসর, সে পাপ তোমার!
চাইনা সুবর্ণ মুদ্রা, সামন্তের পদ ;—
দেবআজ্ঞা, রাজআজ্ঞা করিব পালন ;—
তোমায় বিশ্বাস করি কহিছে রসনা,
রাজন্, প্রাণের কথা নিশ্চয় তা' নয়।"
রাজা—ধন্য তোর কৃতজ্ঞতা, ধন্য মহাবীর,
মিবার কিরীটস্পর্শে করিনু শপথ,
মুকুলের হত্যাপাপ বহিবে এ শির।
রাণার প্রেরিত বিষ অর্পিনু তোমারে,

মাসেকের মধ্যে তুমি নাশিবে মুকুলে
অজ্ঞাতে সবার, নতু রাজআজ্ঞাবলে
জানিও জীবনদণ্ড হইবে তোমার।”
শুনি মুন্দেশের বাণী, বন্দি পদ তাঁ'র,
“জান মা চিতোরেশ্বরি” কহি মহাবীর,
আঁটি বিষ কটিবন্ধে করিলা প্রস্থান।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

শিলাশয্যাতলে ভাবে রণবীর সিংহঃ—
"হল্লারে! অরণ্যরাজ্যে! শতাধিক ক্রোশ!
নাহি অশ্ব, নাহি শক্তি, পাথেয় সম্বল,
কেমনে যাইব হায়! নাহি চিনি পথ!
প্রাণের সঙ্কল্প অহো প্রাণপ্রিয়তর,
এ গিরিকন্দরে হ'বে সমাধি তোমার!
প্রবেশি তস্কর যথা ধনীর আবাসে,
নিবায় আলোক আগে হরিতে সহজে,
তথা রণমল্ল মাতঃ, চিতোর তোমার
নিবাইছে একে একে উজ্জ্বল দেউটী,
কপর্দ্দকশূন্য তোরে করিতে জননি।
কে আজ করিবে রক্ষা! হত রঘুবীর,
নীরবে ঘুমায় চন্দ, ভার্গবের মত
মাতৃহত্যা করে অন্ধ পিতার আজ্ঞায়।
কি শক্তি আছে মা বল, দস্যুবিলুণ্ঠিত
হতভাগ্য রণবীর করিবে উদ্ধার!
ভুলে যাও, ভুলে যাও জননি আমার!"
ভাবিতে ভাবিতে বীর ত্যজিয়া শয়ন

দাঁড়াইলা শিলাতলে, ভবিলা আবার —
"মা কিসে ভুলিবে পুত্রে! পুত্র কিসে মায়!
ভুলিবার, ছিঁড়িবার নহে সে বন্ধন।
"কোথা যা'ব ভুলি মা'য়? মরিব গুহায়?
মরিলে কি হ'বে পূর্ণ কর্ত্তব্য আমার?
তুষিতে পশুর ক্ষুধা পুষেছি এ দেহ?
সুদর্শনচক্রপথে চলিল গরুড়
স্বর্গপুরে, জননীর দাসত্বমোচনে,
পারিব না যে'তে আমি অদূর হল্লারে!
চেষ্টার অতীত কার্য্য কি আছে জগতে?
তোর সেই ম্লানমুখে শত অশ্ববল,
লক্ষ সৈনিকের রক্ত নাই কি জননি?
কর আশীর্ব্বাদ মাতঃ, দেহ শক্তি দাসে।"
এত ভাবি রণবীর কালবার হ'তে
ছুটিলেন তীরবেগে মান্দুঅভিমুখে;
কভু অনাহারে, কভু ফলাহার করি
অতিক্রমে গিরিপথ, নাহি ক্লান্তিজ্ঞান;
চলিতেছে অবিশ্রান্ত, চাপমুক্তশর
না থামে না বিঁধি লক্ষ্য অর্দ্ধপথে যথা।
পড়ে না নয়নপথে রম্য বনরাজি,
পশেনা শ্রবণে ভীম শার্দ্দূলগর্জ্জন;
চলিয়াছে মহাব্রতী; দিবস, রজনী

হ'তেছে পর্য্যায়ক্রমে সহযাত্রী তাঁ'র।
বীরের চরমলক্ষ্য মিবারকল্যাণ,
বিশ্বের মঙ্গলহেতু ঘুরে নিশিদিন.
নাহি জানি এ ব্রতের আছে কিনা শেষ।
দিবস রাখিয়ে তাঁ'রে হল্লার প্রদেশে
পশিল বিরামকক্ষে ; আসিল যামিনী ;
জ্যোৎস্নাময়ী, সুধামুখী কহিল সংবাদ
নির্ব্বাসিত চন্দ তথা বিরাজে গৌরবে।
আনন্দে বীরের হিয়া উঠিল নাচিয়া.
ভুলিলেন পথশ্রম, স্বীয় নির্ব্বাসন।

নিয়তির চক্রে ঘুরি আনিল তপন
লুপ্ত তেজ, দীপ্ত আলো, নূতন জীবন।
বিশ্বের জড়তা গেল, ভেঙ্গে গেল ঘুম,
আলোর শ্মশানে উঠে আঁধারের ধূম।
তর্ক করে পাখীকুল কা'র গান গায়,
গন্ধ নিয়ে ব্যস্ত ফুল দিবে কা'র পায়।
সমীর ঘুরিছে কা'রে করিবে শীতল,
শিশির ভাবিছে কা'র নয়নের জল,
কেন ঝরেছিল, কেন শুকায় হঠাৎ ;—
জটিল সমস্যা নিয়ে এসেছে প্রভাত।
উপস্থিত রণবীর চন্দের চরণে,—
ঝঞ্ঝাঘাতে ঘূর্ণপাকে দু'টি মহীরুহ,

কিম্বা ভূকম্পনে যুগ্ম মন্দিরের চূড়া
ভগ্নমূল হয়ে যেন মিলে অকস্মাৎ।
শ্রমক্লান্ত দীনমূর্ত্তি হেরি রণবীরে
বিস্মিত ব্যাকুল চন্দ শুধাইলা তাঁ'রে।—
"মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যে কিম্বা দাবদগ্ধবনে,
ভগ্ন অট্টালিকামূলে, জলশূন্য নদে
অতীত গৌরব যথা থাকে অলক্ষিতে,
তেমতি বদন তব করে সাক্ষ্যদান
গত সৌভাগ্যের যেন, কে তুমি মহান্"?
রণবীর—মহাত্মন্, বিষহীন ভুজঙ্গদলিত।
চন্দ—শূন্যবিষ নহে যেন, মন্ত্ররুদ্ধ হেরি;
আত্মপরিচয়দানে চিন্তা কর দূর।
দূর দাবাগ্নির বার্ত্তা বহে যথা ধূম,
মিবারের অমঙ্গল করিতে ঘোষণা
তব আগমন যেন করি অনুভব।
রণ—আমি রণবীর।
চন্দ— তুমি সামন্তপ্রধান
রণবীর! রণবীর মুকুলরক্ষক!
চিতোরের কর্ণধার! চন্দের সহায়!
বলিতে বলিতে চন্দ হইয়া বিস্মিত
আলিঙ্গিয়া কহে পুনঃ—"রণবীর, তুমি—
কেবল নামটি নিয়ে কোথা হ'তে আজি

আসিলে এ ভাগ্যহীনে করিতে দর্শন।
রণ—আসিয়াছি কালবারা করিয়া ভ্রমণ।
চন্দ—কালবারে কেন সখে, কিসের সন্ধানে?
রণ—হইয়াছি নির্ব্বাসিত! তাপদগ্ধ যথা
খুঁজে শালবৃক্ষছায়া, তেমতি এ দাস
রঘুর আশ্রয়আশে।
চন্দ— নির্ব্বাসিত তুমি!
কা'র আজ্ঞা, এই দণ্ড কে করিল তব!
রণ—জানিনা কাহার আজ্ঞা, প্রচারে যুন্দেশ।
চন্দ—যুন্দেশ! রাঠোরপতি! কি ক্ষমতা তা'র!
রণ—চিতোর সম্রাট্ তিনি।
চন্দ— ক্ষেপিয়াছ তুমি?
রণ—ক্ষিপ্ত বটে মিত্রবর, নহে কি ঔষধ
করিতে সন্ধান কেহ ঘুরে দেশান্তরে?
চন্দ—কহ শুনি কোন্ দোষে দণ্ডাজ্ঞা তোমার।
রণ—অপরাধ অজানিত।
চন্দ— কোথায় মুকুল?
করিলে স্নেহের ধন কা'রে সমপর্ণ?
রণ—প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে করেছি আহুতি।
চন্দ—এই কি কর্ত্তব্য তব করেছ সাধন?
রণ—বল শুনি, কি কর্ত্তব্য করেছি লঙ্ঘন?
পালিয়াছি রাজআজ্ঞা।

চন্দ রণমল্ল রাজা!

কোথায় জননী মম মিবারঈশ্বরী?

রণ—রাঘবের বংশধর তোমরা সকল,

কি আছে কর্ত্তব্য আর পিতৃসেবা বিনে

তোমাদের, রাজদণ্ড নির্ম্মাল্য পূজার,

তাহাতে কি অধিকার রয়েছে রাণীর?

চন্দ—কেনই অযথা শ্লেষে অভিশপ্ত জনে

করিতেছ দীর্ণবুক, চিতোর সেবায়

রাজআজ্ঞা, পিতৃআজ্ঞা করেছে বঞ্চিত।

কোথা রাণী?

রণ— রাজমাতা মুকুলজননী

ভুজঙ্গবেষ্টিতমূল চন্দনতরুর

কোটরে শারিকাসম কাটাইছে দিন;

রাঠোর-অনন্তনাগ ফণা প্রসারিয়া

রহিয়াছে ঊর্দ্ধশির, খুঁজিছে সুযোগ।

চন্দ—বল সখে, রাঠোরকে কে দেখা'ল পথ?

রণ—কে দেখা'বে! অরক্ষিত অরণ্যচন্দনে

ছুটে গন্ধে বিষধর, কে ডাকে কখন?

চন্দ—রাণীমাতা কেন তা'রে দিলেন আশ্রয়?

রণ—রক্ষিতে মুকুলে।

চন্দ— কোথা মন্ত্রী পারিষদ?

রণ—কারারুদ্ধ, পদচ্যুত।

চন্দ— রাঠোরভূপতি
করে এত অত্যাচার গিহ্লোটনিবাসে,
কাঠের পুতুল সম সহিছ তোমরা?
রণ—কেবল মুন্দেশ নহে, উচ্চপদে যত
স্বজাতি তাঁহার সব আছে প্রতিষ্ঠিত।
মিবার, মিবার নহে,—ধূর্ত্ত রাঠোরের
অযত্নসুলভরাজ্য, দাসত্ব গ্রহণ
করিয়াছে নীচমনা মিবারসন্তান।
কুঠার যেমতি চন্দ, কাঠের সহায়ে
কাটে কাঠ, তথা আজি দুরন্ত রাঠোর
গিহ্লোটের মূলোচ্ছেদ করিছে কৌশলে।
চন্দ—এই ছিল ভাগ্যে তব জননি মিবার!
কেমন প্রকৃতিপুঞ্জ কহ সখে মোর।
রণ—বল সখে, কেন শুধু বাড়াইছ দুঃখ!
রাঠোর শোণিতশোষী জলোকার মত
অজ্ঞাতে শোষিয়ে রক্ত, মিবার-সন্তানে
করিয়াছে ভিক্ষাজীবী কপর্দ্দকহীন।
শিরশূলরোগী যথা তীব্র যাতনায়
করে ইচ্ছা শিরচ্ছেদ, তেমতি মিবারে
ক্ষিপ্ত প্রজা উত্তেজিত কিরীটবিদ্বেষে।
মিবার,—সমাধিস্তম্ভে নামের মতন,
দিতেছে পতিতবংশে নীরব ধিক্কার।

চন্দ—ক্ষান্ত হও রণ, প্রাণে সহে না ত আর;
, কিসে রক্ষা করিবে মিবার!
জানেনা জননী মম কিবা সর্ব্বনাশ—
কি বিপ্লব রাজ্যে তাঁ'র?

রণ— জানেনা নিশ্চয়;
শারিকা পিঞ্জরাবদ্ধ ভুলে যায় যথা
আত্মভাষা, বনরাজ্য সুরম্য স্বাধীন;
রাণীর তেমতি দশা করি অনুভব,
নিবেদিতে পদে তাঁ'র করিলে উদ্যোগ,
এই নির্ব্বাসনদণ্ড কপালে আমার।

চন্দ—দূরে থাক, কাছে থাক, রাখ বা তাড়াও
জননী আমার তুমি জন্মদে মিবার।
তোমার কণ্টকদ্রুম ছায়াদানে তা'র
করে বক্ষ সুশীতল, পাষাণ কঙ্কর
আছে মা' ও পদপ্রান্তে প্রহরীস্বরূপে।
পদাঘাতে চূর্ণহ'য়ে জীর্ণ ধূলিকণা
অঙ্গরাগরূপে অঙ্গ আছে আচ্ছাদিয়া,
বহিতেছি সেবাহীন এ ছার জীবন!
বাপ্পার কিরীটরত্ন লুণ্ঠিছে রাঠোর
নির্ব্বিবাদে, অবশেষে হইল শুনিতে।
রণবীর, নিবাইতে গৃহের আগুন
কারারুদ্ধ গৃহস্থে কি কহিছ সংবাদ?

গিহ্লোট কি রক্তহীন? ঘুরি দেশান্তরে
সহিবে কি অত্যাচার তুচ্ছ মেষবৎ?
করিবে না রঘুবীর কোন প্রতীকার?

রণ—ক্ষান্ত হও হা রসনা, যাও রসাতলে,
কেন ব্রতী এই দৌত্যে! থাকে রঘুবীর,
আসিত কি রণবীর চরণে তোমার?

চন্দ—কি কহিলে রণবীর! চিতোর রে তোর
ভেঙ্গেছে কপাল মাতঃ, ভেঙ্গেছে আমার,
উজ্জ্বল চন্দ্রমা তব পড়েছে খসিয়া
জননিরে, দগ্ধবক্ষ কে জুড়া'বে আর।
অভিশপ্তে, নির্ব্বাসিতে করি বজ্রাঘাত
করিলি হৃদয় চূর্ণ, অরে রে নির্ম্মম।

রণ—শান্ত হও, কাঁদিবার দিন নহে আজি।
রঘুর মৃত্যুর খেদ অশ্রুবরষণে—
হবেনা প্রকাশ চন্দ, আছে কি চিতোরে
এ হেন পাষণ্ড, যা'র শোণিত ভাণ্ডের
না ঢালিবে শেষ বিন্দু নিতে প্রতিশোধ,
জানে যদি রঘুবীর মরিল কেমনে।
সংহার কালের অস্ত্রে মরে নাই রঘু,
কালের সে অস্ত্র নাই, সেই মৃত্যুপথে
এখনও সমনরাজ্যে পশে নাই কেহ।
যেমন নূতন মৃত্যু, নূতন বিধানে

প্রকাশিবে শোক যদি, করহ প্রকাশ ;—
তা'র যোগ্য নহে অশ্রু, কাতর নিশ্বাস।
চন্দ—কেমনে সান্ত্বনা দিব এ তপ্ত হৃদয়ে,
কেমনে মরিল রঘু কহনা আমায়।
রণ—কেমনে মরিল রঘু? রাঠোর ভূপতি,—
সে নরপিশাচ—ছি ছি নামে ঘৃণা হয়,
ক্ষত্রিয়ের কুলাঙ্গার, বধিতে তাহারে
কপটে পাঠায় এক রাজপরিচ্ছদ।
রঘুবীর মুকুলের রক্ষিতে গৌরব,
রাজদত্ত আভরণ পরিলে মস্তকে,
গুপ্ত অসি তীক্ষ্ণধার ছু'টে অকস্মাৎ—
তড়িত অঞ্চল হ'তে অশনি যেমন,
মিবার-গৌরবশিখা করেছে নির্ব্বাণ।
কেন ছাড় তপ্তশ্বাস? কেন অশ্রুজল?
কোন্ শোক যোগ্য তা'র ভেবে দেখ মনে।
এই নহে শেষ দৃশ্য, দৃশ্য ভয়ঙ্কর
হ'বে যেন অভিনয়, হ'তেছে উদ্যোগ ;—
বৃথা বিলম্বের দিন চন্দ, নাহি আর।
জ্বলিলে আগুন যথা করে না বিচার,
যাহা পায় রসনায় করি আকর্ষণ
করে পিপাসার শান্তি, তথা এ রাঠোর
তব নির্ব্বাসনে চন্দ, রঘুর মরণে

হ'বে না হ'বে না শান্ত, সম্মুখে মুকুল
অরক্ষিত, ভস্মশেষ না করি অচিরে।
চন্দ—থাম অশ্রু, থাম ; আজি একি অগ্নিশিখা
জ্বেলে দিলে রণবীর দগ্ধ হৃদিতলে।
এ হেন পাষণ্ড কভু সম্ভবে মানুষে
ছিলনা বিশ্বাস মম, শ্বাপদের সনে
বিনিময় করে স্থান মানবসন্তান?
হত রঘু ; হৃতরাজ্য, জীবনসঙ্কট
মুকুলের ; রক্তহীন পাষাণের মত
সহিতেছি পাতি বক্ষ ফেরুপদাঘাত?
রে ভণ্ড কপট দস্যু, পতঙ্গের মত
সখ্যভাবে আলিঙ্গিতে পক্ষের তাড়নে
নির্ব্বাণ করিছ দীপ? মার্জ্জারের মত
শাবকের মাংসে সাধ পূরিবে উদর?
মিবার জীবনশূন্য ভাবিয়াছ তুমি?
লুণ্ঠিবে সদলে শব গৃধিনীর মত!
মুকুলের অমঙ্গল আশঙ্কায় যদি
ক'রে থাক নির্ব্বাসিত, ক্ষম পিতৃদেব,
লঙ্ঘিব আদেশ তব মুকুলের হিতে।
ক্ষমাকর মন্দভাগ্যে, রাজআজ্ঞা তব
লঙ্ঘিতে উদ্যত চন্দ রাজ্যের কল্যাণে।
ইথে যদি করি পাপ, দাও অভিশাপ,

নাহি শঙ্কা পুত্রে তব ডুবিতে নরকে।
গিহ্লোট জননী হ'বে রাঠোরের দাসী,
রাঠোরের পদরজ বাপ্পার আসন
বহিবে, সহিব আমি নীরবে বসিয়া!
কোন্ গুরু পাপ আছে তাহার তুলনে?
রণবীর, কোন্ পন্থা করিয়াছ স্থির?
রণ—সমুদ্র নির্ম্মায় সেতু, ভাসায় পাষাণ
যাহাদের, তা'রাও কি হবে পন্থাহীন!
এই অসি, ঐ পাপী রাঠোরের শির
মিলিয়া বিচিত্র সেতু করিবে নির্ম্মাণ।

পঞ্চদশ সর্গ।

তেজস্বিনী রণচণ্ডী দেশের কল্যাণে
উৎসর্গ করেছে প্রাণ, সর্ব্বস্ব তাহার
করিয়াছে শেষ, রিক্ত করেছে ভাণ্ডার !
শ্রমে শিল্পে যাহা পায় রক্ষা করে প্রাণ,
বাঁচায় অনাথে আর্ত্তে ; সম্পদ কেবল
হৃদয়ের মহাশক্তি স্বামীর আশীষ।
মিবারউদ্ধারপন্থা, মঙ্গল তাহার
চিন্তিতে যাইত চলি দিবসরজনী
অজ্ঞাতে, অজ্ঞাতে বক্ষ যাইত ভাসিয়া।
রাঠোরের গতিবিধি করিয়া দর্শন
কখন কাঁপিত ক্রোধে, কখন ঘৃণায়
ফিরাইত দু'নয়ন ; ক্রমে অত্যাচার
বাড়িতেছে হেরি চণ্ডী লাগিলা চিন্তিতে।—
"ছিল আজ্ঞা প্রাণেশ্বর, স'পিয়াছি প্রাণ ;
হে সাগ্নিক, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিহোত্র তব
রাখিয়াছে অনির্ব্বাণ আজিও এ দাসী ;
হৃৎপিণ্ডরূপে নিত্য যোগাও শোণিত,
পারিনু করিতে কই কোন্ প্রতীকার !

গোপনে ধাত্রীর ঘরে পশি কতদিন,
বলেছি রাজ্যের কথা বলিতে রাণীরে,
নাহি সে সুযোগ আর, রাঠোর প্রহরী
ঘেরি রাজ অন্তঃপুর ফিরে দিবানিশি।
একি কথা শুনিলাম কল্যাণীর মুখে!
শুদ্ধান্তে রয়েছে বদ্ধ মুকুল এখন,
কাঁপিয়া উঠিছে বুক, রোমাঞ্চ শরীরে।
না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে আবার
এ পোড়া চিতোরভাগ্যে, দুরন্ত রাঠোর
না জানি কি ষড়যন্ত্র করিছে কুটিল।
কিবা অসম্ভব বল আছে মুন্দেশের,
তাহার কুচক্রবলে নির্ব্বাসিত তুমি,
হত বীর রঘুবীর, হৃতশক্তি রাণী,
অন্নদার অন্নসত্র সোনার মিবার,
পরিপূর্ণ আর্ত্তনাদে নিরন্ন প্রজার।
এখনো এ অজগর নহিলে বিনাশ,
নিশ্বাসে টানিয়া পাপী সমগ্র মিবার
পূরিবে উদরে তা'র, হইবে অচল।
নীরবে করিব সহ্য এত উৎপীড়ন?
ব'লে ছিলে নারী জন্মে আছে এক দিন,
সে রুদ্র মুহূর্ত্ত এক, বল নাথ তবে,
আসেনি কি সেই দিন দুর্গত মিবারে?

আবার করিব যত্ন রাজঅন্তঃপুরে
পশিতে, দেখিব কোথা রয়েছে মুকুল,
কোথায় জননী তা'র, ধাত্রী ত্রিনয়না;
না পারি লইব তবে অসির শরণ ;
দেহ শক্তি, আশীর্ব্বাদ দাসীরে হে নাথ।"
ভাবিছে কর্ত্তব্যপথ নীরবে বসিয়া
রণচণ্ডী, হেনকালে বৃদ্ধ নাগরিক
নিবেদিলা পদে তাঁ'র ;—"আঁধার মিবারে,
বল মাগো, দুঃখনিশি পোহা'বে না আর।
কোথা চন্দ, রণবীর খুঁজিয়া খুঁজিয়া
ভাসিছে নয়নজলে দরিদ্র-মিবার।
তাঁ'দের সন্ধানআশে বহুদিন মাতঃ,
ঘুরিতেছি, আজি ভাগ্য প্রসন্ন ভাবিয়া,
হেরিয়া জনৈক ভীল—চন্দঅনুচর,
শুধাইলে কাছে তা'র, কহিল আমায়
আসিয়াছে দারাপুত্র দেখিবার তরে।
জিজ্ঞাসিনু কত ছলে, চন্দের উদ্দেশ
নাহি পাইলাম মাতঃ, কি উপায় বল!
দিয়েছিল কত আশা সামন্ত মিবারে,
তুমি মা দিয়েছ কত, গেল কত দিন,
কহে সবে বন্ধ্যা আশা কি ফল পুষিয়া।
ক্ষমা কর অভাজনে, অজ্ঞাতে তোমার

কত সামন্তেরে, কত সদস্তে, সচিবে
বলিয়াছি মর্ম্মব্যথা ধরিয়া চরণে,—
করিল না কর্ণপাত; উঠিল কাঁপিয়া
ভয়ে কেহ, কেহ শুধু হাসিল নীরবে!
হা কি লজ্জা, হা কি দুঃখ, ফেটে যায় বুক!
উঠেছে অতিষ্ঠ হ'য়ে কাঙ্গালের দল,
ফিরিয়া এসেছে শক্তি জাতির আবাসে!
সাক্ষাৎ চণ্ডিকা তুমি থাকিতে জননি,
কেন মাগি পরপদে? রক্ষা কর দেশ।"
ভীল-আগমনবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
অচিন্ত্য সাহস আসি চণ্ডীর হৃদয়ে
দিল দেখা অকস্মাৎ, চিন্তিয়া ক্ষণেক
কহিলেন তেজস্বিনী—"শুন, বর্ষীয়ান,
কেন বৃথা হেন সাধ উপজিল মনে!
শুনেছ কি কোন ভৃত্য, কোন বিত্তেশ্বর
জগতে করেছে কোন জাতির কল্যাণ?
সম্ভবে সাগরগর্ভে দীপ্ত হুতাশন,
সম্ভবে না স্নেহপ্রেম তা'দের অন্তরে।
তাহারা করিবে গর্ব্ব, হ'বে লম্বোদর
দরিদ্রের জীর্ণ অস্থি করিয়া চর্ব্বণ,—
দেশের, জাতির তা'রা নহে দেহ, প্রাণ।
জাতির জীবনীশক্তি রহে নিম্নস্তরে,

যোগায় সে অন্নজল গর্ব্বিতের মুখে,
সাগরে নগর করে, মরুরে শ্যামল ;
বলবীর্য্য, দয়াধর্ম্ম, জ্ঞানগবেষণা,
তাহারে আশ্রয় করি বাঁচে এ জগতে।
চাহি আমি তা'র প্রাণ, চাহি তা'র বল ;—
যে দিন জাগিবে তা'রা জাগিবে মিবার,
হাসিয়া উঠিবে দেশ নূতন প্রভাতে।
নাহি থাকে চক্র যদি কি করিবে রণে ?
খুঁজিতেছি সেই তেজ, সেই বহ্নিশিখা
জীর্ণ ঘরে, শীর্ণ প্রাণে—নহে হর্ম্ম্যতলে।
শক্তি যা'র উঠে জে'গে, মনে জন্মে বল,
শোষে সিন্ধু, গলে বজ্র কটাক্ষে তাহার ;
কি ছার মানুষ তুচ্ছ, মৃত্যু তা'রে ডরে ;
কোন্ অস্ত্র বল আছে দমিবে তাহারে,
কে পারে রোধিতে তা'র গতি এ জগতে ?
আশীষ বরষে শিরে বিধাতা আপনি।
কি চিন্তা, না ফিরে যদি নির্ব্বাসিতগণ !"
শুনিয়া চণ্ডীর বাণী আনন্দিত মনে
ফিরিলেন বৃদ্ধ যবে, ভীলের সংবাদ
জানিয়া নিকটে তা'র ভাবিলেন সতী,—
"কেন ভীল অকারণ ফিরিবে মিবারে,
চন্দের বিশ্বস্ত ভৃত্য ত্যজিয়া তাঁহারে!

অবশ্য কি অভিসন্ধি রয়েছে গোপনে।"
এত ভাবি মনে চণ্ডী করিলেন স্থির
ভীলের আবাসে যবে করিতে গমন,
হেনকালে বন্দি পদ দাঁড়াইল ভীল,
সন্ধ্যার অঞ্চলে যথা দিনান্তে তারকা;
চমকি বসায়ে চণ্ডী শুধাইলা তা'রে—
"কখন এসেছ বাছা, কেন এ নিশীথে?"
ভীল—আজি দুই দিন মাতঃ, আসিয়াছে দাস;
করেছে যতন তব চরণদর্শনে,
ঘটে নাই, ভাগ্যে তা'র। লতাগুল্মদল
যেমতি মা, পরিত্যক্ত প্রমোদকাননে
ঢাকে গন্ধরাজে হায়, তেমতি মিবারে
গিহ্লোটের চিহ্ন মাগো, গিয়েছে লুকায়ে;
রাঠোর চরণে ঠেকে ঘুরিতে ফিরিতে।
চণ্ডী—বল বাছা, কা'র দোষে এই দশা আজি;
কোথায় তোমার প্রভু? কেন আগমন?
ভীল—হল্লারে—মান্দুর রাজ্যে, উদ্যান তাঁহার
দেখিবারে দাস তব এসেছে জননি।
চণ্ডী—উপেক্ষিত বনে চক্ষু পড়িল আবার
কেন বৎস? আছে শক্তি পতিত-উদ্ধারে?
ভীল—জননি, সামন্তবর প্রভুর চরণে
হয়েছেন উপস্থিত, জেনেছে দুর্দ্দশা।

শক্তিস্বরূপিণী মাতঃ, রয়েছ যথায়
সম্ভবে শক্তির তথা হইবে অভাব!
চণ্ডী—আছেন কুশলে তাঁ'রা ? ফিরিবে মিবারে?
ভীল—নিরাপদে আছে মাতঃ, দেবআশীর্ব্বাদে ;
উজলিবে এ মিবার দীপালীর কালে,
হয়েছে পশ্চাতপদ অর্থ-অনটনে।
চণ্ডী—আশ্বস্ত হইনু বাছা, তোমার বচনে ;
করুন বাসনা পূর্ণ চিতোরঈশ্বরী।
জান অন্তঃপুরবার্ত্তা? কোথায় মুকুল?
ভীল—করেছি অনেক যত্ন পাইনি সন্ধান।
চণ্ডী—করি শঙ্কা মুকুলের আসন্নবিপদ,
থাক সদা সাবধানে, করো'না প্রকাশ
এসেছিলে এ নিশায় আমার আবাসে.
বলো'না উদ্দেশ্য কোন মিবারসন্তানে
আমার আদেশ বিনা ; কৃতঘ্ন, পামর
আছে কত গুপ্তচর রাঠোরনিয়োগে।
ভীল—যে আজ্ঞা তোমার মাতঃ, নমিতেছে দাস
এত বলি ভীল ধীরে করিল প্রস্থান।
ভাবিলেন রণচণ্ডী—'এই অভিযানে,
কিসে অগ্রসর হ'বে সম্পদবিহীন!
সকলেই নির্ব্বাসিত ; আসন্ন বিপদ,
বিলম্ব হইলে পথে নাহিক নিস্তার!

কি উপায় করি নাথ, কহ না দাসীরে।
কোথায় পাইব অর্থ? রাজরোষে তুমি
শূন্যকোষ, শূন্যকোষ আমি ভিখারিণী।
যাহার হৃদয় আছে অর্থ নাই তা'র,
আছে যা'র, ব্যস্ত সেই রাঠোরসেবায়,
বিলাসে-ব্যসনে মত্ত, লীলা বিধাতার!
দাসীর সম্বল শুধু রণসজ্জা তব,
রাখিয়াছি রাজগ্রাসে কতই যতনে,
হৃৎপিণ্ড যথারক্ত; সে আমার প্রাণ,
প্রাণের তড়িতশক্তি, পরশে যাহার
সঞ্চরে অনলশিখা শিরায় শিরায়।
তারেও ছাড়িতে হায় হ'বে অবশেষে!
কি নিয়ে পশিবে তুমি রাঠোর-সংগ্রামে!"
ভাবিতে ভাবিতে সতী লাগিলা ঘুরিতে
গৃহতলে; নমে ক্ষণে পতির কৃপাণ,
কভু বর্ম্ম, কভু চর্ম্ম, কভু শিরস্ত্রাণ;
নয়নে ঝরিছে অশ্রু ভাসিতেছে বুক।
কে যেন কহিল কাণে, কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"আছে, আছে, আছে নাথ; ভুলিয়াছে দাসী,
আছে রত্ন আভরণ এখনো তাহার।
কত ভ্রাতা, কত ভগ্নী করে অনশন;
বক্ষে জ্বালা, চক্ষে অশ্রু, শিরে রুক্ষকেশ;

নাহি শতগ্রন্থিবাস লজ্জা নিবারণে,—
কোন্ সাধে পোড়া অঙ্গে পরা'ব ভূষণ!
তব স্নেহ নিত্য যা'রে করিছে সুন্দর,
মাধুরী বাড়াবে তা'র তুচ্ছ হীরামণি!
চাহেনা, চাহেনা দাসী, নিয়ে যাও নাথ
কেমনে অর্পিব পদে? ভীলের সহায়ে
পাঠাইলে হ'বে পূর্ণ কর্ত্তব্য আমার?
অর্থ, অনর্থ তব চির অনুচর,
নরের হৃদয়স্বর্গে নরকাগ্নি জ্বালি
কর তা'রে ভস্মশেষ; কটাক্ষে তোমার
হারায়েছে মনুষ্যত্ব দুরন্ত রাঠোর।
হল্লারে রয়েছ নাথ, নহে বহুদুরে,
নহে সাধ্যাতীত পথ, আপন শক্তিতে
না করি নির্ভর কেন?" এত ভাবি মনে
গিহ্লোট সৈনিক বেশে করিলা সজ্জিত
অস্ত্রে শস্ত্রে ও বরাঙ্গ, তুরঙ্গে আরোহি
চলিলেন রণচণ্ডী হল্লার প্রদেশে,
কুসুম কণ্টকাবৃত ঝড়বেগে যথা।
মিবার-উদ্ধারব্রতে চন্দ, রণবীর
করিতেছে অর্থচিন্তা, বিষাদ-মলিন;
হেনকালে অনুচর কহিলা উতরি—
"মিবার সৈনিক এক উপস্থিত দ্বারে,

মাগিছে দর্শন ভিক্ষা।" শুনি রণবীর
আকুল অন্তরে চন্দে কহিলা বিস্ময়ে'—
"এ কি কথা বন্ধুবর, মিবার-সৈনিক
কেন এ হল্লারে আজি! ভীলের গমনে
সন্দিহান রাঠোর কি পাঠায়েছে দূত?
চন্দ—নহে অসম্ভব; তবু পারিনা করিতে
আগন্তুকে অনাদর; ডাকহ সম্ভ্রমে,
সাবধানে বুঝ মন; আন তাঁ'রে ভীল।
প্রবেশিয়া রণচণ্ডী বসিলা প্রণমি।
শশাঙ্কে কলঙ্ক যথা, চিন্তার লাঞ্ছন
হেরিয়া লাবণ্যময় ও বিধুবদনে
বিস্মিত নয়ন চন্দ; চিন্তিয়া ক্ষণেক
নহে মূর্ত্তি অন্তরের প্রতিচ্ছায়া সদা;
শুধায় "কি চাই বীর?" রণবীরসিংহ।
সৈনিক—নহে বীর, বীরসেবা করেছি নিয়ত
বীরবর।
রণবীর— হইয়াছ বিরত কখন?
সৈনিক—যখন বীরেন্দ্রশূন্য হইল মিবার।
রণ—কর্ম্মহীন?
সৈনিক— কর্ম্মহীন থাকে কি মানুষ?
—বীর পূজি, বীর খুঁজি, বীর সৃজি আর।
রণ—সৃজ বীর! কোন্ যন্ত্রে?

সৈনিক— যন্ত্র নাহি তা'র।
ধাতুপিণ্ড নহে বীর,—মূর্ত্তি সাধনার,
মন্ত্রে গড়ি।

রণ— কোথা পে'লে হেন মন্ত্রবল?

সৈনিক—গুরুমুখে। গুরুমম এত শক্তিধর
নারীকে করেন নর, নরেরে অমর।

রণ—তবে বুঝি নারীশূন্য করেছ মিবার!
সলিল হয়েছে শিলা!

সৈনিক— করেছে গ্রহণ
কালধর্ম্ম, মানিয়াছে কালের আহ্বান।
কি চিন্তা, আবার কালে ধোয়াবে চরণ।

রণ—বীরের বাণিজ্য বেশ করেছ স্থাপন।

সৈনিক—নাহি শোভে বীরনিন্দা বীরেন্দ্রের মুখে।
বীর কভু নহে পণ্য;—বীর মহাজন.
দেশ মহাদেশ লয়ে ব্যবসা তাহার।

রণবীর—"বানিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" করিও না ক্রোধ

সৈনিক—বীরত্বে সম্ভবে লক্ষ্মী, বীরবাহুবল
মন্থন করিয়া সিন্ধু তুলে ইন্দিরায়!
খুঁজিছে মন্থনদণ্ড মিবার এখন।

রণ—আকণ্ঠ পূরিয়া সুধা করাইবে পান!

সৈনিক—অসুর ভুঞ্জিবে সুধা! কেন উপহাস?

রণ—কেন এত অহঙ্কার প্রগল্‌ভ যুবক,

নহে কি লক্ষ্মীর পণ্য মিবারের বীর?
সৈনিক—অর্থেই কি মিলে বীর!
রণ— মিলিবে না কেন?
সৈনিক—এতই সহজে বীর মিলে এ হল্লারে!
এই দিনু রত্নরাজি—রত্ন আভরণ,
মিলিবে ত? লও এই বীর পরিচ্ছদ,
বীরের কৃপাণ এই; করি সুসজ্জিত
বীরবেশে বীর মম করহ অর্পণ,
পারিনা তিষ্টিতে আর, দীপালী নিকটে।
স্বীয় পরিচ্ছদ আর চণ্ডীর ভূষণ—
হেরি রণবীরসিংহ হইলা স্তম্ভিত,
আত্মহারা একদৃষ্টে রহিলা চাহিয়া,
শ্মশানে সমাধিমগ্ন সাধক যেমতি
আচম্বিতে ইষ্টদেবে করিয়া দর্শন।
কহিলেন—"বীর কেন! সমগ্র মিবার
কিনে দিব ভাগ্যবান চরণে তোমার!"
সৈনিক বন্দিয়া পদ করিল প্রস্থান।
বিস্ময়ে শুধায় চন্দ,—"কি হে রণবীর,
ভাবিনু করিবে ক্রয়, হইলে বিক্রীত!
করিলে রহস্য এ কি! সৈনিকের বেশে
শঙ্করের দূত এই দিল কি দর্শন!"

ষোড়শ সর্গ।

বরষার অপরাহ্ন, ডুবিতেছে ধীরে
পরার্থজীবন রবি, নয়ন-আসারে
সিক্ত ধরণীর বক্ষে সহাস্যবদনে
আপনার শেষ কণা করি বিতরণ।
ক্ষুণ্ণমনে মহাবীর চিন্তায় জর্জ্জর,
নীরবে রয়েছে বসি বৃক্ষের ছায়ায়,
নীরবে রয়েছে বসি পদপ্রান্তে তা'র
পরম স্নেহের ভৃত্য প্রহরী শুনক।
অদূরে নির্ম্মল এক ক্ষুদ্র জলধারা
পাষাণবন্ধন টুটি, অন্ধকূপ হ'তে
আনন্দে ছুটেছে নেচে কুল্ কুল্ স্বরে,
বিলাইয়া আত্মপ্রাণ পরের কল্যাণে।
সেই সান্ধ্যরবি, সেই ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী,
সেই সারমেয় চির চরণসেবক
জানিনা চিত্রিছে কোন্ চিত্র মনোহর
অলক্ষিতে পশি মহাবীরের হৃদয়ে।
যতই সন্ধ্যার ছায়া হইতেছে ঘন,
যতই গরজে মেঘ, চমকে চপলা,

ভৃত্য তা'র চারিপাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া,
কভু স্কন্ধে, কভু ক্রোড়ে রাখিয়া মস্তক
করিছে মিনতি যেন ফিরিতে কুটিরে।
কি এক অচিন্ত্য আলো পড়িল হৃদয়ে
অতর্কিতে, মহাবীর উঠিল শিহরি,
বুকে হাত দিয়া ধীরে শুধাইলা মনে ঃ—
"রাজহত্যা, প্রভুহত্যা করিতে উদ্যত !
হ'বে কি রৌরবে স্থান ! ভুজঙ্গের মত
ফিরিবে কি সঙ্গে বিষ দংশিতে গোপনে !
কেনরে মোহান্ধ মন, অভিশপ্ত শির
তু'লে নিলে হেন আজ্ঞা, কেমন সাহসে !
রাজবধে করিবেন রাজ্যের মঙ্গল
সে কি বিধাতার ইচ্ছা ? কেন তবে দেবী
মুকুলে রাখেন গুপ্ত ? অন্ধকার-ছায়া
রাখে যথা পত্রাঞ্চলে ঢাকিয়া মুকুল
তপনের খরস্পর্শে। দেবতার হাতে
নাহি মারিবার অস্ত্র ভৃত্য বিনে তা'র ?
নাহি ব্যাধি, নাহি রোগ বিধির ভাণ্ডারে ?
দেবতা শোণিত চাহে, রাজরক্ত বিনে,
পূরিবে না তৃষ্ণা তাঁ'র ভৃত্যের রুধিরে ?
আত্মারে শুধাই যত করিছে নিষেধ
শ্বাপদের হেয় কর্ম্মে ;—হ'বে না আমাতে।

মুহূর্ত্তের তরে কেন রে প্রমত্ত মন,
সম্মত হইলে হেন পাপমন্ত্রণায়,
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত আছে কি রে তোর ?
যে চায় নন্দনবনে জ্বালাতে নরক,
তা'রো প্রায়শ্চিত্ত আছে ? মুক্তি আছে তা'র ?
নরক, নরক তা'র, অনন্ত নরক।
ক্ষমা নাহি চাহি দেবি,—ডুবাও নরকে,
দগ্ধকর তুষানলে, সর্পের দংশনে
কর জর্জ্জরিত সদা, খেদ নাহি তা'তে ;
রক্ষা কর রাজ্যেশ্বরে। যূপকাষ্ঠমূলে
বৃদ্ধমেষসম এই রাখিলাম শির,
শোণিত-পিপাসা তব কর মা নির্ব্বাণ।"
এত ভাবি মহাবীর ফিরিল আবাসে !
নিশীথে ঘুমের ঘোরে হেরে মহাবীর—
মুন্দেশ সুবর্ণমুদ্রা, সামন্ত উষ্ণীষ,
মিবারপতির আজ্ঞা, দেবীর আদেশ
ধরিতেছে একে একে তাহার নয়নে ;—
অলক্ষ্য ইঙ্গিতে কা'র গর্জ্জে মহাবীর—
"দূর কর স্বর্ণরাজ্য, দূর হও তুমি ;
রাজহত্যা, প্রভুহত্যা হবে না আমাতে।"
ঝম্ ঝম্ ঝরে বৃষ্টি, ফাটিছে অশনি,
সঘনে গরজে মেঘ, চমকে বিদ্যুৎ,

প্রকৃতি প্রলয়লীলা করে অভিনয়,
ছুটেছে ভৃত্যের হৃদে প্রলয় তুফান,
তরঙ্গের পরে উঠি তরঙ্গ উত্তাল
বিচূর্ণিত করে বেলা ; ভাসিল আবার
সেই সংহারের চিত্র নয়নে তাহার।
গর্জ্জিয়া উঠিলা বসি, কহিলা গর্জ্জিয়া—
"আবার, আবার পাপী এসেছ সাধিতে!
রাজহত্যা, প্রভুহত্যা হবে না আমাতে।"
অকস্মাৎ পত্নী তা'র জাগিয়া বিস্ময়ে
শুধাইলা,—"কা'র সনে কি কথা কহিছ!
কে বলেছে রাজহত্যা করিতে তোমায়!"
লভি সংজ্ঞা মহাবীর উঠিল চমকি,
কাঁপিয়া উঠিল বুক, কহিলা বিস্ময়ে—
"কল্যাণি, শুনিলে কোথা সে বিষম কথা"!
কল্যাণী—এই ত তোমার মুখে, কে বলিবে আর!
মহাবীর—জানি না মানুষ কেন বৃথা যত্ন করে
দুষ্কৃতি-গোপনহেতু, ওহে ব্যক্তরূপ ;
সেই যদি গুপ্তআজ্ঞা হইবে তোমার,
কহ দয়া করি তুমি, সুপ্ত রসনায়
বসিয়ে দাসের কেন এই প্রত্যাদেশ!
বিবেক তুমিই সত্য বুঝেছি নিশ্চয়।
কল্যাণী—নাহি বুঝিলাম কিছু কি কথা কহিলে।

মহাবীর—শান্ত হও, শান্ত হও বলিব এখন ;
আজি বলিবার দিন, এসেছে কল্যাণি ;—
যেমতি নিসর্গ এই হৃদয়-কপাট
খুলিয়ে দেখায় বিশ্বে গুপ্ত ভীষণতা—
বজ্রাগ্নি বিদ্যুৎশিলা ; দেখা'বে তেমতি
তোর প্রাণেশ্বর, তোর আরাধ্য দেবতা,—
কি পিশাচ, কি নরক হৃদয় তাহার।
পাষাণ চাপাও বুকে, কাণে দাও হাত,
দূর কর ভয়-ভীতি, চিনে লও সতি,
কা'র গলে দিয়েছিলে বরমাল্যদান।
কহিল রাঠোরপতি—দেবীর আদেশে
রাজ্যেরমঙ্গলহেতু লক্ষ মহারাণা
করিয়াছে আজ্ঞা দাসে নাশিতে মুকুলে ;
না পারি, জীবনদণ্ড হইবে আমার।
কল্যাণী—প্রভু মুকুলের হত্যা পিতার আজ্ঞায় !
রসাতলে গেল ধরা ! নিয়েছ সে ভার !
মহাবীর—শুন, শুন, ব্যস্ত কেন ? দেবতা তোমার,—
পিশাচ তোমার এই, নিয়েছিল সতি,
যদিও দিয়েছে শিরে চাপিয়া মুন্দেশ !
নামায়ে রাখিতে চাই, পারি না বহিতে ;
কি ইচ্ছা তোমার ?
কল্যাণী— নাহি পার নামাইব।

তুচ্ছ প্রাণ সেই গুরু পাপের তুলনে।
তুমি কেন? আছে দাসী, আছেত সন্তান,
সকলের রক্ত দিলে তবু কি দেবীর
মিটে না শোণিতসাধ? বাঁচে না মিবার?
জানাও, জানাও নাথ, জানে যদি দেশ—
দিবে আরো লক্ষ শির রক্ষিতে রাণায়।
শ্মশানসিন্দুর আমি পরিতেছি ভালে,
এ পাপ সংসারে আর নাহি প্রয়োজন।
শুনি কল্যাণার কথা, পূর্ব্বাশার দ্বার
করি উদ্ঘাটন উষা, সিন্দূর সহিত
অতর্কিতে দ্বারে তা'র দিলা দরশন।
দাঁড়াইল মহাবীর, লইল টানিয়া
অসি তা'র, দ্রুতবেগে খুলিল কপাট;
ভীম মূর্ত্তি দেখি কন্যা উঠিল কাঁদিয়া,—
কল্যাণী লইল কোলে, লক্ষ্য নাহি তা'র;
ছুটে দ্রুত রাজদ্বারে, ;—চেয়ে রহে সতী,
হেরে উল্কাপাত স্থির তারকা যেমতি।
বসিয়াছে রণমল্ল, মন্ত্রী, পারিষদ,
গিহ্লোট-রাঠোরবৃন্দ উজলিয়া সভা,
বন্দি মহাবীর সবে কহিলা মুন্দেশে,—
"রাজআজ্ঞা, দেবআজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন;
যে আজ্ঞা তোমার বল।

মন্ত্রী— ক্ষেপিয়াছ তুমি ?

দুর্ম্মদ—বেঁধেছ কি ঐ তব কটিবন্ধমাঝে ?

মহাবীর—জানে না, জানে না দাস ; তুমি ও মুন্দেশ
যা' দিয়েছ রাখিয়াছি, করহ গ্রহণ ;—
রাজহত্যা, প্রভুহত্যা হ'বে না আমাতে।

দুর্ম্মদ—দেখ, দেখ মন্ত্রিবর, তীব্র হলাহল !
কি ভীষণ ষড়যন্ত্র ! কি বিষম দেশ !
ভাবিনু উঠিবে সুধা সমুদ্রমন্থনে,—
সে বাসুকী রণবীর পেষণে জর্জ্জর
উদ্গারিল কালকূট অবশেষে হায় !
রক্ষা কর নীলকণ্ঠ নির্দ্দোষ রাঠোরে !
গিহ্লোট সামান্য নহে বলিলাম কত,
উপেক্ষি দাসের বাক্য তবু মুন্দপতি
'চঞ্চল, চঞ্চল' করি স্নেহাকুল প্রাণে,
আপনার স্বর্ণরাজ্য করি বিসর্জ্জন
ঝাঁপিল অনলকুণ্ডে ;—পুড়িল আপনি,
পোড়াইল রাঠোরের গৌরবগরিমা।

মুন্দেশ—হা ঈশ্বর, দৌহিত্রের উষ্ণরক্ত বিনা
পূরিল না পাপতৃষ্ণা ! কি কলঙ্ক হায় !
এ কলঙ্ক ছিল শেষে কপালে আমার !

মন্ত্রী—বুঝিয়াছি মুন্দেশ্বর, চিন্ত অকারণ।
প্রহরী, প্রহরী, দুষ্টে ক্ষেপ কারাগারে।

মহাবীর—তুচ্ছ কারাগার, মন্ত্রী, তুচ্ছ কারাগার ;
পার যদি নরকাগ্নি কর প্রজ্জ্বলিত
ঝাঁপিতে প্রস্তুত আছি, তুচ্ছ কারাগার ;
ভবকারাগার-দুঃখ করিতে মোচন
আসিয়াছি মন্ত্রিবর, কেন এ উদ্বেগ।
নাহি দেখিলাম হায় প্রভুর চরণ !
এস মা চিতোরেশ্বরি, মিটাও পিপাসা,
রাজরক্তবিনিময়ে অধম ভৃত্যের
শোণিত মা দশভুজে করিয়া গ্রহণ ;
রক্ষা কর দশ দিশ, রক্ষহ মিবার,
লঙ্ঘিনু আদেশ তব, ক্ষম মা আমায়।”
এত বলি প্রণমিয়া রাজসিংহাসন,
বুকে বিদ্ধ করি অসি ত্যজিলা জীবন।

হে শোণিত, জীবদেহে বদ্ধ থাক যবে,
থাকে ভাষা, থাকে প্রাণ, থাকে শক্তি শুধু
চালাইতে সেই দেহ নাকে বা নরকে।
নশ্বর বন্ধন টুটি’ কোন শুভযোগে
একবার ছু’টে যদি লুটাও ধূলায়,
না জানি কি অসীমের অসীমতা নিয়ে
আসন পাতিয়ে বস রক্তকলেবরে।
কোটি কোটি রক্তহীনে কর রক্তদান,
কোটি কোটি জন্মান্ধের ফুটাও নয়ন ;

শব্দহীন ভাষা তব কোটি মর্ম্মতলে
তুলে দেয় কি ঝঙ্কার বিরাট, মহান্।
পাষাণ মূর্ত্তির দেহে দিব্যচক্ষুদান,
জীবন প্রতিষ্ঠাতরে ব্যবস্থা কি তাই
করিয়াছে আর্য্যঋষি শোণিত তোমার!
উন্মত্ত ভবের মোহ করিতে মোচন,
মহাশক্তি ছিন্নমস্তা হইল কি সতী?
যে শুভ মাহেন্দ্রযোগে রক্তবীর্য্যদেহ
ছেড়েছিলে এক দিন, সেই শুভক্ষণে
ভৃত্যের অনিত্যদেহ করি পরিহার
মিবারের বক্ষে আজি এসেছ ছুটিয়া
ফুটাইতে গিহ্লোটের মোহান্ধ নয়ন।
নীরব নিস্তব্ধ সভা, নীরব মুন্দেশ,
গিহ্লোটের কুলাঙ্গার রাজপারিষদ
নীরবে রয়েছে চেয়ে; কাহারো নয়নে,
কাহারো বসনে, বক্ষে পড়েছে ছুটিয়া
বীরের শোণিত উষ্ণ; কাঁপিছে শরীর;
শঙ্কিত সজারুসম রোমাঞ্চিত দেহ;
কাঁপিয়া উঠিছে বুক, ঘুরিছে মস্তক,
মুখে কা'রো নাহি ভাষা, নয়নে পলক।
প্রতিরক্তকণা যেন বজ্ররূপ ধরি
পড়েছে সবার শিরে, সবে হতজ্ঞান;

রাজসভা বজ্রাহত বাগান যেমতি।
ভৃত্যের জীবনদান, আসন্নবচন
মুহূর্ত্তে মিবারবক্ষ করি উদ্বেলিত
ছুটিল ঝঞ্ঝার মত তরঙ্গ তুলিয়া।
কাঁপিতেছে প্রজাকুল লক্ষশির তুলি
ডুবাইতে রাঠোরের সৌভাগ্য-তরণী.
অপেক্ষি চণ্ডীর আজ্ঞা রহিল নীরবে।
রাঠোরের কূটনীতি. মোহমন্ত্র সব
সে পবিত্র রক্তস্রোতে চলিল ভাসিয়া.
বন্যায় ভাষায় যথা আবর্জ্জনা রাশি।
রে ভৃত্য, আকাঙ্ক্ষা তোর ফলিয়াছে আজি,—
করিয়াছ রক্ষা তুমি মিবারমুকুট,
শান্ত হও, শান্ত হও অনন্তের কোলে।
করিবে না বৃষোৎসর্গ তনয় তোমার
উঠিবে না শুভ্রমঠ চিতার উপরে—
ধনীর বঞ্চনা, হত্যা, মিথ্যা, ব্যভিচার
ঢাকি যথা সৌধচূড় দাঁড়ায় গরবে।
দীন তুমি অপুত্রক ; করিও না খেদ।
মুক্ত তুমি, ব্যক্ত তুমি ; পুত্র বা মন্দিরে
কে তোমা রাখিবে বদ্ধ, বল মহাবীর,—
মিবার করিবে শ্রাদ্ধ যুগযুগান্তর,
তোমার সমাধিস্তম্ভ মিবারমুকুট।

সপ্তদশ সর্গ।

করিল রহস্যভেদ ভৃত্য মহাবীর।—
পলাইতে চাহে যদি মুখের শিকার
ধরে যথা রুদ্রমূর্ত্তি ক্রোধান্ধ শার্দ্দুল,
নখদন্তাঘাতে তা'রে করে জর্জ্জরিত,
তেমতি ভীষণতর হইল রাঠোর;—
আরম্ভিল মুন্দেশ্বর তীব্র নিষ্পেষণ।
চতুর্দ্দিকে হাহাকার,—নাহিক নিশ্চয়
কখন কাহার মুণ্ড পড়িবে খসিয়া;—
নির্জ্জন হইল গৃহ, কারা লোকালয়।
গরল অমৃত হ'য়ে বাঁচায় যেমতি
মুমুর্ষু, সঞ্চারে শক্তি শিরায় শিরায়,
সে পীড়নে মিবারের প্রতিধমনীতে
বহিল শোণিত উষ্ণ সঞ্চারি চেতনা!
গুঞ্জরি উঠিলে ক্ষুদ্র মক্ষিকার দল
কাঁপে মহাবল ঋক্ষ;—কাঁপিল মুন্দেশ,
কাঁপিল রাঠোরবৃন্দ,—স্তম্ভরাজি সহ
কাঁপে মন্দিরের চূড়া ভূকম্পনে যথা।
ক্রমে দৃঢ় দৃঢ়তর করে আত্মবল

কৌশলী দুর্ম্মদসিংহ ; শঙ্কিয়া মিবারে
প্রতিক্ষণে রহিলেন বদ্ধপরিকর ;
আত্মঅধিকার রক্ষা করিতে কেবল
ব্যস্ত সদা ; ব্যস্ত তথা মহিষী চঞ্চল
শঙ্কা করি অমঙ্গল রাজ্য মুকুলের।
ভেদ শুধু—পদ্মসম মেলিয়া নয়ন
ভ্রমরের গতিবিধি হেরিছে দুর্ম্মদ,
হৃদয়সিন্ধুর বালি তাপিতা চঞ্চল
গণিতেছে মুদি' আঁখি কুমুদিনী যথা।
তাপিতের দিবানিশি একই সমান—
পারেনা বাঁধিতে দিন কর্ম্মের বন্ধনে,
পারেনা নিশীথশয্যা নিতে তা'রে বুকে,
দিবসে সে খুজে শশী নিশায় তপন।
কখন ডুবিবে রবি, আসিবে গোধূলি
ভাবে দিনে ; বার বার খুলিয়া কপাট
ঊষার সঙ্গীত-আশে কাটায় যামিনী।
রজনী চলিয়ে গেল, বিপন্ন তিমির
চঞ্চলের হৃদিতলে লইল শরণ।
গগনে উঠিল রবি, রাঠোর-দুহিতা
মুকুলে করিয়া কোলে লাগিলা ভাবিতে,—
সূর্য্যকরে শুষ্কমুখ লতিকা যেমতি
কুসুমে ধরিয়া বক্ষে সহে খরতাপ !

"একি কারাগার, নাকি রাণার প্রাসাদ!
নির্জ্জনে রয়েছে বদ্ধ দারাপুত্র তাঁ'র।
মুকুল রে, কোথা তোরে রাখিবে দুঃখিনী,
বিপদ জন্মের সখা বাছা কি তোমার!
সে নিশীথে যা' কহিলা ধাত্রী ত্রিনয়না
সত্য যদি হয় তাহা, ধিক্ এ মুকুটে,
মানুষে পশুতে তবে কি আছে প্রভেদ!
পিতা কি নরত্বহীন? দৌহিত্রে তাঁহার
করি হত্যা, রাজ্য তা'র করিবে হরণ?
সম্ভবে পিশাচ হেন মানুষের মাঝে?
তবে নির্ব্বাসিত যদি অজ্ঞাতে আমার
রণবীর, বিরাজেন রাজপরিষদে
রাঠোর অজ্ঞাতে মম, হত রঘুবীর
পিতার কুচক্রে যদি, ধাত্রীর কথায়
নাহিক সন্দেহ আর, গিয়েছি ডুবিয়ে!
কোথা পা'ব এ সংবাদ কাহারে শুধাই।"

ছাড়িয়া ঊষার কোল সন্ধ্যার অঞ্চলে
শরতের শ্রান্তরবি চলিয়াছে ধীরে;—
নাহি জ্ঞান, ক্ষুণ্ণমনে ভাবিছে চঞ্চল।
মনোহর পুষ্পোদ্যান বিরাজে অদূরে—
বেল, যুঁই, গন্ধরাজ, মল্লিকা, টগর,
সেফালী, কামিনী, কুন্দ, নানা জাতি ফুল

শোভিতেছে থরে থরে বিবিধ বসনে—
কা'রো রক্ত, কা'রো, নীল, কাহারো হরিত।
কেহ বক্ষে ভরি,' কেহ অঞ্চলের তলে
লুকায়ে রেখেছে কলি তপনের ভয়ে।
সরোবরে সরোজিনী, কোণে সূর্য্যমুখী
চেয়ে আছে ম্লানমুখে, পতিপ্রাণা যথা
হেরিয়া প্রবাসগামী পতির বদন।
সবার সন্তাপ কেহ পারেনা হরিতে,
একের যা' তাপহারী অপরের অরি।
উদ্যানের চারিধারে পাদপের শারি
সুসজ্জিত, সুশোভিত নানা আভরণে—
কা'রো শিরে স্বর্ণলতা, কাহারো মাধবী
পাতায় ঢাকিয়া মুখ ;—ধূর্জ্জটীর শিরে
যথা গঙ্গা, কিম্বা শোভে দ্বিতলে যেমতি
রঙ্গদর্শনের আশে লজ্জাবতীগণ।
বিবিধ ভঙ্গিমা করি বনের ছায়ায়
বিচরে শ্যামল তৃণে রাজহংসদল,
পবনহিল্লোলভরে শ্বেতাভ্র যেমতি
হিমাদ্রির কটিদেশে করিছে ভ্রমণ,
কিম্বা নীল সরে যেন শ্বেত শতদল।
পশ্চিমে সুনীল সিন্ধু তুলি ঊর্দ্ধবাহু—
বিশাল নীলোর্ম্মি শত, নিতে চাহে কাড়ি'

দিবাকরে ; শত শত স্বর্ণতারে তা'রে
টানিয়া রাখিতে চাহে মুগ্ধ তরুগণ,
মুগ্ধ শৈল ;—বুঝে নাই, বুঝে নাই তা'রা
মায়াপাশ হ'তে বলী নিয়তি বন্ধন।
কৃত্রিম নির্ঝরকরে আরম্ভিল মালী
জলসেক ; শুষ্কমুখ হেরিয়া মুকুল
কহিল সে দর্পভরে—"ভৃত্য মহাবীর
রক্তদানে করে রক্ষা রাণার জীবন,
থাকিতে এ দেহে প্রাণ শুকাইবি তুই—
রাজা মোর, প্রভু মোর, প্রাণের কোরক!"
এত বলি পুনঃ পুনঃ ঢালিছে সলিল
গন্ধরাজে, ধীরে ধীরে হাসিল মুকুল।
মালীর প্রাণের কথা বাজিল শ্রবণে
চঞ্চলের, বুঝিল না কিছুই তাহার,
রহিল উৎকর্ণ হ'য়ে চঞ্চল পরাণে।
নির্ঝর রাখিয়া দূরে লাগিল চালা'তে
কুদ্দাল উদ্যানমাঝে, তালে তালে তা'র
লাগিল গাইতে মালী—আকুল সঙ্গীত।

মরি, এল রে কি কাল!
রাজ্য ছে'ড়ে গেলে বাঁচি ঘুচেরে জঞ্জাল।
দেশে টেকা হ'ল ভার,

কা'রো থাকবে না আর ঘাড়,—
ডুবু ডুবু করে তরী কে ধরিবে হাল।
হাস্‌তে না'রি, কাঁদ্‌তে না'রি, খুল্‌তে না'রি মুখ;
নড়্‌তে না'রি, চড়্‌তে না'রি, পাষাণচাপা বুক;
কপালে কি জোর,
নিজবাসে চোর!
রয়েছি নজরবন্দী সকাল বিকাল!
বনের লতা বনের ফুল্,
তোরও দেখি আছে কূল্,
তোর তরে আছে মালী চালায় কুদাল।
রমার বেদী সোনার দেশ
আগাছায় কৈল শেষ,
তা'র তরে নাই কেহ কা'রে কই হাল।

সঙ্গীত শুনিছে রাণী, মর্ম্মভেদীস্বরে
ঘন বিষাদের ছায়া পাতিছে আসন
উত্তপ্ত হৃদয়ে তাঁ'র; ধায় যথা ত্বরা
দগ্ধ ধরণীর বক্ষে সাঁঝের আঁধার
পাখীর আকুল তানে; ঘুরিছে ফিরিছে
কক্ষতলে, ঘুরে শারী পিঞ্জরে যেমতি
মুক্তিআশে,—বু'ঝে যেন বুঝে না সে গীত।
তপন ডুবিল ধীরে, ধীরে মারে উকি

ঝোপেঝাড়ে অন্ধকার। ধূর্ত্ত ফেরু এক
আক্রমিতে রাজহংস করিছে উদ্যোগ
হেরি মালী, ছাড়ি তীর বিঁধিয়া চকিতে
কহিলা উচ্ছ্বাসভরে—"করেছিলে সাধ
জম্বুক, হরিবে হংস অজ্ঞাতে আমার,
মুন্দেশ হরিল যথা রণবীরসিংহে!
ভেবেছিলে রক্ষিহীন এই রাজোদ্যান,
রাজ্য যথা অরাজক।" এতেক কহিয়া
কুদ্দাল করিয়া কাঁধে, করেতে নির্ঝর,
উদ্যান ছাড়িয়া মালী করিলা প্রস্থান।
রাণীর মস্তকে যেন হ'ল বজ্রাঘাত,
দেখিলেন অন্ধকার, অবরুদ্ধ শ্বাস,
জমাট হইল রক্ত, আসিল জড়তা
রসনায়, ভাবিবার নাহি অবসর;
সংজ্ঞাহীনা, প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি যথা
অনিমেষ, কোল হ'তে পড়িল ঝরিয়া
ধূলায় অঞ্চলনিধি অজ্ঞাতে তাঁহার।
কাঁদিয়া উঠিল শিশু, টানিলা, অঞ্চল,
নাহি সংজ্ঞা জননীর—চিত্রপ্রতিমার।
ভাসিতেছে চক্ষে এক ভীষণ শার্দ্দূল,
ছুটিতেছে দিগ্বিদিক রক্তপিপাসায়,
বিকট দশনজাল, বিলোলরসনা,

রক্তআঁখি, ক্রোধোন্মত্ত, রঞ্জিত রুধিরে।
চকিতে হইল মনে ভীতির সঞ্চার,
কাঁপিয়া উঠিল বুক, রোমাঞ্চিত দেহ,
পলাইতে খুঁজে পথ, চরণে ঠেকিয়া
মুকুল উঠিল কাঁদি, অধোমুখে রাণী
বসিয়া ধরণীতলে তু'লে নিল কোলে,
ছাড়িল একটী দীর্ঘ সন্তপ্ত নিশ্বাস,
এক বিন্দু অশ্রুজল পড়িল ঝরিয়া
পুত্রশিরে, অদৃষ্টেরে করিয়া ধিক্কার
ক্ষুণ্ণমনে পশিলেন মন্দির ভিতরে,
চিন্তায়, লজ্জায়, ক্ষোভে হ'য়ে জর্জ্জরিত।"

ঘুরিছে প্রাসাদতলে, গবাক্ষের পথে
ছুটেছে রাণীর চক্ষু ধাত্রীর সন্ধানে।
হেনকালে ত্রিনয়না হ'লে উপনীত,
আকুলা চঞ্চলমতী শুধায় তাঁহারে,—
"কহ সখি, মহাবীর কোথায় আমার!"
উত্তরিলা ত্রিনয়না—"জানিনা কোথায়,
জনকের তৃষ্ণা তব করেছে নির্ব্বাণ।"
কাঁদিয়া কহিলা রাণী—"কি কহিলে বল,
নাহি বুঝিলাম কিছু, কি তৃষ্ণা পিতার!"
আরম্ভিলা ত্রিনয়না—"কি বুঝিবে আর!
মহারাণা লক্ষসিংহ,—দেবীর আদেশে,

মিবার রক্ষার হেতু বধিতে মুকুলে
আদেশ করেছে ভৃত্যে, বলিয়া মুন্দেশ
অর্পিলেন হলাহল, অজ্ঞাতে তোমার
করিবারে শিশুহত্যা, দেখাইয়া ভয়
নতুবা জীবনদণ্ড হইবে তাহার ;
প্রভুহত্যা মহাপাপ ভাবি মহাবীর
প্রত্যর্পণ করি বিষ রাজসভাতলে
মুন্দেশে, শোণিত তা'র করিয়া অর্পণ
মুকুট, মুকুল রক্ষা করেছে তোমার।"
এতেক কহিলে ধাত্রী মূর্চ্ছিতা হইয়া
পড়িলেন ভূমিতলে, "কই মহাবীর"
কহিতে কহিতে রাণী হইলা নির্ব্বাক।
সযতনে ত্রিনয়না আনিলে চেতনা
চঞ্চলের, ধাত্রীকণ্ঠ বেষ্টি ভুজপাশে
কাঁদিয়া কহিলা রাণী গভীর উচ্ছ্বাসে—
"মহাবীর, ভৃত্য তুই, জনক মুন্দেশ,—
গোষ্পদে-সাগরে যথা প্রভেদ বাহিরে,—
আত্মায় আত্মায় কত যোজন অন্তর
তেমতি, ভাবিলে বুঝি তুচ্ছ এ সংসার।
মুকুলের মাতামহ তুমি মুন্দপতি,
কেন সে পবিত্র নাম কলঙ্কী করিলে!
হা পিতঃ, এই কি স্নেহ করিলে প্রকাশ!

কহ সতি ত্রিনয়নে, কোন্ মন্ত্রবলে
এই কাল বিষধর করিবে দমন,
কেমনে রক্ষিবে শিশু বল না উপায়।
তোমার স্নেহের গুণে বাঁচিল মুকুল
এ বিপদে, আমি তা'র রাক্ষসী-জননী
রাক্ষস পিতার করে করি সমর্পণ,
ছিলাম আরামে বসি দেখিতে মরণ।
কোথা নির্ব্বাসিত চন্দ কহ ত্রিনয়নে,
সে কাণ্ডারী বিনে আর এই সিন্ধুমাঝে
নাহি শক্তি কা'রো শিশু করিবে উদ্ধার।"
মাতৃমুখে চন্দনাম শুনিয়া মুকুল
কহিল আকুলপ্রাণে "কই মা ভাইজী,
চলনা চলনা যাই, কাঁদ কেন তুমি।"
শিশুর সে সুধাস্বর জননীর বুকে
তীব্র হলাহল যেন করিল বর্ষণ,—
চঞ্চল উঠিল কাঁদি মর্ম্মযাতনায়,
"মুকুল রে, আর লজ্জা দিস্ না আমায়.
অভাগী জননী তোর পুষ্পমালা হরি
দিয়েছে রে কালসর্প খেলিতে বাছনি.
তুই যা'রে চিনেছিলি চিনি নাই আমি ;
হা লজ্জা ! মা ব'লে আর ডেকো না আমায়,
বাছারে, জননী তোর এই ত্রিনয়না,

মৃত্যুপথ বিনে তোর মুক্তিপথ বাছা,
চিনেনা চিনেনা এই রাক্ষসী চঞ্চল।
রসনা নির্লজ্জ হোক্, তবু শক্তিহীন
ডাকিতে তোমায় চন্দ, প্রাণের মুকুল—
তোমার হৃদয়রত্ন, ডাকিছে তোমায়,
এস বাছা, একবার দেখা দাও তা'রে।
দেখো না এ পাপমুখ, রাহুর মতন
গ্রাসিল যে পূর্ণতেজ প্রচণ্ড তপন,
তব পিতৃরাজ্যে আমি কাল ভুজঙ্গিনী,
করিয়াছি সর্ব্বনাশ, করিও না ক্ষমা ;—
ভুজঙ্গ ঘৃণিত বটে, কিন্তু বাছা মোর
নহে রে রতন তা'র, তু'লে লও বুকে।
ধাত্রী রে, নিকটে এস ; খোল, খোল অসি,
বসাও এ তপ্ত বুকে, উত্তপ্ত শোণিত
দিও পিতৃপদে মম, বলিও তাঁহারে—
শান্ত করি তৃষ্ণা যেন ফিরে মারবারে!
অর্পিণু মুকুলে তোমা, শুনি দুর্ঘটন
আসে যদি চন্দ কভু, করিও অর্পণ
প্রাণধনে, বিমাতার আশীর্ব্বাদরূপে,
নাহি শক্তি এ নয়নে দেখিব তাহারে।"
ক্রমে চঞ্চলের শোক বাড়িতেছে হেরি
কহিলেন ত্রিনয়না—"শান্ত হও সতি,

রচিতেছে মধুচক্র মক্ষিকার দল,
সাড়া পে'লে ক'রে দেবে দংশনে জর্জ্জর ;
অতি সন্তর্পণে তা'রে অজ্ঞাতে আঁধারে
অকস্মাৎ অগ্নি জ্বালি পুড়িতে হইবে।
শান্ত হও, চুপ কর, মু'ছে ফেল আঁখি ;
সঙ্কটে সাহস শক্তি, সঙ্কটেকাতর
নহে বীর নারীধর্ম্ম রাজধর্ম্ম তথা।
কুসুমে কীটাণু যথা মুকুটে রাজার
থাকে উপদ্রবরাজি সদা অলক্ষিতে।
মানুষ বিপদ যত স্বজে অনায়াসে,
পারেনা হরিতে তথা ; বিপদহরণ
ভগবান, ডাক তাঁ'রে বিপত্তির কালে।
নিয়তির চক্রে চন্দ দিলে দরশন
বরষিবে সুধাধারা, ঘুচা'বে আঁধার,
মিবার উঠিবে হাসি, হাসিবে মুকুল
তপ্ত সরসীর বক্ষে কুমুদের মত।
ভ্রাতারে লইতে কোলে বাড়াইলে বাহু
ভাই তা'র, উড়ে যায় সহস্র আপদ
সূর্য্যকরে পুঞ্জীভূত তুষার যেমতি ;
কোন্ দুঃখ, কোন্ দৈন্য সম্ভবে তথায় ;—
ভ্রাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃবল অমোঘ কবচ।
সে শুভ মুহূর্ত্ত মাগ বিধাতার পায়,

হৃদয়ের কাল মেঘ দাও উড়াইয়া,
দেখিবে চন্দের মুখ ; করহ বিশ্বাস
আসিবে সে ;—নাহি থাকে মহৎ অন্তরে
ঘৃণাহিংসা, নাহি জন্মে শৈবাল সাগরে।
সাহসে করিয়া ভর উঠহ সত্বর,—
রুদ্ধ করি সর্ব্বদ্বার দুর্গের মতন,
রক্ষিতে মুকুলে চণ্ডী করেছে আদেশ।"
প্রবোধিয়া চঞ্চলেরে হইল নিরত
মুকুল রক্ষায় ধাত্রী, রাখে বক্ষঃস্থলে
বিহঙ্গিনী ঢাকি বক্ষে শাবক যেমতি
ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে গগন।

অষ্টাদশ সর্গ।

কার্ত্তিকের অমাবস্যা দীপান্বিতা আজি,—
দুই ভগিনীর পূজা লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর,
মাতৃরূপা মহাশক্তি পূজিবার ও দিন।
আঁধার হইতে বিশ্ব হয়েছে প্রকাশ,
লুকাইলে কোন দিন লুকাবে আঁধারে।
অদৃষ্টেই থাকে শুভ, অদৃষ্টে অশুভ,
অদৃষ্টেই থাকে শক্তি নর নয়নের;—
পূজার প্রশস্ত তিথি অমানিশা কাল।
হেমন্তের হৈমসন্ধ্যা আসে ধীরে ধীরে,
শস্যের সুবর্ণ-ক্ষেত্র করিছে লুণ্ঠন
টিয়াকুল, হেরি ত্রাসে ফিরিল কুলায়ে
কলস্বরে, লুব্ধগ্রাস পড়িছে ঝরিয়া;
ডুবু ডুবু করে রবি পশ্চিম সাগরে,
ফুট্ ফুট্ করে তারা আকাশের গায়;—
উড়ে যায় বলবীর্য্য ডুবিবার কালে,
পারে না রাখিতে কেহ; হোক্ ক্ষুদ্রতর,
উদিবার কালে কোন বাধা নাহি মানে।—
জয়কালে ক্ষয় নাই, মরণে ঔষধ।
অমার তামসী লীলা অলক্ষ্মী-রূপিণী

বিস্তারিল ঘনকৃষ্ণ তিমির-অঞ্চল
ধীরে ধীরে ; লক্ষ্মীরূপা তারকা সুন্দরী
সুদূরে সুনীলাম্বরে হাসিছে মধুর,
নীল মাধবের বক্ষে ইন্দিরা যেমতি।
দীপালীর দীপসজ্জা চলিল উল্লাসে ;—
পরাইছে দীপমালা গৃহকণ্ঠে কেহ,
দেব মন্দিরের পদে, চত্বরের বুকে,
কেহ বা কুসুমবনে, পাদপশাখায় :
মৃদুল পবনে উড়ে জোনাকীর মালা
ছিন্নসূত্রে, সুরবালা নন্দনে বসিয়া
মর্ত্ত্যমাঝে তারামুষ্টি ছড়াইছে যেন ;
কিবা ঊর্দ্ধে, কিবা অধে, কিবা মধ্যদেশে
সতারক আকাশের লীলা মনোহর ;—
ঊর্দ্ধে স্থির অচঞ্চল, মধ্যে ভাসমান,
অধে ঘন বিকম্পিত, কিবা অভিরাম !
কিবা অভিরাম দৃশ্য সরসীর বুকে !
বিচিত্র আকাশত্রয় মিলিয়া গোপনে
করিতেছে কাণাকাণি, পত্রসঞ্চালনে
কাঁপিয়া আকুলচিত্তে ধীরে পরস্পরে,
হাসিমুখে দাঁড়াইয়া হেরে কুমুদিনী,
তীরে সীমন্তিনিগণ ঘুরিয়া বেড়ায়,
চঞ্চলা নলিনী যেন সহস্র প্রদীপে

সহস্র কিরণ ভাবি, জাগি অকস্মাৎ
হইয়াছে আত্মহারা আনন্দে অধীর।
হাসিছে রজনীগন্ধা, সলজ্জা রমণী
যথা মৃদুহাসে অবগুণ্ঠনের তলে ;
ঝরিছে রমার হাসি দেউটার মুখে,
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ফুটে থরে থরে।
আজি হাসিময় বিশ্ব ;—পিতৃলোকগণ
আনন্দিত পিতৃলোকে স্বর্গে মহালয়ে ;
আনন্দিত মর্ত্ত্যলোক ; পিতৃকার্য্য করি
দিবালোকে, নিশাগমে কেহ বা দেবনে
গণিতেছে শুভাশুভ ; জয়লক্ষ্মী কেহ,
কেহ জয়কালী বলি গাইছে সঙ্গীত।
কুলায় বিহঙ্গগণ, অশ্ব মন্দুরায়,
গোষ্ঠে গাভী ডাকিতেছে আনন্দে সঘন ;—
নাহি সুপ্তি, দেশময় মহা জাগরণ,—
দিবা কিবা বিভাবরী বুঝা নাহি যায়।
আনন্দসাগরসম মিবার-নগরী,
উঠে বুকে কলোচ্ছ্বাস অব্যক্ত-মধুর,
ভাসে গৃহ আলো'জ্জ্বল জলযানসম,
দীপস্তম্ভসম তরু শোভে স্থানে স্থানে ;
অলক্ষ্মী তিমিরাঞ্চলা গুটায়ে অঞ্চল,
সসঙ্কোচে ম্লানমুখে পশ্চাতে তাহার।

হেরিছে দুর্ম্মদসিংহ বয়স্তের সনে
দীপমালা, দীপলীলা, আনন্দের খেলা
রাজপথে ; পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়।
কত আশা, কত সাধ জাগিছে অন্তরে,
কত স্বপ্নসিংহাসন ভাসিছে নয়নে।
চণ্ডীর মন্দিরপানে ছুটিল দুর্ম্মদ
অধরে মুরলী-ধ্বনি করিয়া মধুর,—
নহে প্রেমে, নহে রূপে, নহে গুণে তা'র,—
মিবারের দীপশিখা করিতে নির্ব্বাণ।
ধরিবারে ভুজঙ্গিনী বাজায়ে ডমরু
ঘুরে যথা ব্যালগ্রাহী বিবরের পাশে,
বংশীধ্বনি করি তথা ঘুরিছে দুর্ম্মদ ;—
ফণিনী তোলে না শির ; আকারে ইঙ্গিতে
বিজ্ঞাপিছে মনোভাব ধূর্ত্ত পাপাশয়।
দেখিয়া না দেখে চণ্ডী, শুনিয়া না শুনে,
জ্বলিতেছে ঘৃণাদ্বেষে ; বুঝিয়া দুর্ম্মদ,
ফিরিল বয়স্য সহ ব্যর্থ-মনোরথ।
আসিল পূজার কাল, নামিয়া চত্বরে
বসিলেন রণচণ্ডী অলক্ষ্মী, পূজিতে—
সম্মুখে গোময়মূর্ত্তি গর্দ্দভবাহন,
কৃষ্ণবর্ণা, কৃষ্ণবাসা, করেতে মার্জ্জনী—
বামকরে পদে তা'র অর্পিল অঞ্জলি।

প্রবেশিলা পরে চণ্ডী চণ্ডীর মন্দিরে ;—
নৃমুণ্ডমালিনী কালী উলঙ্গ কৃপাণ,—
লোলজিহ্বা, দিগ্বসনা, বিমুক্ত কুন্তল,
শোভিতেছে কালবক্ষে বরাভয়করে ;
অসুরমর্দ্দিনী ভীমা বিজয়িনীবেশে,
মা ভৈঃ বলিয়া যেন আশ্বাসিছে জীবে।
অর্পিলেন রক্তজবা মহাশক্তিপদে,
জানুপাতি ভক্তিভরে মাগিলা আশীষ।
শক্তিপূজা করি শেষ, লক্ষ্মীর চরণে
বসিলেন লক্ষ্মীরূপা ; শোভিছে সম্মুখে
পদ্মের কাননমাঝে পদ্মাসনোপরি
বিষ্ণুশক্তি. শোভে করে শ্বেতশতদল ;
নাহি অস্ত্র, নাহি শস্ত্র, প্রেমময় আঁখি ;
শান্তিতে জগতজয়ী—শান্তির প্রতিমা।
মায়ের ত্রিমূর্ত্তিপদে অর্পিয়া অঞ্জলি
গাইলেন অশ্রুমুখী উচ্ছ্বসিত প্রাণে।

তোমায়—সাধে কি মা ডাকি আমি!
তোমারি পরাণে পরাণ-দেউটী
জ্বালা'ব দিবস-যামি।
ও কোরে বসিব ; চুচুক চুষিব,—
দশনে কাটিব কভু ;

হাসিলে হাসিব ; শাসালে কাঁদিব—
উরহি ঘুমা'ব তবু।
উগার বজর, গরজ গুরুয়া,
হানহ বিজুরী-বাণ ;
পাছু না সরিব, আঁকড়ি রহিব
তোমারি আঁচর খান।
ভীষণ, তোমারে করিব মধুর
ঝাঁপাই হৃদয় মা'র ;
মধুর, তোমার বাড়াব মাধুরী
সিনেহ তুলিতে তাঁ'র।
অমিয় কি গর, কোমল, কঠর
যা' আছে তোমারি মাঝে ;
মায়েরি মমতা মাখিয়ে যতনে
লাগা'ব আমারি কাজে।
অলক্ষীরূপে মা, ধরিয়া মার্জ্জনী
জঞ্জাল করহ দূর ;
এস মা অভয়ে, অবশ পরাণে—
অলস হইবে শূর।
হাস মা কমলে, হাসিবে কমল,
পোহাবে আঁধার যামি ;
দেখাও জননি, স্বরূপ তোমার—
স্বরগ আসিবে নামি।

মা, মা, ব'লে উঠে যদি কাঁদিয়া সন্তান,
পারে কি জননী কভু ঘুমাতে নীরবে?
কোথা সে পাষাণ মাতা! জাগি আচম্বিতে
ছুটে আসে মুক্তকেশে প্রসারিয়া বাহু,
টেনে লয় বুকে তা'র, মোছায় নয়ন।
অকস্মাৎ মহানাদ উঠিল তোরণে,—
প্রচণ্ড প্রতাপে আসি আক্রমিল পুরী
নির্ব্বাসিত চন্দ-রণ, ভীলবৃন্দ সহ।
তুলিয়া আনন্দধ্বনি আনন্দ উল্লাসে
ছুটিল মিবারবাসী লহরে লহরে,
ছুটে যথা সিন্ধুবারি তরঙ্গ তুলিয়া,
আঁধার নিশিতে চন্দ্র দিলে দরশন।
নাহি অক্ষক্রীড়া আর, শত শঙ্খ ভেরী,
জগঝম্প রণতালে উঠিল বাজিয়া।
অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাঝড়ে আনন্দবিহারে
ডুবিলে তরণী যথা, তরঙ্গআঘাতে
ভেসে যায় ছিন্নসূত্রে যাত্রিকের দল,
তেমতি রাঠোরবৃন্দ ছুটে দিগ্বিদিক্
হতবুদ্ধি, পরিহরি জীবনের আশা।
দাঁড়াইলা মিবারের নরনারীগণ
শ্রেণীবদ্ধ, রণসাজে হইয়া সজ্জিত।
কোষমুক্ত হয়ে যত গিহ্লোটের অসি—

করালী কালীর লোল রসনার মত,
রাঠোর-শোণিত-আশে উঠিল নাচিয়া।
মারবার-সেনাপতি দুর্দ্দান্ত দুর্ম্মদ,
মিবারের সিংহদ্বারে হ'য়ে উপনীত
অপূর্ব্ব চাতুরী করি কহিলা গম্ভীরে,
স্বজাতি রাঠোরবৃন্দে গিহ্লোটসন্তানে।
"রাঠোর, কর্ত্তব্যপথে হও অগ্রসর,
পরার্থে স'পেছ প্রাণ, রক্ষিতে মিবার
স্বেচ্ছায় নিয়েছ ভার, রাখিও স্মরণ;
পরহিত বরধর্ম্ম যায় যা'বে প্রাণ!
রাঠোর কিরীটশূন্য নহে রে গিহ্লোট,
রাঠোরের আছে রাজ্য, আছে রাজধানী।
নির্ব্বাসিত মুন্দপতি মুকুলমঙ্গলে,
ছাড়ি স্বর্ণসিংহাসন সুদূর মিবারে।
ক'রোনা বিশ্বাস চন্দে, ধূর্ত্ত রণবীরে;—
শিশু মুকুলের রাজ্য হরিতে কৌশলে
করিতেছে এ উদ্যোগ। মৃগয়ার হেতু
ব্যাধ যথা পোষে, তোষে, লেলায় কুক্কুরে,
রে অজ্ঞ নির্ব্বোধ তোরা প্রতারিত তথা॥
কি শক্তি ব্যাধের আছে মৃগেন্দ্র পুষিতে?
সামন্ত-সর্দ্দার যত আছে মিবারের,
যা'রা মিবারের বাহু মিবারের বল,

করেছে গিহ্লোট নাম ধন্য এ জগতে,
এই দেখ দুই পার্শ্বে আছে বিরাজিত,
পাষাণপ্রাচীর যথা অটল অচল।
রক্ষিতে মিবাররাজ্য, মিবার গৌরব,
উদ্যত রাঠোরবৃন্দ স্বীয় রক্তক্ষয়ে,
কি কর্ত্তব্য তোমাদের ভেবে দেখ মনে।"
"আর না রাঠোর" বলি কোটি কণ্ঠ ভরি
উঠিল বিদ্বেষনাদ ; চন্দরণবীর
মহাপরাক্রমে ক্রুদ্ধ কেশরীগর্জ্জনে
উড়িল রাঠোরদলে, ছুটিল পশ্চাতে
মিবারের নরনারী,—কেহ অসি ধরি,
কেহ ভল্ল, কেহ শেল, কেহ বা মুদ্গর।
দক্ষিণে ছুটিল চন্দ, রণচণ্ডী বামে,
মধ্যভাগে রণবীর প্রচণ্ড বিক্রমে।
উড়িল তড়িদ্বেগে অশনিনির্ঘোষে
দুর্দ্দান্তপ্রতাপ চন্দ, যথায় দুর্ম্মদ,
মারবার রাজপুত্র বীরশ্রেষ্ঠ যোধ
রচেছিল সৈন্যব্যূহ। চতুর দুর্ম্মদ
হাসিয়া কহিলা চন্দে,—"এস ধর্ম্মপ্রাণ,—
এস সত্যব্রত, এস পিতৃভক্ত বীর,
অভ্যর্থনা করে তব মুন্দ সেনাপতি।
আসিয়াছ সত্যধর্ম্ম করিতে পালন,

লভিবে অক্ষয়কীর্ত্তি ধর্ম্মযুদ্ধে আজি।"
ক্রোধে উদ্দীপিত চন্দ উত্তরে গর্জ্জিয়া—
"আহ্বানের অপেক্ষায় থাকে কি শমন?
কি বুঝিবে ধর্ম্ম তুমি, কিবা ধর্ম্মরণ,—
দুষ্কৃতিবর্জ্জন ধর্ম্ম, দুষ্কৃতদমন
ধর্ম্মরণ, ধর্ম্মরণ দুর্জ্জনসংহার।
আজন্ম অসত্যসেবী, নির্লজ্জ তস্কর
ধৃতচৌর্য্যে, কি বুঝিবে সত্যের মর্য্যাদা।
সত্য কভু নহে বদ্ধ ভাষার অক্ষরে,—
রক্ষিলে সত্যের লক্ষ্য সত্যরক্ষা হয়।"
এত বলি আক্রমিল ভীম পরাক্রমে
দুর্ধর্ষ রাঠোরচমূ, ঘন বনস্থলে
পশে যথা দাবানল ভৈরব হুঙ্কারে।
বাধিল ভীষণ যুদ্ধ; উদ্গারে অনল,
গরজে আগ্নেয় অস্ত্র, ধূমাচ্ছন্ন ধরা।
তুরঙ্গের হ্রেষাধ্বনি, সঙ্গীন ঘর্ষণ,
সৈনিকের আস্ফালন, কোদণ্ড-টঙ্কার
উঠিতেছে মুহুর্মুহু করি বিজ্ঞাপিত
নরের অস্তিত্ব-চিহ্ন ঘন অন্ধকারে।
শিলাবৃষ্টি, ঝঞ্ঝাঝড় বহিলে প্রবল
পরিপক্ক শস্যক্ষেত্রে শস্যহীন-তৃণ
ভাসে যথা ওতপ্রোত তরল কর্দ্দমে,

প্রচণ্ড গিহ্লোটবেগ সহিতে না পারি,
ছিন্নমুণ্ড রাঠোরের কাণ্ড শত শত
শোণিত রঞ্জিত হ'য়ে পড়িল তেমতি,
পৃষ্ঠভঙ্গ দিল যোধ মুন্দের কুমার।
ছুটিল পশ্চাতে চন্দ—হরকোপানল
ভস্মিতে মদনে, কিম্বা চক্র স্নুদর্শন
দুর্ব্বাসার পাছে যথা,—যাবৎ চিতোর
পরিহার করি অরি পলাইল ত্রাসে,
সে স্নুযোগে আত্মরক্ষা করিল দুর্ম্মদ।
সিংহপরাক্রমে বীর রণবীরসিংহ,
মদমত্ত করি যথা দলে পদ্মবন,
তেমতি রাঠোর-ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করি
পশে পুরীঅভ্যন্তরে ভাঙ্গি সিংহদ্বার,—
ক্ষুধায় কাতর শিশু ছিড়ে বস্ত্রাঞ্চল
সুপ্ত জননীর যথা স্তন্যের কারণ।
দমি যক্ষসিংহ আদি দুর্দ্দম রাঠোরে,
মুকুলের রক্ষাতরে চামুণ্ডারূপিণী
ছুটিলেন রণচণ্ডী,—বিদ্যুৎপ্রতিমা,
দলিয়া অসুরবংশ চণ্ডিকা যেমতি।
যোধের পশ্চাতে চন্দ, প্রবিষ্ট পুরীতে
রণবীর, শুভযোগ বুঝিয়া দুর্ম্মদ
রোধিতে চণ্ডীর পথ ধায় সিংহদ্বারে,

ধায় যেন উর্ণনাভ লুতাতন্তু পাতি
জড়াইতে সঞ্চারিণী অনলশিখায়।
চণ্ডীর সম্মুখে আসি কহিলা দুর্ম্মদ—
"নহে ফাগোৎসব এই কুঙ্কুমের খেলা,
এই যে সমরক্ষেত্র, হেথায় পুরুষ
রমণীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না কখন,
রণরঙ্গিণীর বেশে কেন গো অবলে!
ফিরে যাও সুলোচনে, কেন এ আয়াস!"
উত্তরিলা রণচণ্ডী হাসিয়া ঈষৎ—
"থাকে কি সমরক্ষেত্রে মুন্দসেনাপতি
আমরা বুঝেছি এই বাসর-মন্দির,
আসিয়াছি বরকণ্ঠে দিতে মাল্যদান
নাগর, এতই কেন বীতরাগ প্রেমে!
কেন এ উপেক্ষা বল, বিবর ত্যজিয়া
আসিল নাগিনিগণ বংশীনাদে তব,
কোথা যা'বে! নাচাইতে নাহি কর সাধ?
বাজাও বাজাও বাঁশী, বাজাও আবার।"
চণ্ডীর বিদ্রুপে ক্রোধে উত্তরে দুর্ম্মদ,
বিদ্যুৎচমক হেরি গর্জ্জে যথা মেঘ,—
"বাসর মন্দির এই রে দাম্ভিকা নারী!
র'চে দেব পুষ্পশয্যা ঘুমাবে আরামে,
প্রস্তুত হও রে আশু, জাননা দুর্ম্মদে?

হেন ফণিনীর মালা পারি দোলাইতে
নীলকণ্ঠসম কণ্ঠে, নাহি কোন ভয় ;
কেন এত আস্ফালন ? মিটাইব সাধ।"
আবার হাসিয়া চণ্ডী করিলা উত্তর—
"সাপুড়ে না চিনে সাপ সম্ভবে কখন ?
শিবত্বে হয়েছে সাধ ? বুঝিয়াছ কাল ?—
না পূরি ভক্তের বাঞ্ছা চণ্ডী কি ফিরিবে !
পূর্ণ যদি নহে কাল ছেড়ে দাও দ্বার।"
ক্রোধান্ধ হইয়ে মত্ত মুন্দসেনাপতি
আক্রমিল পূর্ণতেজে বীরাঙ্গনাগণে,
রোধিতে গঙ্গার গতি ঐরাবত যথা।
নাচিল সমরে রণরঙ্গিণীর দল,
প্রলয় মেঘের মত উড়িল মস্তকে
অসিত কুন্তলরাজি, তড়িতের প্রায়
চমকিল তীক্ষ্ণ-অসি বাঁধিয়া নয়ন।
অশনি উদ্গারে যেন আরক্তলোচন
অগ্নিময়, ঝর ঝর ঝরিছে রুধির,
রক্তবৃষ্টিধারা যেন অরিষ্টের দিনে।
ঘেরিল চণ্ডীর দল ভীষণ হুঙ্কারে
মুন্দসেনা, জীর্ণগৃহ অনলে যেমতি ;
দুর্ম্মদ চণ্ডীর শিরে প্রহারিল অসি,
ভূতলে পড়িল খসি ঠেকিয়া চিকুরে ;

হানিল সুতীক্ষ্ণ বর্ষা, ব্যর্থ সে সন্ধান।
পলা'তে উদ্যত যবে, চণ্ডীর কৃপাণে
দর্পী দুর্ম্মদের শির নমিল চরণে,
যেমতি চণ্ডের মুণ্ড চামুণ্ডার করে।

ঊনবিংশ সর্গ।

মিবারের অর্থরাশি করিয়া শোষণ
বাঁধিয়াছে রণমল্ল বিচিত্র প্রাসাদ—
সুরম্য বিলাসাগার, স্তম্ভ মণিময়,
প্রাচীরে রতনরাজি খচিত উজ্জ্বল ;
দেখে নাই যেই রত্ন রাঠোরকিরীট,
আসনে সে মহামূল্য রতন ঝলসে।
নিশিতে জ্বলেনা দীপ—অসহ্য আলোক,
আলোকিত হর্ম্ম্যতল সুরম্য হীরকে।
মিবারের সিংহাসন জিনি মনোহর,
নির্ম্মায়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী আসন মুন্দেশ,
মন্দির-সম্মুখে শোভে সুন্দর উদ্যান
গন্ধময়, গন্ধরাজ আদি নানাফুলে,
দীপালীর দীপাবলী জ্বলে মনোহর।
সেই প্রাসাদের তলে ভাবিছে তমসা
শোকাতুরা সীতা যেন অশোককাননে—
"মুন্দেশ্বর, এই সাধ ছিল কি তোমার!
দুহিতায় দিবে আলিঙ্গন! ছিল সাধ,
পিতৃব্য দুর্ম্মদসিংহ পিতৃকামানলে

আহুতি করিবে শেষে অনাথা অবলা !
মাতা ব'লে, মাসী ব'লে, বাছা ব'লে কত
দেখালে অপত্যস্নেহ; চঞ্চলের মত
পিতা ও পিতৃব্যজ্ঞানে ভক্তির অঞ্জলি
অর্পিলাম পদে, তা'র এই পরিণাম !
এই কি ধরণী ? তবে নরক কোথায় !
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, প্রলোভন
নির্ম্মায় রৌরবপথ ; ভাবিনি স্বপনে
স্নেহভক্তি সুধাস্রোতে পশিয়াছে কেহ
নরকের ঘূর্ণপাকে প্রেমময় হরি !
আসিনু গোবিন্দ তব চরণদর্শনে,
হইনু বন্দিনী হায় ! দীনবন্ধু তুমি !
বুঝিলাম বিধবার বান্ধব কেবল
জ্বলন্ত শ্মশানবহ্নি চিরশান্তিময় !
মুন্দেশ মানুষ নহে ? বৃদ্ধ নরপতি
সম্ভবে কি ধর্ম্ম তা'র দিবে বিসর্জ্জন ?
প্রাণেশ্বর, প্রাণাধার, অনন্যশরণা ।
যে পবিত্র পদস্বর্গ দ্বাদশ বৎসর
করে ধ্যান, হইবে কি কলঙ্কিত আজি !
হইবে কি কলঙ্কিত রাজপরিবার !
হইবে কি কলঙ্কিনী তমসা তোমার !
এ প্রাণ নির্ম্মাল্য তব, পূতিগন্ধ ক'রে

অর্পিবে না পদে দাসী, কর আশীর্ব্বাদ।”
এরূপে ভাবিছে সতী, মত্ত মদিরায়
চকিতে কপাট খুলি’ পশিল মুন্দেশ,—
নরকাগ্নি শিখা যেন মন্দাকিনীতীরে।
কাঁপিয়া উঠিলা সতী, কাঁপে যথা শশী
রাহুর করালমূর্ত্তি করিয়া দর্শন ;
শিহরিল সর্ব্বঅঙ্গ, কোণে অধোমুখে
গুণ্ঠনে আবরি মুখ লাগিলা কাঁদিতে।
হেরিলেন অন্ধকার মারবারপতি,
কহিলা আকুলকণ্ঠে থামিয়া ক্ষণেক—
“কি দেখিতে আসিলাম, কি দেখাও প্রাণ !
চাঁদের বদনে ঝরে বাদলের ধারা !
পুষিয়াছি কত আশা,—মিবারমুকুট
পরিব এ শিরে যবে, পাটেশ্বরী করি
মিটাব মনের সাধ—প্রাণের তমসা !
কোন দোষে দোষী বল, তোমার কারণে
ছাড়িয়াছি রাজপাট, রাঠোর মহিষী।—
এ মরুসাগরে তুমি মরুদ্বীপ মম,
বিশুষ্ক অধর তব কেন সুধামুখী ?
আজি আঁধারের মুখে ফুটিতেছে হাসি,
তমসা, তমসাবৃত বদন তোমার !
আলোকের উৎসে কেন চাপি অন্ধকার,

বল, এ হৃদয়রাজ্য কর আলোহীন ?
চক্ষুস্মাণে কর অন্ধ ? হাস একবার,
কোটি কোটি দীপশিখা উঠিবে জ্বলিয়া,
বাড়াইবে দীপালীর মহিমা গৌরব।"
অশনি পড়িল শিরে, অনন্যউপায়
ধরি মুন্দেশের পদ কহিলা তমসা,—
"পিতঃ, পিতঃ, একি কথা উচ্চারিলে মুখে!
তমসা-চঞ্চল দুই দুহিতা তোমার।
শুনিলে খসিবে তারা, ভাঙ্গিবে আকাশ,
উৎসবের দীপাবলী যাইবে নিবিয়া,
রবিশশী মুখ বিশ্বে দেখাবে না আর।
রাজা তুমি, জ্ঞানী তুমি, তুমি বর্ষীয়ান,
অনাথা বিধবা আমি, বালিকা তোমার,
দেখ চক্ষু মেলি ; পিতৃস্নেহের নির্ঝর
কর মুক্ত, নিবে যা'ক্ পাপ হুতাশন।
মা ব'লে ডেকেছ নিত্য, ডাকহ আবার,
উঠি কোলে ; মাতৃনামে দিও না কালিমা।
উপাড়িয়া স্বর্গ কেন ফেলাবে নরকে,
করিবে বিচূর্ণ কেন সৃষ্টি বিধাতার।
স্পর্শ করে নাই বলে রাক্ষস রাবণ
বন্দিনী সীতার অঙ্গ,—চন্দ্রবংশধর
হইবে রাক্ষসাধম! তুমি কুলপতি,

রাজা তুমি, পিতা তুমি, রক্ষ অনাথায়।"
ধীরে ধীরে মুন্দেশ্বর কহিলা হাসিয়া—
"উঠ, উঠ পাগলিনি; এসেছি খুজিতে,
এসেছি সৃজিতে স্বর্গ—নহে উপাড়িতে।
হৃদয়ের তৃপ্তি স্বর্গ, অতৃপ্তি নরক;
তৃপ্তির প্রদান, আর তৃপ্তির প্রাপণ
আছে যথা সেই স্বর্গ;—স্বর্গ কোথা আর?
অঞ্চলে রয়েছে বদ্ধ স্বর্গ উর্ব্বশীর,
ফিরে সাথে, তুমি স্বর্গ; স্বর্গের সোপান,
লও তুলি; স্বর্গহীন ক'রো না আমায়;
উঠ, উঠ, এস প্রাণ, হৃদয়পিঞ্জরে।"
মুন্দেশের বাক্য শুনি, ছাড়িয়া চরণ
উঠিলা তমসা সতী, কহিলা ঘৃণায়—
"উঠিলাম, উঠিলাম, অস্পৃশ্য সে পদ
কাতর ভিক্ষার স্থান নাহিক যথায়;
অস্পৃশ্য সে পাপদেহ, স্নেহ আর কাম,—
স্বর্গ ও নরক যথা সমমূল্য ধরে।"
সতীর কথায় মল্ল কহিলা গর্জ্জিয়া—
"আবার উপেক্ষা তোর! এত অহঙ্কার!
মিবার ঈশ্বর আমি, আমি মুন্দেশ্বর,
আমায় উপেক্ষা দুষ্টে! হেন সতী তুই?
বাঁচিতে করিলে সাধ, পূর্ণ কর আশা,

নতু খণ্ড খণ্ড করি মিটা'ব পিপাসা।"
এত বলি মুন্দপতি আলিঙ্গনআশে
বাড়াইলে তপ্তবাহু, চামুণ্ডার মত
সরোষে কহিলা সতী আরক্তনয়না—
"নিরস্ত্রা বিধবা হেরি এত আস্ফালন!
মিটা'ব পিপাসা, তিষ্ঠ, দেখা'ব এখন,
রাঠোর-মুকুট হ'তে গিহ্লোট-নারীর
সতীত্ব কি মূল্যবান, নরকের কীট।
পদাঘাতে তুচ্ছ কাঁচ যে চায় চূর্ণিতে
না পিয়ে রুধির তা'র চূর্ণ নাহি হয়,
না করি শোণিত ব্যয় হরিবে নারীর
অমূল্য সতীত্বরত্ন? এস হে লম্পট,
সতীত্বের কত মূল্য, কত বল তা'র
দেখ, দেখ নরাধম।" এতেক কহিয়া
করালী রুদ্রাণী-বেশে দাঁড়াইলা সতী,
ঘন অন্ধকার সম উড়িল কুন্তল,
নয়নে কালাগ্নিশিখা জ্বলে ধক্ ধক্,
নিশ্বাসে অনল ঝরে, প্রতি লোমকূপে
ঝরে অগ্নি, বহে অগ্নি শিরায় শিরায়,
মূর্ত্তিমতী শিখা যেন প্রলয়রূপিণী।
হেরি সে ভীষণমূর্ত্তি ঘুরিল নয়ন
পাষণ্ডের, নেশামত্ত পড়িল ঢলিয়া

সংজ্ঞাহীন, পড়ে, যথা সর্পদষ্ট জন।
সুযোগ বুঝিয়া সতী রাঠোরপতির
শিরের উষ্ণীষ খু'লে সুদৃঢ় বন্ধনে
বাঁধিলেন হস্তপদ, বাঁধিল মস্তক
সুকৌশলে, আত্মরক্ষা করিবারে সতী।
অকস্মাৎ ঝড়বেগে রণবীরসিংহ
পশিল মন্দিরমাঝে; চমকি তমসা
কহিলেন বীরবরে উন্মাদিনীপ্রায়—
"রক্ষহ সামন্তবর, রক্ষ এ দাসীরে,
মুন্দেশের পাপতৃষ্ণা করিতে পূরণ,
পাপাত্মা দুর্ম্মদ ছলে করিয়া বন্দিনী
সমর্পিল করে তা'র; কুলবধূ তব
করিয়াছে ধর্ম্মরক্ষা ধর্ম্মের কৃপায়,
বাঁধিয়াছি পাপাত্মারে শমননিগড়ে।"
শুনি রমণীর বাক্য রণের হৃদয়ে
বিধূমিত হুতাশন উঠিল জ্বলিয়া,
তীরবেগে পশে কক্ষে ভৈরব গর্জ্জনে।—
হেরিছে কামের স্বপ্ন কামার্ত্ত মুন্দেশ,
বিচরিছে স্বপ্নরাজ্যে, নাহি বাহ্যজ্ঞান,
"তমসা তমসা" বলি বাড়াইলা কর।
উত্তরিলা রণবীর—"কামান্ধ কুক্কুর,
নহেরে তমসা, মম পিপাসী-কৃপাণ

সমাকুল আলিঙ্গিতে হৃদ্‌পিণ্ড তব।
এতক্ষণে যমদণ্ডে করিত তাড়না।
থাকিতে সজ্ঞান যদি, আমি রণবীর,
শিয়রে রেখেছি দণ্ড—শমন তোমার।”
মল্লের ফিরিল সংজ্ঞা, চিনি রণবীরে
উঠিতে করিল যত্ন, নিগড়িত হেরি
নাগপাশে, দন্তে দন্তে করিয়া ঘর্ষণ
বন্ধন করিলা ছিন্ন ভীম বাহুবলে,—
গজেন্দ্র মৃণাল যথা, লইল টানিয়া
এক লম্ফে আসি তা'র প্রাচীর হইতে,
ক্রোধে বজ্রধ্বনিসম করিলা গর্জ্জন।
“কাপুরুষ, বীরধর্ম্ম এই কি তোমার?
গোপনে শয়নকক্ষে করিয়া প্রবেশ
রে দস্যু তস্করাধম, বাঁধিয়া আমায়
করিছ বীরের মত সমরে আহ্বান!
কহে দম্ভে রণবীর—“শান্ত হও আগে
রে লম্পট, গুপ্তহত্যা শিখেনি গিহ্লোট;
করি নাই বন্দী আমি; পশুর অধম,
পশুবলে পশুবৃত্তি করিতে পূরণ
করেছে বন্দিনী যা'রে লাঞ্ছিতা সে নারী
বাঁধিয়াছে, প্রতিহিংসা নিতেছে রমণী,
তস্করের সঙ্গে নাই ধর্ম্মের বিচার,—

কোন্ বীরধর্ম্মবলে বীরেন্দ্র রঘুরে
বধিয়াছ দুরাত্মন্; মুকুল-হত্যায়
কোন্ ধর্ম্মে নিয়োজিত কর মহাবীরে;
কোন্ বীরধর্ম্ম, কোন্ রাজধর্ম্ম বল,
রক্ষাহেতু করিয়াছ বন্দিনী কপটে
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা অনাথিনী নারী?
রাঠোর, উঠেছে জ্বলি নরকাগ্নি-শিখা,
পাপযজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়িবে এখনি,
হওরে প্রস্তুত আশু; দিলে নির্ব্বাসন
যেই রাজআজ্ঞাবলে, তাঁহারি আদেশে
চির-নির্ব্বাসন-দণ্ড করিতে তোমার
উপস্থিত রণবীর, রক্ষা নাহি আর।"
গর্জ্জিলেন মুন্দেশ্বর আস্ফালি কৃপাণ—
"এই অসি, এই কর, কত গিহ্লোটের
পশিতে শমনপুরে হইল সহায়,
এত গর্ব্ব রণবীর, তুচ্ছ অসি তোর
মুন্দেশের কেশস্পর্শ করিবে আবার!"
এতবলি রণমল্ল শার্দ্দূলের মত
আক্রমিল রণবীরে, কহিল গর্জ্জিয়া—
"থাকে শক্তি, আত্মরক্ষা কর আগে বীর,
পশ্চাৎ করিও রক্ষা সতীত্ব নারীর।
এখনি যৌবনসুরা করাইব পান

তমসার, খোল অসি মিটাই পিপাসা।"
খুলি অসি রণবীর দাঁড়ায় নির্ভয়ে,
আরম্ভিল দ্বন্দ্বযুদ্ধ, মত্ত করীযুগ
যুঝে যেন হ্রদমাঝে, কাঁপিল মন্দির,
তমসা শোভিছে যেন কুঞ্চিত কমল।
ফুটিতেছে রক্তজবা মল্লের শরীরে,
না পারি আঁটিতে বলে পড়িল ভূতলে
শক্তিহীন, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলা কাতরে—
"ক্ষমা কর রণবীর, ক্ষম অভাজনে ;—
দিয়েছি লাঞ্ছনা বহু মত্ত দুরাশায় ;
কোথায় দুর্ম্মদসিংহ পাপিষ্ঠ, দুর্জ্জন,
নিলি রাজ্য ; নিলি স্বর্গ ; নরত্বের নামে
দিলিরে কলঙ্ক-কালী, নরকের কীট ;
ডুবালি নরকে ঘোর, ডুবালি নরকে ;
তরীভ্রমে নক্রপৃষ্ঠে করি আরোহণ
এসেছি লঙ্ঘিতে সিন্ধু অন্ধের মতন।
কেহ নাই, কেহ নাই নরে কি অমরে
আমার কাতর-কণ্ঠে ফিরাবে শ্রবণ।
এস মৃত্যু, আন তপ্ত তরণী তোমার,—
দুর্ম্মদ সচিব যা'র সে কি তোমা ডরে ?
সম্মুখে নরকদ্বীপ ক'রে দাও পার।
বিবেকের পুণ্যপদ্মে পবিত্র আসনে

বসেছিলে এতদিন প্রাণের দুর্ম্মদ,
চলেছি নরক-রাজ্যে এস মন্ত্রিবর,
বাড়া'ব ঐশ্বর্য্য তা'র মিলিয়া দুজনে।"
এত বলি ধীরে ধীরে হইল নীরব,
স্বপ্ন-বিভীষিকাময় মুমূর্ষু মুন্দেশ
চমকিয়া কহে তীব্র মর্ম্ম যাতনায়,—
"তমসা, তমসা অই, সাজিলে কি বেশে!
তুমি কি মানবী নহ, চম্পক-বরণ
কোথা তোর, কোথা তোর কান্তি মনোহর,
বসন্তের শুভ্রশশী! একি ভয়ঙ্করী!
সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুতা, উন্মুক্ত সঙ্গীন,
রণরঙ্গিণীর মত ছাড়িছ হুঙ্কার!
দুর্ম্মদ, দুর্ম্মদ কা'রে করেছ বন্দিনী!
হইলে ভীষণতর! একি সর্ব্বনাশ!
কার মুণ্ড করে ঐ, ওকি দুর্ম্মদের!
চণ্ডিকে সরিয়ে যাও, রক্ষাকর দাসে।"
বলিতে বলিতে ধীরে থামিল রসনা
চিরতরে, চিরতরে বহিল নিশ্বাস।

বিংশ সর্গ।

ধরিয়াছে রুদ্রমূর্ত্তি ভৈরবী প্রকৃতি;—
অধে রক্তসিন্ধুমাঝে রক্তপদতল,
আরক্ত নয়ন উর্দ্ধে জ্বলন্ত ভাস্কর—
প্রদীপ্ত অনলকুণ্ড—জ্বলে ধক্ ধক্,
ঝরিতেছে অট্টহাসি—রৌদ্র খরতর;
বিলম্বিত মুক্তকেশ—ক্লান্ত নীলাম্বর
ঢাকি সে ভীষণ হাসি পড়েছে ঢলিয়া
ছিন্ন মুণ্ডমালাসম পাদপ-পাথর—
রুদ্ধশ্বাস, ম্লানচক্ষু, স্থির, নিষ্পলক;
ভয়ত্রস্ত জীবগণ খুঁজিছে কাতরে
অভয়হস্তের ছায়া—লতা কুঞ্জবন;
খেলিছে ভীষণা শান্তি আকাশে ভূতলে।

নীরব সমরক্ষেত্র, নাহি বাজে ভেরী;
নাহিক অস্ত্রের খেলা, বজ্রের নির্ঘোষ।
বীরগর্ব্ব করি যা'রা লুণ্ঠিত ধরণী—
ছিন্নশির, ছিন্নপদ, ছিন্নবাহু কেহ;
কোথায় মাতঙ্গ, কোথা' তুরঙ্গ-নিকর
প'ড়ে আছে স্তূপে স্তূপে আপ্লুত রুধিরে,

তরঙ্গিত রক্তসিন্ধু করিয়া সৃজন।
চলেছে ভৈরবীগণ আনন্দ-উল্লাসে,—
সুকোমল দেহকান্তি আবৃত কবচে,
কা'রো করে তীক্ষ্ণ অসি চর্চ্চিত রুধিরে,
কা'রো পৃষ্ঠে শূন্য তূণ, কা'রো স্কন্ধোপরে
লম্বিত ধনুক, কা'রো উন্মুক্ত সঙ্গীন,
উঠিতেছে মুক্তকণ্ঠে বিজয় সঙ্গীত।

জাগ মা, জয় জননি!
বাজিছে শঙ্খ, ছাড় আতঙ্ক,—
অস্ত তিমিরা রজনী।
আকুল কণ্ঠে ডাকে অপত্য,—
থাকে কি ক্ষুণ্ণ মায়েরি চিত্ত?
অস্ত অরুণ ফিরেছে সত্য
হের মা, কিরণ-মালিনি!
তোমারি স্তন্য হয়েছে ধন্য,
বুঝেছি ভ্রান্তি ঘুচেছে দৈন্য,
অসার তন্ত্রে বাজিছে ছিন্ন
আশার ভৈরবী রাগিণী।
দেহি মা, অন্ন দীন ক্ষুধার্ত্তে,
দেহি মা, পুণ্য পাপ-বিবর্ত্তে,
দেহি মা, দীপ্তি তামস-চিত্তে

জাগহ অমৃত-রূপিণি।
তোমারি মন্ত্রে নমে কৃতান্ত,
তব ঐশ্বর্য্যে হাসে দিগন্ত,
রত্নে জড়িত অণু অনন্ত,
তুমি কি ঘৃণিত ভরণি!
উঠ মা, ধাত্রি, ধর উৎসঙ্গে,—
কাঁপিবে মর্ত্ত্য তব ভ্রুভঙ্গে,
চন্দ্রতপন গাইবে রঙ্গে
তোমারি কীর্ত্তি কাহিনী।

নীরব সমরাঙ্গন করি মুখরিত
ছুটিয়াছে বীরমদে বীরাঙ্গনাগণ।
আহতের ক্ষীণকণ্ঠে উঠিল অদূরে
সাগর-কল্লোলসম কাতর প্রার্থনা—
লক্ষ্যহীন, ভাষাহীন মর্ম্মের যাতনা।
বিস্ময়ে দেখিল চণ্ডী সরিয়া নিকটে
যক্ষসিংহ বিলুণ্ঠিত কুঞ্জরের পদে।
অতি যত্নে দয়াবতী করিয়া বাহির,
শুধায় 'কি চাই' যবে, উত্তরে সচিব—
"চাহিবার কিছু নাই, চেয়েছিনু আমি
করীপৃষ্ঠে আরোহিয়া ভ্রমিতে মিবারে,
চড়িয়াছে পৃষ্ঠে করী! দু'আঁখি মুদিলে

জানিনা কি গুরুভার চাপাইবে বিধি!”
অবশ হইল ওষ্ঠ, করুণারূপিণী
ঢালিল অধরে, শিরে শীতল সলিল,
অমাত্য মেলিলা আঁখি, কহিলা বিস্ময়ে।—
“দেবি, দেবি, পাপঅঙ্গ ক’রোনা পরশ,
ঐ অস্ত্রাঘাত তব ও ভুজ মৃণালে
করেছে এ নরাধম, দয়া কর কা’রে!”
সস্নেহে কহিলা চণ্ডী—“কি বলিলে বীর!
দয়ার অপাত্র কেহ আছে কি জগতে!
রণে আর প্রেমে কিছু নাহিক অন্যায়;—
নর তুমি, ধর্ম্ম তব সমর-সংগ্রাম,
করেছ কর্ত্তব্য, বল কেন এ ধিক্কার?
প্রয়োজন নাহি মানে বিধি কি বিধান।—
সঙ্কটেতে নারী শুধু নরধর্ম্ম ধরে,
রণান্তে রমণী তা’র রম্য তপোবনে
ফিরিয়া পশিতে হয়, শান্ত হও তুমি;
নিয়ে যা’ব আহতের শুশ্রূষা-শিবিরে;
সেবিব, সেবিবে যত সেবিকা-সঙ্গিনী
—“একান্ত করিবে দয়া! শুন দয়াবতি—
না মানি নিষেধ মম লোভান্ধ দুর্ম্মদ,
ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন
চলিল অধর্ম্মপথে গ্রাসিতে মিবার;

পাপী আমি পাপমন্ত্রে হইনু দীক্ষিত।
লক্ষের কৃত্রিম আজ্ঞা সৃজিয়া দুজনে,
বিনা দোষে নির্ব্বাসনে দিয়েছি যন্ত্রণা
সেই সত্যব্রত চন্দে! বলিও তাঁহারে—
ক্ষমে যেন পাপাত্মায় মহত্ত্ব প্রকাশি।"
বলিতে বলিতে যক্ষ চাহিল নীরবে
সেই শান্তিময় মুখে, সেই স্বর্গপানে;
ছাড়িল অন্তিম-শ্বাস দেখিতে দেখিতে।
বিস্ময়ে, বিষাদে সবে চলে রাজপুরে।
কত রবি ডু'বে যায়, কত শশী হাসে,
পায়না আঁধার গুহা তাহার সংবাদ।
রাঠোর-রাহুর গ্রাসে বিমুক্ত মিবার,
বরষে সৌভাগ্য-রবি সোনার কিরণ,
জানেনা চঞ্চলমতী;—মন্দির-ভিতরে
আছে বদ্ধ, বুকে ভরা ঘন অন্ধকার।
"জয় মুকুলের জয়": শুনি অকস্মাৎ
চমকি দেখিলা রাণী, পশে বামাদল।
কঠিন পাষাণময় রাণার প্রাঙ্গণ,
শোভিল সরসী যেন ভরা পদ্মবন।
রমণীর রণসজ্জা—কলঙ্ক চাঁদের,
ফুলের কণ্টক, বহ্নি শিখার উত্তাপ;
কার্ম্মুকে-কৃপাণে তা'র হরে কি মাধুরী?

নমিলা সকলে মিলি ধাত্রী ও চঞ্চলে,
হেলিল সমীরে যেন জীবন্ত কমল।
উন্মাদিনীপ্রায় রাণী ধরিয়া চণ্ডীরে,
"নহি মা নমস্যা আমি" কহিল উচ্ছ্বাসে।
"কুসুমবরণা মাগো, কুসুমকোমলা
মিবারের কুলবধূ তোমরা সকল!
যেই কমনীয় তনু রত্ন-আভরণে
সাজাইতে অনুক্ষণ, সাজায়েছে আজি
রণসাজে, রণবেশে পাষাণী চঞ্চল।
শোভিত যে করতল অলক্তে লোহিত,
রঞ্জিয়াছে নররক্তে এ নর-পিশাচী!—
আমি রাণী নহি—রাজ-কুলকলঙ্কিনী,
আমি নারী নহি—আমি নিরেট পাষাণী,
কহ মাতঃ, রণবীর কোথায় আমার,
কোথা নির্ব্বাসিত চন্দ দয়ার সাগর।"
উত্তরিলা রণচণ্ডী সজল নয়নে—
"তুমি মা নমস্যা নহ! নমিব কাহারে!
শান্ত হও রাজ্যেশ্বরি, কেন এ ধিক্কার?
যক্ষের অন্তিম-বাণী করমা শ্রবণ—
করে নাই মহারাণা চন্দ-নির্ব্বাসন!
সৃজে সে কৃত্রিম আজ্ঞা যক্ষ ও দুর্ম্মদ
রাজ্যলোভে।"—"কি বলিলে!" বলিয়া চঞ্চল

বিস্ময়ে চণ্ডীরে হেরে, কহিলা বিস্ময়ে—
"কৃত্রিম কি সেই আজ্ঞা! ধিক্‌রে আমায়
রাঠোরের কূটচক্রে, হা লজ্জা, পাষাণী
পুড়িল বিদ্বেষানলে স্নেহের উদ্যান!
হা লজ্জা, করিল ভস্ম সোনার সংসার!"
এত বলি অধোমুখে রহিল চঞ্চল
ঘৃণালজ্জা ক্ষোভে। চণ্ডী কহিল আবার—
"কে জানে বিধির ইচ্ছা পূর্ণ হয় কিসে!
কেন এ আক্ষেপ তব, কেন এ ধিক্কার
বজ্রগর্ভ ঘনঘটা না হ'লে সজ্জিত,
সঞ্জীবিত হয় ক্ষেত্র নবধারাপাতে?
অশুভেই জন্মে শুভ, ভীষণে মধুর।
জাগিয়াছে নরনারী, চিনিয়াছে পথ,
ইতোধিক কিবা কাম্য; শান্ত হও মাতঃ,
হইয়াছে পূর্ণাহুতি, মহাযজ্ঞ শেষ;—
এই অসি কাটিয়াছে দুর্ম্মদের শির,
মুন্দেশের উষ্ণরক্ত করেছে নির্ব্বাণ
প্রাণেশের প্রতিহিংসা খেদায়েছে যোধে
চন্দবীর, ঝঞ্ঝাঘাতে বালুকণা যথা।
ফিরেছে শিবিরে শ্রান্ত নির্ব্বাসিতগণ;
তব আশীর্ব্বাদে তাঁ'রা আছেন কুশলে,
প্রভাতে ও পদযুগ করিবে দর্শন;

করিব রাণার শুভ মঙ্গলাচরণ"।
এতবলি কোলে চণ্ডী লইলা মুকুলে,
শোভিল উমার বক্ষে কার্ত্তিকেয় যথা,
উষার অঞ্চলে কিবা প্রভাতের শুক।
হর্ষভরে বামাকণ্ঠে উঠিল বাজিয়া
"জয় মুকুলের জয়", "জয় মিবারের।"
আনন্দে অধীর হয়ে শিশু রাজ্যেশ্বর
নামিলেন কোল ছেড়ে, দিয়ে করতালি
"জয় মুকুলের" বলি লাগিলা নাচিতে।
ঝরিল রাণীর অশ্রু—আনন্দ তরল,
ঘুচিল সমরক্লান্তি রণরঙ্গিণীর;
প্রণমি রাণীর পদে ফিরিলা সকলে।
শান্তির ত্রিদিব খুলি এল সন্ধ্যাদেবী,
প্রকৃতি কমলামূর্ত্তি করিল ধারণ;—
ঊর্দ্ধে নীল চন্দ্রাতপ মণ্ডিত হীরকে;
অধে শ্বেত মর্ম্মরের বেদী মনোহর,
সুধাভাণ্ড ঢালে শিরে সুধাংশু মোহন,
উদ্যান রচিছে অর্ঘ্য বিবিধ প্রসূনে।
জ্বলিছে মঙ্গলদীপ, বাজিছে আরতি,
সমীর ঢুলায় মন্দ শ্যামল চামর,
তপ্ত ধরণীর বক্ষ হইল শীতল।
শিবির সমীপে চণ্ডী দেখিলা রমণী

বুকে বিদ্ধ তীক্ষ্ণ অসি ; শান্তির আশায়
লুটায়ে পড়েছে যেন সন্ধ্যার চরণে।
"তমসা, তমসা,' ব'লে তু'লে নিল কোলে,
উত্তরিল ছিন্নতার বীণাধ্বনিসম।—
"খুঁজিয়া পেয়েছে পথ উদ্‌ভ্রান্ত পথিক,
বল শান্তি, শান্ত হও ;—সংসার-সাগরে
দিক্‌দর্শনের সূচী মৃত্যুই কেবল
নিতে কূলে অনাথায়, করিও না খেদ ;—
নাহি কাজ এ সংসারে—ভুজঙ্গ-বিবরে !
বিধবার মৃত্যুশয্যা বাসর-শয়ন,—
কত আশা, কত সাধ অব্যক্ত-মধুর
পূর্ণহৃদে, পূর্ণহোক্ আশীষ ভগিনি,
বাঞ্ছা তা'র ;—এই শেষ বিদায়-মিলন।"
বলিতে বলিতে ধীরে থামিল রসনা,
ভিজিল চণ্ডীর বক্ষ উত্তপ্ত আসারে।
 আসিল নূতন উষা, নূতন প্রভাত ;—
নির্ম্মল আনন্দ হাসে গগনের বুকে,
নির্ম্মল আনন্দ ভাসে মিবারের মুখে ;
চঞ্চলমতীর প্রাণে নব বধূসম
অবগুণ্ঠনের তলে রয়েছে লুকায়ে
সলজ্জ আনন্দ তাঁ'র ; গোপন সুযোগে
বেড়াইতে করে সাধ, ভাবিয়া আকুল

সম্মুখে পড়িলে চন্দ্র লুকা'বে কোথায়।
অসীম, বিপুল পৃথ্বী, ভাবিছে চঞ্চল
ক্ষুদ্র কক্ষ, নাহি স্থান লুকা'তে তাহার,
দেখিলা চঞ্চলমতী, আনন্দ-নির্ঝরে
নাহি শক্তি করে ভেদ লজ্জার পাষাণ,
মেঘ যথা অনুতাপে গুমরি মরমে,
আপনারে কণা কণা করিয়া শতধা
আকাশ নির্ম্মল করে; পাপ ও তেমনি
ব্যক্ত ক'রে আত্মরূপ মুক্ত করে পাপী,
পাপ-নিষ্পীড়িত জনে করে শান্তিদান।
বুঝিল চঞ্চল সেই সত্য সনাতন,
করিলেন চিত্তস্থির, চন্দ্র-আগমন
অপেক্ষিয়া রহিলেন বক্ষে করি শিশু।
অকস্মাৎ কোলাহল শুনিয়া অদূরে,
"জয় মুকুলের" বলি ছুটিল মুকুল
নে'চে নে'চে; হেরি চন্দ্রে ধরিল জড়ায়ে
আত্মহারা, আত্মহারা তু'লে নিল কোলে
ভ্রাতৃবর, দর দর ঝরিল নয়ন
মুকুলের শিরে, যথা প্রভাত-শিশির।
সুকোমল করে কণ্ঠ জড়ায় মুকুল,
বুকে বুক—শোভে চন্দ্র বনমালী যথা
গলে বনমালা, বুকে কৌস্তুভ রতন।

ধাত্রী ও রাণীর পদ বন্দিলা সকলে
সলজ্জ চঞ্চলমতী মিবার-মুকুট
অর্পিয়া চন্দের শিরে, সরিয়া পশ্চাতে
অধোমুখে অশ্রুজল লাগিলা মুছিতে,
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস চন্দ কহিলা উচ্ছ্বাসে।
"মুকুলে ধরিয়া বক্ষে যত সুখ মাতঃ,
পাই তপ্ত বুকে, দুঃখ দিলে ততোধিক
এই অভিশপ্ত শিরে রাখিয়া মুকুট।
মুকুট আমার নহে, মুকুলের ধন
জান তুমি; আসি নাই মুকুটের লোভে;—
মুকুলের স্নেহে আর রাজ্যের বিপদে
রাজআজ্ঞা, পিতৃআজ্ঞা করেছি লঙ্ঘন।
নির্ব্বিঘ্ন মিবার এবে, নির্ম্মূল রাঠোর,
চলিয়াছি নির্ব্বাসনে; শ্রীচরণ তব,
প্রাণের মুকুল মম করিতে দর্শন
এসেছি, চরণে মাগি বিদায়-আশীষ।
বহুদিন পিতৃপদ করেছি সন্ধান,
ঘটেনি দর্শন ভাগ্যে,—রণান্তে জনক
শুনিয়াছি বানপ্রস্থ্য করিয়া গ্রহণ
হিমাদ্রির পুণ্যঅঙ্কে ভাগীরথী-তীরে;
করেছি সঙ্কল্প তাঁ'র চরণ দর্শনে;
কর আশীর্ব্বাদ দাসে কর্ত্তব্যপালনে।

মুকুল রে, এ মিবার, এ রাজমুকুট
ধরি শিরে, বাপ্পার সে পুণ্যসিংহাসন
কর পুণ্যময় বাছা, ভ্রাতার আশীষ।”
এত বলি মুকুলের অর্পিলে মস্তকে
মিবার-মুকুট চন্দ, কহিলা চঞ্চল,—
“ক্ষমা কর বাছা মোর, সে দারুণ কথা
আনিও না মুখে আর, বাজিলে শ্রবণে
জ্ব'লে উঠে প্রাণ শত বৃশ্চিক-দংশনে।
আমার অকৃত পাপ, তোমার লাঞ্ছনা
আরও কি রয়েছে বাকী নিষ্ঠুর জগতে!
শুনিও না পশু-পাখী, লতাপাতা-ফুল,
শু'নোনা মানব, লজ্জা দাঁড়াও সরিয়ে;
নির্ব্বাসন আজ্ঞা তব করে নাই রাণা,—
রাঠোরের প্রবঞ্চনা; শুধাও চণ্ডীরে।
বুঝি নাই, খুঁজি নাই আমি সর্ব্বনাশী,
করিয়াছি সর্ব্বনাশ মুদিয়া নয়ন।
পিতার ছলনে ভুলি আমি কলঙ্কিনী,
করিয়াছি কলঙ্কিত বাপ্পার কিরীট,
নারীর পবিত্র নাম, নরের সমাজ।
কি করেছি! কি করেছি! জলন্ত চিতা'য়
দহিয়াছি প্রজাপুঞ্জে! করেছি মিবারে
অনাথিনী, ভিখারিণী! করিতাম তা'রে

রাঠোরের সেবাদাসী, না থাকিত যদি
এই রণবীর, আর চণ্ডী, ত্রিনয়না ;
না ভুলিতে বাছা, যদি সেই নির্যাতন।
বাপ্পার বংশের শিখা দেখিতে নির্ব্বাণ,
না করিলে রক্তদান ভৃত্য মহাবীর।
অভাগীর দোষে তোরা নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ
ভুগিলিরে কত কষ্ট, কত রক্তক্ষয়
করিল মিবার মাতা, সে কথা স্মরিলে
রোমাঞ্চিত হয় দেহ, কম্পিত হৃদয়।
জানিনা, নরকে স্থান্ হ'বে কি আমার !
বাছা রে, চাইনা রাজ্য, চাইনা মুকুল,
চাইনা বাঁচিতে আর, লুপ্ত হোক্ স্মৃতি ;—
অকপটে একবার "মা" বলিয়ে ডাক্ ;
শুনে যাই ; বাছা, তুই প্রসন্ন হইলে,
দাসীরে প্রসন্ন হ'বে করুণানিদান।
বিহ্বল হইয়া পড়ি চঞ্চলের পায়—
"মা আমার, মা আমার, পুত্র আমি তব,
কর কোলে" বলি চন্দ গায় বার বার—
"জয় রাণী মা'র জয়", "জয় মুকুলের"।
আত্মহারা বলে রাণী "জয় চন্দ" বল ;
অমনি সহস্রকণ্ঠে "জয় চন্দ" নাদ,
"জয় চন্দ" বলি রাণী করে আশীর্ব্বাদ।

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থকারের সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতায় ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, ঢাকা এলবার্ট লাইব্রেরীতে, বরিশাল নেশানেল এজেন্সীতে, চট্টগ্রাম আশুতোষ লাইব্রেরীতে এবং চট্টগ্রামের অন্তর্গত পটীয়ায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থকারের গ্রন্থাদি সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

১। **সচিত্র সপ্তকাণ্ড-রাজস্থান** (ডবল ক্রাউন ৮ পেজি, ডবল কলম, ৪০০ পৃষ্ঠা, সুন্দর চিত্র সহ) মূল্য ২৲ টাকা।

নব্যভারত—বিপিনবাবুর এই চেষ্টা সম্পূর্ণ মৌলিক; তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল মধুর এবং সাধারণ দোষ-বর্জ্জিত। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত রামায়ণের ন্যায় পয়ার ও ত্রিপদী-ছন্দে বিবৃত। ভাষা ও ছন্দের উপর অসাধারণ ক্ষমতা না থাকিলে কবি এ বিপুল অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। নাটক নভেল ও চুটকি গল্প ত্যাগ করিয়া দৈত্যদানবের অসম্ভব অলীক গল্প গুজবের পরিবর্ত্তে শিক্ষক ও অভিভাবকেরা বালক বালিকাদের হস্তে এইরূপ গ্রন্থ প্রদান করিলে তাঁহাদের নিজের এবং দেশের উপকার করা হইবে। কবির লেখনীতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

প্রবাসী—এই পুস্তকখানি ঘরে ঘরে প্রত্যেক শিশুর

নিত্য-সহচর হইলে তাহাদিগকে স্বদেশ-প্রীতিতে ও শৌর্য্যে-বীর্য্যে মণ্ডিত করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে যে সাহায্য করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রতিভা—...রাজস্থানের ইতিহাস চিত্তাকর্ষকরূপে বাঙ্গালার নরনারীর নিকট উপস্থিত করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজিত দেখিলে সুখী হইব।

বিক্রমপুর—রাজস্থানের ইতিবৃত্ত যেমন মধুর ও চিত্তাকর্ষক তেমনি চিত্তরঞ্জক।...তাঁহার কবিত্ব শক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।......ছন্দের মাধুর্য্য এবং শব্দসম্পদে, ভাবগৌরবে "রাজস্থান" বঙ্গের একখানি মহার্ঘ শ্রেষ্ঠ কাব্যের আসন অধিকার করিয়াছে।...ইতিহাস ও কাব্যের এইরূপ একত্র সমাবেশ জগতের কোন দেশের সাহিত্যের কোন গ্রন্থে আছে কিনা সন্দেহ।......"সপ্তকাণ্ড-রাজস্থান" প্রচার করিয়া বিপিনবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইলেন। তাঁহার বাণী-আরাধনা সার্থক হইয়াছে; দেবী সরস্বতীর আসন-কমলের একটী অমর পাপড়ী তাঁহার যশোমণ্ডিত ললাটে শুভ আশীর্ব্বাদের ন্যায় অর্পিত হইয়াছে। আমরা কবির দীর্ঘ জীবন কামনা করি, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

হিতবাদী—......"সপ্তকাণ্ড-রাজস্থান" সপ্তকাণ্ড-রামায়ণের পার্শ্বে রাখিবার উপযুক্তই হইয়াছে। রাজস্থানের মহাপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ সরল, রসভাবপূর্ণ কবিতায় সুশৃঙ্খলরূপে সংবদ্ধ করিয়া লেখক বঙ্গীয় নরনারীকে অপরিশোধনীয় ঋণে

আবদ্ধ করিয়াছেন।...আমরা লেখকের কবিত্ব ও প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।.. "উপমা কালিদাসস্য" যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই "রাজস্থান" পড়িতে অনুরোধ করি ;— উপমা মাধুর্য্যেও মুগ্ধ হইবেন।...এরূপ পুস্তক যে ভাষায় লিখিত হয় সে ভাষার সৌভাগ্য, যে পাঠক পাঠ করেন তাঁহার সৌভাগ্য, যিনি সমালোচনা করিবার সুযোগ পান সেই সমালোচকেরও সৌভাগ্য।......রচনার প্রকৃতি সরল, সরস ও সতেজ। ভাষারগুণে, ভাবেরগুণে, বিষয়েরগুণে এই গ্রন্থ বাঙ্গালার গৃহে গৃহে স্বর্ণসিংহাসন পাইবার অধিকারী।...দেবপূজার এই সুরভি কুসুম যিনি আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদের পাত্র, আশীর্ব্বাদ করি, কবিবর দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-রসিকের হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করুন।

বঙ্গবাসী—......গ্রন্থকার পদ্যরচনায় কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কোন চরিত্রের বিকৃতি হয় নাই, পরন্তু বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলি বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে।......বালকদিগের পক্ষেও ইহা সুখপাঠ্য। পদ্য সরল, সহজ ও সরস। ছবিগুলি বেশ।

ঢাকাপ্রকাশ—......সপ্তকাণ্ড বাল্মীকি রামায়ণের কৃত্তিবাস আছে, অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের কাশীদাস আছে— রাজস্থানরূপ মহাকাব্যেরও কৃত্তিবাস বা কাশীদাস থাকা আবশ্যক। এই অভাব অনুভব করিয়াই গ্রন্থকার উহার বাঙ্গালা সরল পদ্যানুবাদরূপ এক অতি প্রয়োজনীয় ও একান্ত প্রশংসার্হ দুরূহকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের এই মহান্ প্রয়াস সফল হইয়াছে।...বর্ণনভঙ্গী রচনপ্রণালী অধিকাংশ-স্থলেই একান্ত উপাদেয়, হৃদ্য ও চিত্তাকর্ষক।...এই গ্রন্থ রাজস্থান

মহাভারতের স্থায় বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আদৃত ও প্রীতির সহিত পঠিত হউক, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

বরিশাল হিতৈষী—……কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের পরে এমন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। বিপিনবাবুর এই অভিনব মৌলিক চেষ্টা যেমন মহতী তেমন তাঁহার কৃত কার্য্যতার জন্য আমরা নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি।…মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে এই সরল কবিতাগুলি বালক বালিকার কণ্ঠস্থ হইলে বহু পুণ্যকাহিনী সমন্বিত এই "রাজস্থান" আমাদের জাতীয় চরিত্রে দেশপ্রীতি, আত্মত্যাগ, জ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের বৃত্তিসমূহ পরিস্ফুট ও পরিবর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হইবে।

৺ কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—……টডের রাজস্থান ধর্ম্মগ্রন্থ। মহাভারতে যত প্রকার মহৎ চরিত্র চিত্রিত আছে, রাজস্থানেও প্রায় তত প্রকার মহৎ চরিত্রের সমাবেশ আছে। অনুবাদ প্রীতিপদ হইয়াছে। পুস্তকখানি দেখিতেও সুন্দর। মূল্য পুস্তকের উৎকর্ষ হিসাবে সামান্য। গ্রন্থকার আর্থিক ক্ষতি ও শ্রমস্বীকার করিয়া রাজস্থানের এই পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন এবং সাহিত্যিক বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—
ইহাতে রাজপুত জাতির গৌরব সরল ও সরস বাঙ্গালা-পদ্যে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট অবশ্য সমাদৃত হইবে।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী—...... কবিতাকারে রাজস্থান কাহিনী সাধারণকে আকৃষ্ট করিবে সন্দেহ নাই। পুরাতন পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের আশ্রয় লইয়াছেন, ইহাও সমীচীন হইয়াছে।...এজন্য দেশ আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—......গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। আপনি বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গে একটী বহুমূল্য, অলঙ্কার পরাইলেন। বাগদেবী আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন।...আপনি স্থায়ী কীর্ত্তি সঞ্চয় করিলেন।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র—......It is a very useful production and will do good not only to children but adults.......will constitute a part of our Bengalee literature of which we are so much proud.

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর—

You have undertaken a great and noble task and have finished it with excellent results for which you deserve the highest credit...I congratulate you on the success attained by your poetic genius and facile pen.

২। চন্দ্রধর—(কাব্য, ১৭৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা)

নব্যভারত—এই কাব্যখানি প্রাচীন কথায় পূর্ণ। কিন্তু লেখা এত সরস হইয়াছে যে ইচ্ছা হয় বহুস্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাই, দুঃখের বিষয় স্থান নাই।.........

প্রবাসী—...বেহুলা ও চাঁদবেণের চরিত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহাতে উভয় চরিত্র প্রাচীন কাব্য-বর্ণিত চরিত্র হইতে উন্নত হইয়াছে মনে করি। চাঁদসদাগরের চিত্রটী অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাষায় বাঁধুনী, প্রকাশে কবিত্ব ও রচনায় পারিপাট্য আছে।......

বিক্রমপুর—চন্দ্রধরের তেজস্বিতা, ভক্তি ও বীরত্ব কাব্যের প্রতিছত্রে পরিস্ফুট। শব্দ-সম্পদে, বর্ণনা-মাধুর্য্যে পাঠকের এই কাব্যখানা পাঠ করিতে বিন্দুমাত্রও ক্লেশ বোধ হয় না—চিত্ত আনন্দে ও বিস্ময়ে পরিপূরিত হইয়া উঠে। ....উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই।

প্রতিভা—...স্থানে স্থানে কল্পনা ও কবিত্ব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।...তিনি কবিগণের ক্ষুণ্ণ পন্থায় না চলিয়া চন্দ্রধরের চরিত্রকে মাহাত্ম্য গৌরবে অঙ্গহীন হইতে দেন নাই। বেহুলার চরিত্র-চিত্রটী আত্ম-নিষ্ঠায়, কোমলতায়, দেব-ভক্তিতে ও পতি-সেবায় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার "প্রেম-মৃত্যুঞ্জয়" মহামন্ত্রের বলে ভোলানাথও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ....গঠনের উন্নতি না হইলে গ্রন্থকারের এইরূপ উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব সম্পদ অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে; কারণ—আজকাল সোনারপাতে মোড়া ভস্মস্তূপের আদর হয়, অথচ গঠনের পারিপাট্য ও আবরণের চাকচক্য না থাকিলে খাঁটী জিনিষও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

৺ **কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়**—আপনার চন্দ্রধর উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে। আমি তাহার স্থানে স্থানে

বার বার পাঠ করিয়াছি ও বন্ধুবর্গকে শুনাইয়াছি। ভাষা ও ছন্দের উপর আপনার ক্ষমতা বিস্ময়কর......

৺ চন্দ্রনাথ বসু—আপনার কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। আপনার বর্ণনা অনেকস্থলে বড়ই মনোহর এবং অনেকস্থলে বড়ই উচ্চ প্রকৃতির হইয়াছে।...স্বয়ং চন্দ্রধর অতি অসাধরণ পুরুষ, আপনি তাঁহার যে চরিত্র তুলিয়াছেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে।...আপনার চন্দ্রধর খুব ভাল কাব্য হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—...ইহার ভাবগুলি যেমন উচ্চ অথচ সর্ব্বজন হৃদয়গ্রাহী, ইহার ভাষাও তেমনই উন্নত ও গভীর অর্থপূর্ণ, অথচ সরল ও সুমধুর। এই কাব্যখানি বঙ্গ সাহিত্যে একটী উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—...আমাদের প্রাচীন দেবতাদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার হইয়া গিয়াছে। আপনি তাহার উল্টাপথে গিয়া সে কালের বাঙ্গালা কবির আদর্শকে উঠাইয়া পৌরাণিক আদর্শে স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্য আপনার সাহসের প্রশংসা করিতে হয়। পৌরাণিক আদর্শ খাঁটি জাতীয় আদর্শ ও হিন্দুর আদর্শ। আপনি এই গ্রন্থে প্রচুর ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আশা করি বাঙ্গালা সাহিত্য আপনার নিকট হইতে মাঝে মাঝে এরূপ উপকৃত হইবে।

শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন—...রচনার স্থানে স্থানে উজ্জ্বল ভাবের সমাবেশ আছে। আপনার বেশ শক্তি

আছে। লেখনীর গতি স্বচ্ছন্দ ও সর্ব্বত্রই লেখার বাঁধুনী ও প্রবাহ আছে। মাঝে মাঝে দু'একটী উপমা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—'চন্দ্রধর' বঙ্গ সাহিত্যে একখানা উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে সন্দেহ নাই।...

৩। শিখ (দৃশ্য কাব্য, ৪৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ আনা)

নব্যভারত—বঙ্গভাষা জাগিতেছে, ইহা স্মরণে যাঁহাদের হৃদয় উৎফুল্ল হয়, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি একবার পাঠ করুন। শোণিত-অক্ষরে এই পুস্তক লেখা পড়িতে পড়িতে প্রাণ উষ্ণ হয়—দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হয়—কি জানি কেন, এক অজানা স্বদেশ-প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—ভাবুকতা ও কবিত্বের পরিচয় আছে। পংক্তিগুলি সুন্দর, উদ্দীপনাময় ও অনায়াস প্রসূত। লেখক মনের ভাবকে কাব্যের গড়ন দিতে কৃতি। শিখের একটী পংক্তিও হীনবল কি কষ্ট কল্পিত নহে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—আপনার শিখ পাঠ করিয়া বাস্তবিকই প্রীত হইয়াছি। এই দৃশ্যকাব্যখানি ক্ষুদ্র হইলেও ভাষা, ভাব, লালিত্য ও চরিত্র গঠনে একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্যের আসন পাইবার যোগ্য। এই পুস্তকখানি আপনার সুনাম রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।

৪। নারী (দৃশ্যকাব্য ৫৪ পৃষ্ঠা মূল্য ॥০ আনা)

৺ কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—...সৌভাগ্য বশতঃ আজ বঙ্গ কাব্য-সাহিত্যের বাতাস ফিরিতেছে।

লালসার বিষাক্ত বাতাস অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন নির্ম্মল বায়ুর প্রয়োজন হইয়াছে। তাই বুঝি বঙ্গদেশে এক নূতন কবিসম্প্রদায় জাগিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা পাশব-সম্ভোগের বর্ণনা ছাড়িয়া মনুষ্যহৃদয়ের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব অঙ্কিত করিতে বসিয়াছেন। আজ বঙ্গকাব্য সাহিত্যে সুদিন।......বিষয় মহৎ, কাব্যখানি ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে যতদূর সম্ভব, কবি কয়েকটী রাজপুত-চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা।

৫। অর্ঘ্য—(গীতিকাব্য, ২০৪ পৃষ্ঠা মূল্য ১৲ টাকা)

৺ কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—কবিতাগুলি অতি মিষ্ট লাগিল। আপনার হস্তে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি প্রত্যাশা করি।

৺কবিবর নবীনচন্দ্র সেন—...১ম অঞ্জলির কবিতাগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে;—ভয় ও বসন্তের তুলনা নাই।...২য় অঞ্জলির ফুটবল, আগমনী ও লক্ষ্মী-পূজা বেশ প্রাণে লাগিয়াছে।...তৃতীয় অঞ্জলির সৌন্দর্য্য প্রকৃতই সুন্দর বটে।... ৪র্থ অঞ্জলির চিত্রগুলি বেশ ফুটিয়াছে। মাতৃভাষার সেবায় ব্রতী থাকিলে কালে সিদ্ধকাম হইবেন সন্দেহ নাই।